দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা বুধবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৯ ॥ ১৫ মে ২০২৪ ॥ ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বাংলা ॥ ৬ জিলক্বদ ১৪৪৫ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

বিদেশে বসে বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে উসকে দেওয়া হচ্ছে : দীপু মনি

স্টাফ রিপোর্টার : বিদেশে বসে রিমোট কন্ট্রোলে করে বাংলাদেশে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মৌলবাদকে উসকে দেওয়া হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন, সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দীপু মনি। তিনি বলেছেন, অসাম্প্রদায়িক দেশ চাইলে রাজনীতিকে বেছে নিতে হবে। দেশে রাজনীতি ঠিক হলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে 'ঋষি সম্প্রদায়ের অধিকার ও টেকসই উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে পলিসি অ্যাডভোকেসি রোডম্যাপ' শীর্ষক জাতীয় গোলটেবিল আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বলেন, আইন, নীতিমালা প্রণয়ন থেকে বাস্তবায়ন সকল পর্যায়ে দেশের সবার অংশগ্রহণ হওয়া জরুরি। কেউ পিছিয়ে পড়ে থাকবে না।

বাজেটে রাজস্ব আদায়ের

লক্ষ্যমাত্রা ৪৭ হাজার কোটি টাকা বাড়ছে

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) আওতাধীন রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা প্রায় ৪৭ হাজার কোটি টাকা বাড়ানো হতে পারে। বর্ধিত এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ও সম্পূরক শুল্ক খাতে আদায় বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়। তবে ভ্যাটের আওতা বাড়ানো হলে পরোক্ষভাবে তা সাধারণ জনগণের ওপরই পড়বে। এই অবস্থায় বাজেটে মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনার ওপর যে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, সেটা না কমে বরং মূল্যস্ফীতির ওপর চাপ অব্যাহত থাকবে। অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এনবিআরের আওতাধীন রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ লাখ ৭৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি আদায় করা হবে পণ্য ও সেবা খাতের ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক থেকে। আর বাজেটে ভ্যাট আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা রয়েছে ১ লাখ ৭০ হাজার কোটি টাকা। এটি চলতি বছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ২৬ হাজার ১০০ কোটি টাকা বেশি। এছাড়া সংশোধিত বাজেটের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ট্যাক্সেস অন ইনকাম অ্যান্ড প্রফিট খাত থেকে প্রায় ১৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে। আর চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মূল বাজেটে এনবিআরের আওতাধীন রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা। ফলে আসছে বাজেটে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানো হচ্ছে ৪৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। জানা যায়, আগামী বাজেটে রাজস্ব আদায় বাড়াতে ইতোমধ্যে মেট্রোরেলের টিকেটমূল্যের ওপর ভ্যাট বসানোর উদ্যোগ নিয়েছে এনবিআর। স্থানীয় শিল্প ভ্যাটে যে ছাড় পেয়ে আসছে, আগামী অর্থবছরে তা সংকোচিত করা হতে পারে। এর প্রভাবে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বাড়লে পণ্যমূল্যও বাড়বে এবং চূড়ান্ত বিচারে ভোক্তাদেরই তা পরিশোধ করতে হবে। সূত্র জানায়, চলতি অর্থবছরের মূল বাজেটে ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক খাতে ২ লাখ ২৪ হাজার ৫৪০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল এনবিআর। গত জানুয়ারি শেষে এ খাত থেকে আয় হয়েছে ১ লাখ ৩ হাজার ২৮৩ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এ খাত থেকে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১ লাখ ৫৮ হাজার ৬৬ কোটি টাকা। গত ২০২২-২৩

২-এর পাতায় দেখুন

শুক্রবারও চলবে মেট্রোরেল কমতে পারে হেডওয়ে সময়

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে নতুন আধুনিক গণপরিবহন মেট্রোরেল। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এর পরিচয় করিয়ে দিতে এবং ব্যবহারে অভ্যস্ত করতে ধাপে ধাপে চালু করা হয় বিভিন্ন স্টেশন। যাত্রী চাহিদার ওপর ভিত্তি করে পর্যায়ক্রমে সময়ও বাড়ানো হয়। বর্তমানে মেট্রোরেল সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলাচল করছে। তবে এটি সপ্তাহে ছয় দিন। শুক্রবার মেট্রোরেলের সাপ্তাহিক বন্ধ। তবে যানজটহীন ও আরামদায়ক এই গণপরিবহনের সুবিধা ছুটির দিনেও পেতে চান যাত্রীরা। এ কারণে শুক্রবার মেট্রোরেল চালুর বিষয়টি বিবেচনা করছে এর পরিচালনা প্রতিষ্ঠান ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)। ডিএমটিসিএল সূত্রে জানা গেছে, আগামী জুলাই থেকে অন্যান্য দিনের মতো শুক্রবারও মেট্রোরেল চলাচলের বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। একাধিক সূত্রে এই তথ্য পাওয়া গেছে। তবে এ বিষয়ে জানতে চাইলে কোনো কর্মকর্তা সরাসরি বক্তব্য দিতে রাজি হননি। প্রতিষ্ঠানটির যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ আবদুর রউফবলেন, 'হয়তো কয়েকদিন পর আমাদের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ এন ছিদ্দিক স্যার সংবাদ সম্মেলন করে জানাবেন,

২-এর পাতায় দেখুন

মার্কিন স্যাংশন-ভিসানীতি সরকার কেয়ার করে না: সেতুমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : সরকার কোনো রকম স্যাংশন বা ভিসানীতি কেয়ার করে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসছেন বাংলাদেশে। এই বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, আমি এই নিয়ে কোনো আলোচনা করতে চাই না। রুটিন আসা আসবে, যাবে। ওবায়দুল কাদের বলেন, একজন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তাকে নিয়ে বাংলাদেশ এত মাতামাতি কেন? তার প্রয়োজনে সে আসছে। তাদের এজেন্ডা আছে। সম্পর্ক যখন থাকে সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা থাকে। তো সেটা তারা কাজ করতে আসছেন। আমরা দাওয়াত করে কাউকে আনছি না। সাংবাদিকদের আরেক প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, আমরা কোনো প্রকার স্যাংশন, ভিসানীতি এগুলো

২-এর পাতায় দেখুন

ভারতের নির্বাচনের পরই দীর্ঘমেয়াদি ভিসার বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে : নানক

স্টাফ রিপোর্টার : ভারতের ভিসাপ্রাপ্তি সহজ করা, ভোগান্তি কমানোর পাশাপাশি চাপ কমাতে দুই বছর মেয়াদি ভিসা চালু বা দীর্ঘমেয়াদি ভিসার বিষয়ে দেশটির নির্বাচনের পরই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সচিবালয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর দপ্তরে

২-এর পাতায় দেখুন

ইসরায়েলের এজেন্টদের সঙ্গে মিলে বিএনপি অপরাজনীতি করছে : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : ইসরায়েলের এজেন্টদের সঙ্গে মিলে বিএনপি দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। ফিলিস্তিনি হত্যা বন্ধে কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে বিএনপি জামায়াত ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট নিয়ে অপরাজনীতি করছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ স্বাধীনতা পরিষদ আয়োজিত ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধের দাবিতে ও বিএনপির দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সমাবেশ ও মানববন্ধনে তিনি এসব কথা জানান। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বিএনপি ফিলিস্তিনের পক্ষে না দাঁড়িয়ে ইসরায়েলের দোসরে পরিণত হয়েছে। নেতানিয়াহুর দোসরে পরিণত হয়েছে। ইসরায়েলের এজেন্টদের সঙ্গে মিলে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। আমাদের কাছে তথ্য প্রমাণ আছে। এদের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে। তিনি বলেন, পুরো পৃথিবী গাজায় ইসরায়েলের বর্বরতার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি বিএনপি ও জামায়াত, যারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা করে, এই মানবতাবিরোধী অপরাধের বিরুদ্ধে একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি তারা। কারণ কেউ অসন্তুষ্ট হতে পারে। হাছান মাহমুদ বলেন, গত নির্বাচনে তাদের পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার পর ইসরায়েলি লবিস্টদের সঙ্গে মিলে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে বিএনপি। তিনি বলেন, আমাদের দেশে কিছু ইসলামী দল আছে, তারা কারণে-অকারণে বায়তুল মোকাররমে দাঁড়িয়ে যান। আপনারা কোথায় এখন? আপনাদের কেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? নির্বাচনের আগে সরকার নামানোর জন্য বায়তুল মোকাররমের সামনে এসে আন্দোলন করেন। ফিলিস্তিনি ভাইদের পক্ষে, ইসরায়েলের বিপক্ষে তো একটা বড় মিছিল করতে দেখলাম না আপনাদের। সামাজিক মাধ্যমে সরকারের

২-এর পাতায় দেখুন

তিন দামে বিক্রি হচ্ছে ডলার

স্টাফ রিপোর্টার : ডলারের দর ১১৭ বেঁধে দেওয়ার পরও খোলা বাজারে এ মুদ্রা তিন দামে বিক্রি হচ্ছে। একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বেধে দেওয়া মূল্য, দ্বিতীয়টি মানি এক্সচেঞ্জ হাউজ রেট ও তিন নম্বরটি এক্সচেঞ্জ হাউজগুলোর নিয়োজিত এজেন্টের দাম। গতকাল মঙ্গলবার মতিঝিলের দিলকুশা ও পুরানা পল্টনের মানি এক্সচেঞ্জ হাউজগুলোয় এ দৃশ্য দেখা গেছে। সরেজমিনে দেখা যায়, মানি এক্সচেঞ্জ হাউজগুলোয় ডলার বিক্রি হচ্ছে ১২১ টাকায়। আবার যখন এ হাউজগুলো থেকে দূরে এজেন্টরা বিক্রি করছেন, মুদ্রার দাম হয়ে যাচ্ছে ১২১ টাকা ৫০ পয়সা থেকে ১২১ টাকা ৬০ পয়সা পর্যন্ত। অপরদিকে মানি এক্সচেঞ্জ হাউজগুলোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারণ করা দাম বোর্ডে দেখানো হচ্ছে ১১৮ টাকা ৫০ পয়সা। মানি এক্সচেঞ্জ হাউজগুলোর বাইরে দেখা গেছে, কেউ গেলে

২-এর পাতায় দেখুন

খুলনার তিন উপজেলার ৯৫ কেন্দ্র 'গুরুত্বপূর্ণ' চিহ্নিত

স্টাফ রিপোর্টার : দ্বিতীয় ধাপে আগামী ২১ মে খুলনার তেরখাদা, দিঘলিয়া ও ফুলতলা উপজেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনে ১৩৮টি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে ৯৫টিকে গুরুত্বপূর্ণ ও ৪৩টিকে সাধারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। মোট ভোট কেন্দ্রের মধ্যে ৬৯ শতাংশ গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ কেন্দ্রের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে থাকবে বাড়তি নিরাপত্তা। রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, মোট ১৩৮টি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে তেরখাদা উপজেলায় ভোট কেন্দ্র ৪৩টি, দিঘলিয়ায় ৫২টি ও ফুলতলায় ৪৩টি। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তিনটি উপজেলায় তাদের আওতাধীন এলাকায় ভোট কেন্দ্র রয়েছে ১১২টি। এর মধ্যে ৬৯টিকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তিনটি উপজেলার মধ্যে দিঘলিয়া ও ফুলতলা উপজেলার ২৬টি কেন্দ্র তাদের আওতাধীন এলাকায়। তারা সবগুলো কেন্দ্রকেই গুরুত্বপূর্ণ চিহ্নিত করেছেন। পুলিশের একজন কর্মকর্তা জানান, বেশ কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করে এই তালিকা করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা, কোনো প্রার্থীর বাড়ির কাছে কেন্দ্র কিনা, প্রভাব বিস্তারের আশংকা এবং যাতায়াত ব্যবস্থা প্রভৃতি। পুলিশ জানায়, প্রতিটি সাধারণ ভোট কেন্দ্রে তিনজন পুলিশ

২-এর পাতায় দেখুন

বনানীর আগে বাসে যাত্রী তুললেই মামলা

— ডিএমপি কমিশনার

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার হাবিবুর রহমান বলেছেন, রাজধানীর যানজট নিরসনে আন্তঃজেলা বাসের গেটলক সিস্টেম চালু করা হয়েছে। মহাখালী টার্মিনাল থেকে ছেড়ে যাওয়া বাসগুলো বনানী এলাকা পর্যন্ত যদি নিয়ম অমান্য করে যত্রতত্র যাত্রী ওঠানো-নামানো করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর

২-এর পাতায় দেখুন

ভ্যাপসা গরমে চাহিদা বেড়েছে তালের শাসের। ছবিটি মঙ্গলবার চট্টগ্রামের কদমতলী এলাকা থেকে তোলা।

এখনো ভিসা হয়নি ১০ হাজার হজযাত্রীর, সৌদি পৌঁছেছেন ১৫৫১৫

স্টাফ রিপোর্টার : হজ ফ্লাইট শুরু হওয়ার পর এ পর্যন্ত ১৫ হাজার ৫১৫ জন হজযাত্রী সৌদি আরবে পৌঁছেছেন। অপরদিকে এখন পর্যন্ত ১০ হাজার ৩৫০ জনের ভিসা হয়নি। গতকাল মঙ্গলবার সকালে হজ পোর্টালে আইটি হেল্পডেস্কের প্রতিদিনের বুলেটিন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। গত সোমবার পর্যন্ত সর্বমোট ১৫ হাজার ৫১৫ জন হজযাত্রী সৌদি আরবে পৌঁছেছেন। এরমধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রী ৩ হাজার ৭৪৭ জন ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রী ১১ হাজার ৭৬৮ জন। এখন পর্যন্ত সৌদি আরব যাওয়ার ফ্লাইট পরিচালিত হয়েছে ৩৯টি। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৬ জুন এবারের হজ অনুষ্ঠিত হবে। ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় অনুমোদিত এবার হজ কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত এজেন্সির সংখ্যা ২৫৯টি।

২-এর পাতায় দেখুন

বিদেশিদের পরামর্শে না, নিজেদের প্রয়োজনে শ্রম আইনে সংশোধন : আইনমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : শ্রম আইন সংশোধনে কিছু কিছু বিষয়ে নীতিনির্ধারক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত হবে বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক। একইসঙ্গে শ্রম আইন যাতে আরও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হয় সে বিষয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কিছু সাজেশন দিয়েছে বলে জানান তিনি। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সচিবালয়ে আইন মন্ত্রণালয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন। আইনমন্ত্রী বলেন, আজকে আমাদের আলোচনা শেষ হয়েছে। আমরা শ্রম আইন সংশোধন করছি। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এ বিষয়ে কিছু সাজেশন দিতে চায়। সাজেশনগুলো মূলত তারা এই কারণে দিতে চেয়েছিল, যে আইনটি হচ্ছে, সেটি যাতে আরও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন, আইএলওর কমিটি অব এক্সপার্টের সাজেশনগুলো যাতে কমপ্লায়েন্ট হয়, সেই বিষয়ে তাদের বক্তব্য ছিল। 'আইএলওকে যে কো-অপারেশন সরকারের পক্ষ থেকে সেটা আমরা চালিয়ে যেতে চাচ্ছি। সেজন্যই মূলত আমরা তিন দিন ধরে সেটা (শ্রম আইনের খসড়া) এক্সারসাইজ করেছি। এখানে মূলত কিছু কিছু ইস্যু, যেগুলো আমেন্ডমেন্টে থাকার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'শ্রম আইন সংশোধনের বিষয়ে কিছু কিছু বিষয়ে এসেছিল যেটি নীতিনির্ধারক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত দিতে হবে। সেটি আমি বলেছি নীতি-নির্ধারণ পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে সেটার সিদ্ধান্ত হবে। আমরা গ্রহণ করব কি করব না সেটার সিদ্ধান্ত। তিনি আরও বলেন, কিছু কিছু বিষয় আছে ত্রিপক্ষীয় কমিটির সিদ্ধান্ত নেবে। তাদের বক্তব্য নোট করেছি, তাদের বক্তব্য সেখানে তুলে ধরব। সেখানে আলোচনার মাধ্যমে আমাদের দেশের বাস্তবতায় গ্রহণযোগ্য হবে কি না হবে, সেই সিদ্ধান্ত আমরা নেবো। কিছু কিছু ইস্যু আছে, যেগুলো মনে হয়েছে গ্রহণযোগ্য, সেগুলো আমরা গ্রহণ করেছি। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেজন্য এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত বলবো না। কারণ বিস্তারিত বলতে গেলে হয়ত আমি কোথাও ভুল করব, সেজন্য আমি বলবো না।

২-এর পাতায় দেখুন

প্রাথমিকের দ্বিতীয় ধাপের চূড়ান্ত ফল আজ

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের দ্বিতীয় ধাপের রাজশাহী, খুলনা ও ময়মনসিংহ বিভাগের প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা শেষে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হবে আজ। গতকাল মঙ্গলবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। গত ১৪ মার্চ থেকে ২২ এপ্রিল পর্যন্ত মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে গত ২ ফেব্রুয়ারি তিন বিভাগের ২২ জেলার লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। মোট পরীক্ষার্থী ছিলেন চার লাখ ৩৯ হাজার ৪৪৩ জন। গত ২০ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত ফলে ২০ হাজার ৬৪৭ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। গত বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি রংপুর, সিলেট এবং বরিশাল বিভাগের ক্লাস্টারের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে অধিদপ্তর। এরপর ২২ মার্চ রাজশাহী, খুলনা ও ময়মনসিংহ বিভাগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এরপর ১৭ জুন ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। প্রথম ধাপে ৩ লাখ ৬০ হাজার ৭০০, দ্বিতীয় ধাপে ৪ লাখ ৫৯ হাজার ৪৩৮ এবং তৃতীয় ধাপে ৩ লাখ ৪০ হাজার প্রার্থী আবেদন করেন। বর্তমানে প্রায় ৮ হাজারের বেশি পদ শূন্য রয়েছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মার্ট এনআইডি বিতরণ ২৩ মে

স্টাফ রিপোর্টার : জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সম্মাননা হিসেবে বীর মুক্তিযোদ্ধা খচিত স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণ উদ্বোধন করতে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগামী ২৩ মে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মাধ্যমে তা বিতরণ করবে সংস্থাটি। ইসির জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ থেকে এ তথ্য জানানো হয়। ইসির এনআইডি কর্মকর্তারা জানান, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ এর ধারা ২(১১) এ মুক্তিযোদ্ধাদেরকে 'বীর মুক্তিযোদ্ধা' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং মুক্তিযোদ্ধা শব্দের পূর্বে সর্বত্র 'বীর' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে একাদশ জাতীয় সংসদের 'মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র ১২তম সভায় মুক্তিযোদ্ধাদের নামের পূর্বে 'বীর' শব্দটি সংযোজন করার সুপারিশ করা হয় এবং মুক্তিযোদ্ধার আগে 'বীর' শব্দটি ব্যবহারের জন্য সকল সংস্থায় চিঠি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এছাড়া গত ২০২১ সালের ১৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিত নির্বাচন কমিশনের ৮৭তম সভায় স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্রে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামের পূর্বে 'বীর মুক্তিযোদ্ধা' লিপিবদ্ধ করার উদ্যোগ নিতে হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। এরপর ২০২১ সালের ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচন কমিশনের ৯২তম সভায় 'বীর মুক্তিযোদ্ধা' সংযোজনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামের পূর্বে 'বীর মুক্তিযোদ্ধা' সংযোজন করা হলে পাসপোর্ট প্রস্তুতসহ বিদেশ গমন বা বিভিন্ন সম্মানী প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে তারা অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারেন, এই বিবেচনায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে এবং জাতীয় পরিচয়পত্র প্রস্তুতে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের মতামত নেয়া সাপেক্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রণীত জাতীয় পরিচয়পত্রে 'বীর মুক্তিযোদ্ধা' শব্দটি নামের পূর্বে না বসিয়ে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্রের চিপ্স এর নিচে খালি জায়গায় সংযোজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এনআইডি মহাপরিচালক মো. মাহবুব আলম তালুকদার জানান, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জাতীয় পরিচয়পত্রের চিপ্স এর নিচে 'বীর মুক্তিযোদ্ধা' খচিত স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত একটি যুগোপযোগী ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। ইতোমধ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা খচিত স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র দিতে আগামী ২৩ মে একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করার জন্য মাননীয় কমিশন সিদ্ধান্ত দিয়েছে। সেই আলোকে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণের অনুষ্ঠানটি সুন্দর ও সফলভাবে আয়োজনের জন্য প্রস্তুতি নিতে সবাইকে অনুরোধ

২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা বুধবার ॥ ১৫ মে ২০২৪ ॥ ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বাংলা

ব্যাংকিং খাতে আস্থা হারাচ্ছেন গ্রাহকরা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের ব্যাংকিং খাতে আস্থার সংকট আরও খারাপ হচ্ছে। কারণ অনেকে উচ্চ সুদের হারেও তাদের অর্থ ব্যাংকে রাখতে অনিচ্ছুক, আবার অনেকে তাদের আমানত উদ্বেগজনক হারে তুলে নিচ্ছে। ফলে ব্যাংকিং খাত তারল্য সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে, যার ফলে অন্যান্য খাতে বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অনেক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নিচ্ছে, আবার কিছু মূলধনের ঘাটতি রয়েছে বলে জানিয়েছেন এ খাতের সঙ্গে জড়িতরা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের বারবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কারণে ব্যাংকিং খাতে অস্থিরতা চলছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে গত বছর ঋণের জন্য স্মার্ট রেট বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কিন্তু কার্যকরভাবে তা করতে পারেনি। তারপর, স্মার্ট রেট চালু করার ১০ মাস পরে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এটি বাতিল করে এবং চার বছর পর গত সপ্তাহে বাজারভিত্তিক সুদের হারে ফিরে আসে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকও কিছু ব্যাংককে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছে এবং তাদের শক্তিশালী ব্যাংকের সাথে একীভূত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এতে জোর করার প্রয়োজন হলেও এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে বলেও শোনা গিয়েছে। তারপর এটি হঠাৎ করেই একীভূতকরণ প্রক্রিয়া থেকে পিছিয়ে যায়, পুরো ব্যাংকিং সেক্টরে গ্রাহকদের আস্থায় মারাত্মক আঘাত করার পথে, বলেছেন বিশেষজ্ঞরা। এছাড়া নীতিগত হার বারবার বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রক সংস্থার ব্যর্থ প্রচেষ্টা ব্যাংকের প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট করেছে বলেও জানান তারা। আর্থিক সংকটের মুখে থাকা ব্যাংকগুলো বর্তমানে ১২% থেকে ১৩% সুদে স্থায়ী আমানত সংগ্রহ করছে। দেশের কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহীরা বলেন, ১১ শতাংশের বেশি সুদ দেওয়ার পরও দীর্ঘ মেয়াদি আমানত পাওয়া যাচ্ছে না। পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ডক্টর আহসান এইচ মনসুর বলেন, "ব্যাংকিং সেক্টরে শৃঙ্খলা ও আইনের প্রয়োগের অভাব রয়েছে। এটি ক্রমাগত খারাপ হচ্ছে। নিয়ন্ত্রক সংস্থা কিছু

৭-এর পাতায় দেখুন

নটর ডেমে একাদশে ভর্তিতে লাগবে যেসব যোগ্যতা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর নটর ডেম কলেজ চলতি বছর একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য যোগ্যতার শর্ত প্রকাশ করেছে। দেশের অন্যতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষেও নিজস্ব প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী ভর্তি করবে। গতকাল মঙ্গলবার একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিসংক্রান্ত এক বিজ্ঞপ্তিতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি আবেদনের তারিখ ঘোষণার পর ভর্তিসংক্রান্ত তথ্য কলেজের নিজস্ব ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হবে। প্রতিবছরের মতো এবারও নটর ডেম কলেজ নিজস্ব প্রক্রিয়ায় অনলাইনে ভর্তির আবেদন গ্রহণ করবে। আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা বিজ্ঞান বিভাগ: বাংলা মাধ্যম ও ইংরেজি ভার্সন (উচ্চতর গণিতসহ) জিপিএ-৫, মানবিক বিভাগ জিপিএ-৩ এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ জিপিএ-৪।

৭-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের বিশ্বকাপ স্কোয়াড ঘোষণা সহ-অধিনায়ক তাসকিন

স্পোর্টস ডেস্ক : আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য বাংলাদেশের স্কোয়াড ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার মিরপুরে ১৫ সদস্যের এই স্কোয়াড ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু। বিশ্বকাপ স্কোয়াডে নাজমুল হোসেন শান্ত অধিনায়ক থাকবেন, সেটি নিশ্চিত হওয়া গিয়েছিল আগেই। কিন্তু বিশ্বকাপে সহ-অধিনায়ক নিয়েও যাওয়া হচ্ছে। এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পেসার তাসকিন আহমেদকে। সবশেষ জিম্বাবুয়ে সিরিজের দল থেকে বাদ পড়েছেন মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন। অনেকদিন পর জাতীয় দলে ফিরে ৪ ম্যাচে ৮ উইকেট নিয়ে সিরিজ সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি হলেও নির্বাচকদের

৭-এর পাতায় দেখুন

যেভাবে বহিরাগত ঠেকাবে ঢাবির কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে প্রবেশের জন্য 'স্মার্ট কার্ড' ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা করছে কর্তৃপক্ষ। এতে সাবেক শিক্ষার্থী ও বহিরাগতরা লাইব্রেরিতে প্রবেশ করতে পারবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে প্রবেশের জন্য শিক্ষার্থীদের কার্ড পাঞ্চ করতে হবে। নিয়মিত শিক্ষার্থীদের স্মার্ট কার্ড দেওয়া হবে। আশা করছি, জুনের মধ্যেই এ ব্যবস্থা কার্যকর হবে।' সাবেক শিক্ষার্থী ও বহিরাগতদের ঠেকাতে এ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান। উপ-উপাচার্য আরও বলেন, এতে

৭-এর পাতায় দেখুন

ফিলিস্তিনিদের ত্রাণের ট্রাক লুট করছে ইসরায়েলিরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনের গাজায় টানা সাত মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা ইসরায়েলি নির্মম আগ্রাসন মানবেতর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে সেখানকার বাসিন্দাদের। অবরুদ্ধ উপত্যকাটি থেকে ফিলিস্তিনিদের নিশ্চিহ্ন করতে শুধু গোলা-বারুদই নয়, তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণাকেও অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে দখলদার রাষ্ট্রটি। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন দাতাসংস্থার ত্রাণ তৎপরতাতে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে নেতানিয়াহুর সেনারা। একদিকে সুপেয় পানির অভাব, অন্যদিকে দিনের পর দিন খেয়ে না খেয়ে বাঁচতে হচ্ছে গাজাবাসীকে। ছড়িয়ে পড়ছে রোগ, মৃতের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনই বাড়ছে আহতের সংখ্যা, অথচ ওষুধ মিলছে না কথাও। এই যখন পরিস্থিতি, দখলদার ইসরায়েলি সেনাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ফিলিস্তিনিদের অসহায়ত্বের ওপর আঘাত হানছে বেসামরিক ইসরায়েলিরাও। নেতানিয়াহু প্রশাসনের কড়াকড়ির মাঝে যে যৎসামান্য ত্রাণ তৎপরতা চলছে, তাতেও পানি ঢেলে দিচ্ছে তারা; আটকে দিচ্ছে ট্রাক, লুট করে নষ্ট করছে ত্রাণ। গতকাল মঙ্গলবার বিবিসির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদনে বলা

৭-এর পাতায় দেখুন

হাইকোর্টে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইলেন বিএনপি নেতা আলাল

স্টাফ রিপোর্টার : বিচার বিভাগ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যের ঘটনায় হাইকোর্টে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল। একইসঙ্গে ভবিষ্যতে বিচার বিভাগ নিয়ে বক্তব্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকবেন বলেও লিখিত আবেদনে উল্লেখ করেছেন তিনি। গতকাল মঙ্গলবার বিচারপতি মো. ইকবাল কবীর ও বিচারপতি মো. আক্তারুজ্জামানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে হাজির হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন বিএনপির এ নেতা। পরে আদালত জানান, এ বিষয়ে এক সপ্তাহ পর আদেশ শোনানো হবে। আদালতে আলালের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন। এর আগে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট

৭-এর পাতায় দেখুন

জামিনে মুক্ত বিএনপি নেতা সোহেল

স্টাফ রিপোর্টার : জামিনে মুক্তি পেলেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব-উন-নবী খান সোহেল। এক মাস ১৩ দিন কারাবাসের পর গত সোমবার সন্ধ্যা পৌনে ৭টায় কেরানীগঞ্জে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান তিনি। বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এ তথ্য জানিয়েছেন। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বেরিয়ে প্রধান ফটকে এলে সোহেলকে ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানান দলীয় নেতাকর্মীরা। এ সময় হাত নেড়ে তাদের উদ্দেশে শুভেচ্ছার জবাব দেন তিনি। রাজধানীর নিউ মার্কেট ও পল্টন থানায় সোহেলের বিরুদ্ধে তিনটি মামালা রয়েছে। পুলিশের দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়ার অভিযোগে পল্টন থানায় ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে একটি ও ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আরেকটি মামলা করা হয়

৭-এর পাতায় দেখুন

কনডেম সেলের রায় স্থগিত চেয়েছে রাষ্ট্রপক্ষ

স্টাফ রিপোর্টার : মৃত্যুদণ্ডাদেশ চূড়ান্ত হওয়ার আগে আসামিদের কনডেম সেলে বন্দি রাখার বিধান অবৈধ ও বেআইনি ঘোষণা করা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। গতকাল মঙ্গলবার রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ আপিল বিভাগে আবেদন করবে।' গত ১৩ মে হাইকোর্ট ঘোষণা করেন, মৃত্যুদণ্ডাদেশ চূড়ান্ত হওয়ার আগে আসামিদের কনডেম সেলে বন্দি রাখা অবৈধ ও বেআইনি। একইসঙ্গে জেলকোডের ৯৮০ বিধি অসাংবিধানিক ঘোষণা করেন আদালত। এ সংক্রান্ত রিটের ওপর জারি রুলের চূড়ান্ত শুনানি শেষে বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ ও বিচারপতি মো. বজলুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ প্রায় সাড়ে ৩ ঘণ্টাব্যাপী এই রায় ঘোষণা করেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শিশির মনির। অপরদিকে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অমিত তালুকদার। তাদের সঙ্গে ছিলেন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল নাসিম ইসলাম রাজু। রায়ে আরও বলা হয়েছে, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির আপিল, রিভিউ, রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনার ধাপগুলো নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আসামিকে কনডেম সেলে রাখা যাবে না। বর্তমানে মৃত্যুদণ্ড চূড়ান্ত হওয়ার আগে সারা দেশে যত আসামিকে কনডেম সেলে রাখা হয়েছে তাদের দুই বছরের মধ্যে ক্রমান্বয়ে সাধারণ সেলে রাখার কথা বলা হয়। তবে, বিশেষ কারণে

৭-এর পাতায় দেখুন

ইরানের সাথে চুক্তির প্রতিক্রিয়া ভারতকে নিষেধাজ্ঞার হুমকি যুক্তরাষ্ট্রের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : তেহরানের চাবাহার বন্দর পরিচালনার জন্য ভারত ১০ বছরের চুক্তিতে স্বাক্ষরের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নয়াদিল্লির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকি দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ওয়াশিংটন বলছে, ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যিক কার্যক্রমের বিষয়ে বিবেচনা করছে, এমন যেকোনো দেশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হতে পারে। পাকিস্তান লাগোয়া ইরানের সীমান্তের কাছের কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ চাবাহার বন্দরের উন্নয়নের জন্য তেহরান-নয়াদিল্লির মাঝে ২০১৬ সালে একটি প্রাথমিক চুক্তি হয়। সোমবার এই বন্দরের উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য ইরানের সাথে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ভারত। ভারতের নৌপরিবহন মন্ত্রী এই চুক্তিকে ''ভারত-ইরান সম্পর্কের ঐতিহাসিক মুহূর্ত'' বলে অভিহিত করেছেন। তবে ইরানের সাথে ভারতের চুক্তির বিষয়টিকে ভালোভাবে নেয়নি যুক্তরাষ্ট্র। ইরান-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে গত তিন বছরে ছয়

৭-এর পাতায় দেখুন

মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু ঢাকায় পৌঁছেছেন

স্টাফ রিপোর্টার : যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু ঢাকায় পৌঁছেছেন। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি। বিমানবন্দরে ডোনাল্ড লুকে স্বাগত জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (উত্তর আমেরিকা অনুবিভাগ) খন্দকার মাসুদুল আলম। ডোনাল্ড লুর সফরসূচি প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তিন দিনের সফরের প্রথম দিনে (মঙ্গলবার) প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের দেওয়া নৈশভোজে যোগ দেবেন লু। দ্বিতীয় দিন আজ তিনি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। বৈঠক করবেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ ও পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গেও। নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও লুর মতবিনিময়ের কথা রয়েছে। এর আগে, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে একবার ঢাকা এসেছিলেন লু। তার সেই ঢাকা সফর নির্বাচনি ডামাডোলে যথেষ্টই গুরুত্ব পেয়েছিল। এবারও এরইমধ্যে তার এই ঢাকা সফর যথেষ্ট আলোচনার জন্ম দিয়েছে। সরকারি ও বিরোধী দলীয় নেতাদের মধ্যে এ নিয়ে বাক্য বিনিময়ও হয়েছে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা হিসেবে এই প্রথম ঢাকা সফরে এলেন লু।

টঙ্গী-বিমানবন্দর এলাকা থেকে ৭ ছিনতাইকারী গ্রেপ্তার

গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের টঙ্গী ও রাজধানীর বিমানবন্দর এলাকা থেকে সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে; যাদের ছিনতাইকারী বলছে র‍্যাব। র‍্যাব-১ এর সহকারী পরিচালক মো. মাহফুজুর রহমান স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তাররা হলেন- শরীয়তপুরের মো. শাহ্ আলম (১৮), ময়মনসিংহের মো. রাসেদুল ইসলাম (১৮), শেরপুরের সাকিল (২০), সিলেটের হৃদয় হোসেন (২২), নেত্রকোণার মো. রফিক (২২), পাবনার মো. রাসেল (২৪) ও জামালপুরের মো. শেখ ফরিদ (৩৪)। মাহফুজুর রহমান স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, "রাজধানীর বিমানবন্দর থানা এবং টঙ্গী পশ্চিম থানায় এলাকায় ছিনতাইকারী চক্রের সদস্যরা দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছিনতাই করার উদ্দেশ্যে অবস্থান করছে বলে গোপনে খবর পায় র‍্যাব। "পরে ওইসব এলাকায় অভিযান চালিয়ে সাত ছিনতাইকারীকে আটক এবং তাদের কাছ থেকে সাতটি ছুরি ও নগদ ২

৭-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

সম্পাদকীয় কার্যালয়:
গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট-৩৫, রোড-০২,
সেকশন-০৬, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬

বিজ্ঞাপনের মূল্য তালিকা

সাধারণ বিজ্ঞাপন
প্রতি কলাম ইঞ্চি (রঙিন) ৪,০০০/-
প্রতি কলাম ইঞ্চি (সাদাকালো) ৪,০০০/-

স্পট বিজ্ঞাপন
১ম পৃষ্ঠা : ৩ কলাম ১ ইঞ্চি (সর্বোচ্চ) ১০,০০০/-
শেষের পৃষ্ঠা : ১ কলাম ১ ইঞ্চি (সর্বনিম্ন) ৮,০০০/-

প্রদর্শনী বিজ্ঞাপন
১ম পৃষ্ঠা সর্বনিম্ন ১২ ইঞ্চি (প্রতি কলাম ইঞ্চি) ৫,০০০/-
শেষ পৃষ্ঠা সর্বনিম্ন ৬ ইঞ্চি (প্রতি কলাম ইঞ্চি) ৪,০০০/-
ভিতরের পৃষ্ঠা (প্রতি কলাম ইঞ্চি) ৩,৫০০/-
বিশেষ ক্রোড়পত্র (পূর্ণ পৃষ্ঠা) আলোচনা সাপেক্ষে

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন
প্রথম ২০ শব্দের জন্য ৫০০/-
পরবর্তী প্রতি শব্দ ২০ টাকা হারে সর্বোচ্চ ৬০ শব্দ

হারানো বিজ্ঞপ্তি
অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে হারানো বিজ্ঞপ্তির জন্য টাকা নেয়া হয় না।

অন্যান্য বিজ্ঞাপন
নিখোঁজ, জন্মদিন, কৃতি ছাত্র-ছাত্রী, মৃত্যুবার্ষিকী, সন্ধান দিন, বৃত্তিপ্রাপ্তি, উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে যাত্রাসহ অন্যান্য ৫০০/-

দেশের ওপর ঋণের বোঝা চাপাচ্ছে জলবায়ু তহবিল : টিআইবি

স্টাফ রিপোর্টার : গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিএসএফ) বা সবুজ জলবায়ু তহবিল দেশের ওপর ঋণের বোঝা বাড়াচ্ছে বলে অভিমত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি)। সংস্থাটির বক্তব্য, গত এক দশকে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিএসএফ) বা সবুজ জলবায়ু তহবিলের ভূমিকা হতাশাজনক। জিএসএফ অনুদানের পরিবর্তে অধিক পরিমাণ ঋণ প্রদানের ফলে বাংলাদেশের মতো জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশের ওপর ঋণ পরিশোধের বোঝা বাড়ছে। গতকাল মঙ্গলবার টিআইবির 'সবুজ জলবায়ু তহবিলে বাংলাদেশের মতো ঝুঁকিপূর্ণ দেশের অভিগম্যতা : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে এসব কথা বলা হয়। রাজধানীর ধানমন্ডিতে টিআইবি কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তুলে ধরা হয় প্রতিবেদনটি। সম্মেলনে সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান এ বিষয়ে বলেন, জিএসএফে জবাবদিহিতা করার মতো কোনো অবকাঠামো নেই। প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব নীতিমালা লঙ্ঘন করছে ও বৈষম্যমূলক আচরণ করছে। তাদের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। জিএসএফের ত্রুটি নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের দেন-দরবারের সুযোগ রয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের যে অর্থ প্রয়োজন, জিএসএফের মাধ্যমে সিংহভাগ আসার কথা। কিন্তু জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো এর সুফল পাচ্ছে না। তারা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছে বেশি অর্থায়ন করছে, এটা গ্রহণযোগ্য নয়। গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, দুর্নীতি প্রতিরোধে জিএসএফের জিরো টলারেন্স নীতি থাকলেও ইউএনডিপির মতো বড় প্রতিষ্ঠানের জলবায়ু প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ অমীমাংসিত রেখে তাদের পুনঃস্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। জিএসএফ ইউএনডিপিকে সর্বোচ্চসংখ্যক প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেন টিআইবির গবেষক নেওয়াজুল মাওলা ও সহিদুল ইসলাম। গবেষণায় জানানো হয়, জিএসএফের ঋণের অর্থ বিদেশি মুদ্রায় সুদের সঙ্গে ফেরত দিতে হয়; যা ঋণগ্রহীতা দেশগুলোর বহিস্থ ঋণের বোঝা বাড়ায়। এর ফলে স্থানীয় মুদ্রার ওপর চাপ সৃষ্টিসহ জলবায়ু ঝুঁকিতে থাকা দেশের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এতে জানানো হয়, তহবিলে বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অসম প্রতিযোগিতা বিরাজ করছে। দুর্নীতি প্রতিরোধসহ জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতার ঘাটতির অজুহাতে জিএসএফ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশে বেশি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সংবাদ সম্মেলনে সবুজ জলবায়ু তহবিলের কান্ট্রি ওনারশিপ নীতিমালা স্পষ্ট করা, তহবিল বাড়ানো, জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়াসহ ৪৪টি সুপারিশ করা হয়েছে।

৭-এর পাতায় দেখুন

সরকার পরিবর্তন হলে চোখের জল ফেলার মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না

স্টাফ রিপোর্টার : যখন এ সরকারের পরিবর্তন ঘটবে তখন ১৫ আগস্টের মতো চোখের জল পড়ার মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বাবু গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের আবদুস সালাম হলে ঢাকা-৭ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাসির উদ্দিন আহাম্মেদ পিন্টু'র নবম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। স্মরণ সভার আয়োজন করেছে সম্মিলিত যুব ফোরাম। সভায় গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন,

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

ভারতের নির্বাচনের পরই দীর্ঘমেয়াদি

সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে আসেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা। সাক্ষাৎ শেষে মন্ত্রী নানক সাংবাদিকদের এ কথা জানান। মন্ত্রী বলেন, আজ ভারতের হাইকমিশনারের সঙ্গে অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ভারতের ভিসা পেতে মানুষের যে ভোগান্তি হচ্ছে, ভিসা ব্যবস্থা আরও সহজ করার জন্য অনুরোধ করেছি, যাতে মানুষ অল্প সময়ের মধ্যে ভিসা পেতে পারে। ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করা নিয়ে হাইকমিশনার কী বললেন, জানতে চাইলে নানক বলেন, আমরা যেসব সমস্যার কথা বলেছি, সেসব বিষয়ে তিনি (হাইকমিশনার) একমত হয়েছেন। হাইকমিশনার বলছেন, যেসব সমস্যা রয়েছে, সেগুলো সহজ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বেশি লোড (চাপ) হয়, যা কখনো কখনো ওভারলোড হয়ে যায়। তা সামাল দেওয়ার জন্য যা প্রয়োজন, তা করতে হবে। তিনি বলেন, আমি গত বছর রাজনৈতিক সফরে ভারতে গিয়েছিলাম। সে সময় ভারতের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনাকালেও বিষয়টি বলেছি। চাপ কমাতে ভারতে অন অ্যারাইভাল ভিসার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে নানক বলেন, এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলেছি, সৌদি আরবও ভিসা অনেক সহজ করেছে। আপনাদের আগের জায়গায় থাকলে চলবে না। আপনারা বলছেন, ওভারলোড হচ্ছে। দুই বছর মেয়াদি ভিসা দিলে লোড কম হতো। লোড কমাতে ভিসা দীর্ঘমেয়াদি করতে হবে। এ বিষয়ে হাইকমিশনার একমত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, তারা চেষ্টা করছেন। নির্বাচনের পরে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাটের অ্যান্টি ডাম্পিং নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে কি না, জানতে চাইলে পাটমন্ত্রী বলেন, ভারতে এখন নির্বাচন চলছে। নির্বাচনের পরে দুই সরকারের মধ্যে আলোচনা হবে। আমরা আশা করছি ফলপ্রসূ আলোচনা হবে। মন্ত্রী বলেন, আমাদের লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সম্পর্ক আরও দৃঢ় করা। আমরা আমাদের পাটকলগুলোতে আরও বেশি বিনিয়োগ করার জন্য বলেছি। ইতোমধ্যে ভারতের তিনটি কোম্পানি আমাদের তিনটি জুটমিলে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং কারো কারো সঙ্গে আমাদের চুক্তিও হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা ৭০ থেকে ৭৫ ভাগ পাটবীজ ভারত থেকে আমদানি করি। এজন্য আমরা বলেছি আমাদের মানসম্পন্ন পাটবীজ দিতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই পাটবীজ দিতে হবে। কোনোক্রমেই যে বিলম্ব না হয়, সে বিষয়ে নজর রাখার জন্য ভারতকে অনুরোধ করেছি। এ বিষয়ে তাদের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা চেয়েছি। তিনি আরও বলেন, ভারত সিল্কে অনেক বেশি এগিয়ে গেছে। সিল্ক উৎপাদনে ভারত পৃথিবীর শীর্ষে। এজন্য দেশে মানসম্মত সিল্ক উৎপাদনে আমাদের কারিগরি সহায়তা ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি। টেক্সটাইল খাতে আমরা দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করছি। এটি আরও জোরদার করতে একমত হয়েছেন। আমাদের মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পে আরও বেশি বিনিয়োগ করার জন্য অনুরোধ করেছি। কারণ আমাদের অনেকগুলো জুটমিল বন্ধ হয়ে আছে। সেগুলোকে আবার কর্মযজ্ঞে ফেরাতে চাই। এ বিষয়ে সোহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা করেছি। পাটবীজ উৎপাদন বাড়ানোর কোনো পরিকল্পনা আছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, পাট অধিদপ্তরের মাধ্যমে সারা দেশে একটি প্রজেক্ট চালু রয়েছে পাটবীজ উৎপাদনে কৃষকদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য। এর মাধ্যমে আমরা পাটবীজের আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনতে পারব।

রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কী আলোচনা হয়েছে, জানতে চাইলে তিনি বলেন, ভারতে নির্বাচন চলছে, আমরাও নির্বাচন করেছি। এই মুহূর্তে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। ডোনাল্ড লু দুই দিনের সফরে বাংলাদেশে এসেছেন এক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে বিষয়টি কীভাবে দেখছেন, এমন প্রশ্নের জবাবে জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেন, নির্বাচনের আগে ডোনাল্ড লুর সফর নিয়ে অনেকেই আনন্দে আটখানা হয়েছিলেন। ডোনাল্ড লু যেন এসেছিলেন তাদের ক্ষমতায় বসিয়ে দেওয়ার জন্য। নির্বাচনের পর ডোনাল্ড লু আবার এসেছেন। ভৌগলিক কারণে বাংলাদেশ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য বাংলাদেশ সরকার, জনগণের সরকার ও শেখ হাসিনা সরকারের সঙ্গে সার্বিকভাবে আরও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ এবং দৃঢ় করতে তিনি এসেছেন। আমি বিশ্বাস করি, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সবসময় ভালো ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

বনানীর আগে বাসে যাত্রী তুললেই

তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে লাভরোডে আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটরিয়ামে ট্রাফিক সেফটি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম অ্যান্ড রোড সেফটি শ্লো-গান কন্টেস্ট-২০২৪ -শীর্ষক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) ও জাপান আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (জাইকা) উদ্যোগে ট্রাফিক সেফটি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম অ্যান্ড রোড সেফটি শ্লো-গান কন্টেস্ট-২০২৪ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ঢাকা রোড ট্রাফিক সেফটি প্রজেক্ট (ডিআরএসপি)। হাবিবুর রহমান বলেন, গেটলক চেকিং সিস্টেমে টার্মিনাল থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রী নিয়ে বাস গন্তব্যে ছেড়ে যাওয়ার পর নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া আর কোথাও দাঁড়াতে পারবে না। টার্মিনাল থেকে দূরপাল্লার বাস ছেড়ে গন্তব্যে চলে যাবে। যত্রতত্র দাঁড়িয়ে যাত্রী ওঠানামা করলেই আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ডিএমপি কমিশনার বলেন, ঢাকা মহানগরী এলাকায় মহাখালী একটি বড় বাস টার্মিনাল। এই টার্মিনালে যে পরিমাণ জায়গা রয়েছে, সেখানে ৪০০ গাড়ি পার্কিংয়ের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এখানে প্রতিদিন ১৮০০ গাড়ি চলাচল করে। যে কারণে দীর্ঘদিন ধরে গাড়িগুলো রাস্তার মধ্যে পার্ক করা হতো। মহাখালী থেকে উত্তরা হয়ে আব্দুল্লাহপুর দিয়ে যে গাড়িগুলো ঢাকার বাইরে যায় সেই গাড়িগুলো মহাখালী থেকে ছেড়ে বনানী পর্যন্ত একটু একটু করে দাঁড়িয়ে যাত্রী তুলতে তুলতে যেত। বিশেষ করে মহাখালী রেল ক্রসিংয়ে যাত্রীরা জড়ো হলে সেখান থেকে বাসগুলো যাত্রী তুলতো। এটিই মহাখালী এলাকায় যানজটের প্রধান কারণ।

মহাখালী বাস মালিক-শ্রমিক ও টার্মিনাল অথরিটির সঙ্গে আলোচনা করে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় উল্লেখ করে ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান বলেন, যানজট কমানোর উদ্দেশ্যে মহাখালী থেকে যে গাড়িগুলো ছাড়বে তারা বনানীর আগে কোনোভাবেই পার্ক করবে না, কোনো যাত্রী তুলবে না এবং যাত্রী নামাবে না। ট্রাফিক পুলিশের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এই কার্যক্রমে দেখা গেছে, কোনো কোনো গাড়ি এই নিয়ম অমান্য করেছে। নিয়ম না মানা ইতোমধ্যে ১৫টি গাড়ির বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয়েছে। এটি বাস্তবায়নে যাত্রী ও বাসের সংশ্লিষ্টদের বাধ্য করা হবে।

একই সড়কে যখন বিভিন্ন গাড়ির গতি তিন রকম থাকবে তখন এতে সড়কে দুর্ঘটনা বাড়বে কিনা সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে কমিশনার হাবিবুর রহমান বলেন, একজন চালক রাস্তার অবস্থা বুঝে গাড়ি চালান। আমাদের ঢাকা মহানগরীতে বড় গাড়ির জন্য ৪০ ও মোটরসাইকেলের জন্য ৩০ কিলোমিটার গতিসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে বৈধ ওভারটেকিংয়ের কোথাও ব্যবস্থা নেই। পরিস্থিতি বুঝে চালক বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে ওভারটেক করলে সমস্যা হবে না। গাড়িগুলোতে ট্রাফিক মামলা দিচ্ছে, কিন্তু সেই মামলার কাগজ চলে যাচ্ছে আগের যে মালিক ছিল তাদের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, যেসব যাত্রীবাহী গাড়ি রয়েছে সেসব গাড়ি রাস্তায় কোনো সার্জেন্ট আটকাবে না। তবে সেই গাড়ি যদি গতিসীমা ভঙ্গ করে ও দুর্ঘটনা ঘটায় সেক্ষেত্রে আটকানো হবে।

ট্রাফিক সেফটি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম অ্যান্ড রোড সেফটি শ্লো-গান কন্টেস্ট-২০২৪ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. মাহবুবুর রহমান, জাইকার প্রতিনিধি ইউমি ওকাজাকি, প্রকল্প পরিচালক-ডিআরএসপি ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) মো. মুনিবুর রহমানের প্রকল্প ম্যানেজার ও ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের (ট্রাফিক- অ্যাডমিন ও রিসার্চ) অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (এডিসি) মো. জাহাঙ্গীর আলম।

বিদেশিদের পরামর্শে না, নিজেদের

আইনমন্ত্রী বলেন, আমরা তিন দিন ধরে তাদের যে বক্তব্য সেটা শুনেছি। প্রত্যেকটা ইস্যু নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছি। মতবিনিময় করেছি। আমার মনে হয়, এ ধরনের মতবিনিময়ের মাধ্যমে আমরা যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি সেটা শুধু স্টেক হোল্ডারদের জন্যই ভালো নয়, আমার মনে হয় এই আলোচনাটাই আন্তর্জাতিক মানের ক্ষেত্রে একটা উদাহরণ হয়ে থাকবে। আমাদের আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে।

তিনি বলেন, আইএলওর কমিটি অব এক্সপার্ট আমাদের আইনটা দেখেছেন পড়েছেন, সেখানে তারা আন্তর্জাতিক মান নিয়ে কিছু সুপারিশ দিয়েছেন। আনিসুল হক বলেন, আমরা যে থ্রেসহোল্ড (ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সম্মতির হার) ১৫ শতাংশে নিয়ে এসেছি, তারা এটির প্রশংসা করেছেন। তারা চায় এটা আরও কমে আসুক। আমরা যে বাস্তবতার কথা বলেছি, আমরা ২০১৭ সালে কমিটমেন্ট দিয়েছিলাম, এটা আমরা গ্রাজুয়ালি নামাবো। কমিটমেন্ট অনুযায়ী আমরা গ্রাজুয়েলি নামাচ্ছি। আমার মনে হয় আমাদের উভয়ের পক্ষের অবস্থান পরিষ্কার হয়েছে এবং উভয়পক্ষই সেই অবস্থা বুঝতে পেরেছে।

উদ্বোধন হলো রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম

তারিখটি নির্ধারণ করা হয়েছে ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনায়। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণের জন্য তারিখটি স্মরণ করা হয়। 'জয় বাংলা' স্লোগান মুক্তিযুদ্ধে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। তাই ৭ মার্চ, বাংলাদেশের স্বাধীনতার দিকে যাত্রার সূচনার প্রতীক এবং বাঙালি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সার্বভৌমত্বের অন্বেষণে তাদের সাহস, সংকল্প এবং স্থিতিস্থাপকতার স্মারক হিসেবে কাজ করে। তিনি আরও বলেন, ১৯৬৬ সালের ৭ জুন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ছয় দফা আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথে এখনও একটি নির্দিষ্ট পয়েন্ট অব রেফারেন্স। দিনগুলোর তাৎপর্য স্মরণে রাখতেই 'জয় বাংলা' ম্যারাথনের নামকরণ করা হয়েছে। এই ম্যারাথনের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশী নাগরিকদের মধ্যে একটি সুস্থ ও সক্রিয় লাইফ স্টাইল চর্চায় উদ্বুদ্ধ করা। হাফ ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় ৪টি ক্যাটাগরিতে মোট ৫ হাজার প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করবে। প্রতিযোগীদেরকে ৩ ঘণ্টা ৪০ মিনিটের মধ্যে ২২ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হবে। প্রতিটি ক্যাটাগরিতে বিজয়ী ১০ জনকে পুরস্কার প্রদানসহ অংশগ্রহণকারীদের জন্য থাকবে জার্সি, মেডেল ও সার্টিফিকেট। ম্যারাথনের সময় পুরো ট্র্যাক জুড়ে যৌথবাহিনীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে একাধিক মেডিকেল টিম এবং হাইড্রেশন পয়েন্ট, অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থাসহ পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ১৬ বছরের ঊর্ধ্বে যে কোনো নারী-পুরুষ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান ম্যারাথন উদ্বোধন করবেন। পুরস্কার বিতরণ করবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান খান।

৬৪ দিনের উৎকণ্ঠার অবসান

ঈদও ভালো করে কাটাতে পারিনি আমরা কেউ। ছেলেকে কাছে পেয়ে ভালো লাগছে। ছেলে বলে রেখেছে আমার হাতের রান্না খাবে জাহাজ থেকে নেমে। বাসায় ছেলের পছন্দের সব খাবার রান্না করেছি। বাসায় সবাই অপেক্ষা করে আছে। আমার আত্মীয়-স্বজনরাও এসেছে।' এদিকে বন্দরের জেটিতে ২৩ নাবিককে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল। কেএসআরএমের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহরিয়ার জাহান রাহাত সাংবাদিকদের বলেন, 'একমাস ধরে আমরা অনেক উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে সময় পার করেছি। অবশেষে আমাদের ভাইয়েরা আমাদের কাছে ফিরে এসেছেন। আমাদের নাবিকেরা তাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাচ্ছেন। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী সবাই যে কোনো ধরনের সহযোগিতা আমাদের দিয়েছেন। প্রথম দু'সপ্তাহ আমাদের তীব্র উৎকণ্ঠা ছিল যে, আমাদের নাবিকদের ওপর কোনো ধরনের চাপ বা নির্যাতন করা হচ্ছে কি না। কিছু সময় আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে, সেরকম কিছু হচ্ছে না, এরপর আমরা মূলত আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে নাবিকদের জাহাজসহ মুক্ত করার ব্যবস্থা করি।' কেএসআরএমের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মেহেরুল করিম সাংবাদিকদের বলেন, 'আমাদের প্রথম দিন থেকেই উদ্দেশ্য ছিল ২৩ জন নাবিককে সুস্থভাবে দেশে ফিরিয়ে আনা। সেটি আমরা পেরেছি। শুধু এক নাবিকের স্কিন র‍্যাশ হয়েছে। সেটি তেমন কিছু না। এমভি আবদুল্লাহ জাহাজ এখনও কুতুবদিয়ায়। নাবিকরা এমভি জাহান মনি লাইটার জাহাজে করে ফিরেছে। কারণ আবদুল্লাহতে যে পণ্যগুলো আছে সেগুলো খালাস করতে দেরি হবে। নতুন নাবিকদের সেখানে পাঠিয়ে ওই ২৩ নাবিককে আপাতত নিয়ে আসা হয়েছে। আমরা চেয়েছি তাদেরকে পরিবারের কাছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেরত দেওয়া। নাবিকদের ফিরিয়ে আনতে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কী ছিল এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, 'আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল আমরা যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম নাবিকদের মুক্ত করতে তারা আমাদের কোনো নিশ্চয়তা দেয়নি। তারা যদি আমাদেরকে অন্যদিকে ডাইভার্ট করতো তাহলে আমাদের কিছু করার ছিল না। আমাদের বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতায় আমরা নাবিকদের ফিরিয়ে আনতে পেরেছি।' সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে বরণের পর নাবিকেরা ঘরে ফিরতে শুরু করবেন। চট্টগ্রাম, ঢাকাসহ সারা দেশে তাদের পাঠানোর ব্যবস্থাও কোম্পানির পক্ষ থেকে করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জাহাজটির মালিক প্রতিষ্ঠান কেএসআরএমের মিডিয়া উপদেষ্টা মিজানুল ইসলাম। সোমালিয়ান জলদস্যুদের কবলে পড়ে একমাস জিম্মি থাকার পর মুক্ত করা হয়েছিল এমভি আবদুল্লাহ জাহাজ ও এর ২৩ নাবিককে। মুক্তির একমাস পর সোমবার (১৩ মে) দুপুরে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলসীমায় কক্সবাজারে পৌঁছে জাহাজটি। সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ সেটা কুতুবদিয়ায় পৌঁছে নোঙ্গর ফেলে। জাহাজটিতে নতুন নাবিক পাঠানো হয়েছে। লাইটারেজ জাহাজে চড়ে নতুন নাবিকদের একটি দল জাহাজটির দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার পর মঙ্গলবার সকাল ১১টায় চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেন ওই ২৩ নাবিক। এমভি আবদুল্লাহ জাহাজটি গত ১২ মার্চ বেলা ১২টার দিকে ভারত মহাসাগরে সোমালিয়ান জলদস্যুদের কবলে পড়ে। ওই জাহাজের ২৩ নাবিককে জিম্মি করা হয়। জাহাজটি কয়লা নিয়ে আফ্রিকার দেশ মোজাম্বিকের মাপুতো বন্দর থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আল হামরিয়া বন্দরের দিকে যাচ্ছিল। নাবিকেরা হলেন- জাহাজের মাস্টার মোহাম্মদ আবদুর রশিদ, চিফ অফিসার আতিকুল্লাহ খান, সেকেন্ড অফিসার মোজাহেরুল ইসলাম চৌধুরী, থার্ড অফিসার এন মোহাম্মদ তারেকুল ইসলাম, ডেক ক্যাডেট সাব্বির হোসাইন, চিফ ইঞ্জিনিয়ার এ এস এম সাইদুজ্জামান, সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার মো. তৌফিকুল ইসলাম, থার্ড ইঞ্জিনিয়ার মো. রোকন উদ্দিন, ফোর্থ ইঞ্জিনিয়ার তানভীর আহমেদ, ইঞ্জিন ক্যাডেট আইয়ুব খান, ইলেকট্রিশিয়ান ইব্রাহীম খলিল উল্লাহ এবং ক্রু মো. আনোয়ারুল হক, মো. আসিফুর রহমান, মো. সাজ্জাদ হোসেন, জয় মাহমুদ, মো. নাজমুল হক, আইনুল হক, মোহাম্মদ শামসুদ্দিন, মো. আলী হোসেন, মোশাররফ হোসেন শাকিল, মো. শরিফুল ইসলাম, মো. নুরুদ্দিন ও মো. সালেহ আহমদ। এমভি আবদুল্লাহর মালিকপক্ষ বরাবরই আশাবাদী ছিলেন। তারা ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ভারতীয় নৌবাহিনীর কমান্ডো অভিযানের বিরোধিতা করে বলেছিলেন, কোনো রক্তের বিনিময়ে তারা জাহাজ ফেরত চান না। আলাপুআলোচনা এবং দস্যুদের সন্তুষ্ট করেই তারা সবাইকে নিরাপদে দেশে ফেরাতে চান। অবশেষে বীমা কোম্পানিসহ মধ্যস্থতাকারীদের সহায়তায় বিপুল অর্থের মুক্তিপণ দিয়ে ৩৩ দিনের মাথায় নাবিকদের মুক্ত করা হয়। মুক্তিপণ পরিশোধের পর গত ১৩ এপ্রিল বাংলাদেশ সময় রাত ৩টা ৮ মিনিটে জিম্মি জাহাজ এমভি আবদুল্লাহ থেকে নেমে যায় সোমালিয়ার জলদস্যুরা। জলদস্যুরা নেমে যাওয়ার পরই জাহাজটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের আল হামরিয়া বন্দরের উদ্দেশে রওনা দেয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দুটি যুদ্ধজাহাজ এমভি আবদুল্লাহকে জলদস্যুদের নিয়ন্ত্রিত উপকূল থেকে সোমালিয়ার সীমানা পার করে দেয়। জাহাজটি ২১ এপ্রিল বাংলাদেশ সময় বিকেল সাড়ে চারটায় আল হামরিয়া বন্দরের বহির্নোঙ্গরে পৌঁছে। পরদিন সন্ধ্যা সোয়া ৭টায় নোঙ্গর করে জেটিতে। সেখানে ৫৫ হাজার মেট্রিকটন কয়লা খালাসের পর ২৭ এপ্রিল সন্ধ্যায় সেটি চুনাপাথর বোঝাই করার জন্য মিনা সাকার বন্দরে যায়। চুনাপাথর বোঝাই করে আরব আমিরাতের ফুজাইরা বন্দর থেকে জ্বালানি নিয়ে ৩০ এপ্রিল জাহাজটি দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

মোহাম্মদপুর

অবস্থায়। রিং রোডের টিক্কাপাড়া ও কাদেরাবাদ এলাকার বেশ কয়েকটি সড়কে নতুন করে শুরু হয়েছে কাটাকাটির কাজ। কিছু সড়কে ফেলা হচ্ছে ইট, বালু, সুড়কি। মোহাম্মদপুরের প্রায় প্রতিটি এলাকায় দেখা গেছে রাস্তাগুলো মাঝ বরাবর সরু করে কাটা হয়েছে। সড়কে একটু পরপর তৈরি হয়েছে গর্ত। চলছে পুরো রাস্তা বন্ধ করে বড় বড় পানির পাইপ বসানো হচ্ছে, রাস্তার এক পাশ কেটে বৈদ্যুতিক লাইন ও ফুটপাতের নিচের নালা সংস্কারের কাজ চলছে। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের অঞ্চল-৫ এর পাঁচটি ওয়ার্ডের (২৯, ৩০, ৩১, ৩৩ ও ৩৪) বিশাল জনগোষ্ঠীকে প্রতিদিনই চলাচল করতে হচ্ছে এসব রাস্তা দিয়ে। কিন্তু বেহাল রাস্তাগুলো বর্ষার আগে সংস্কার করা না হলে বড় ধরনের দুর্ভোগে পড়ার আশঙ্কা করছেন বাসিন্দারা। নূরজাহান রোডে পয়ঃনালা নির্মাণের কাজ শুরু প্রায় চার মাস আগে। গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত দেখা গেছে এই সড়কের সব কাজ শেষ হয়নি। সড়কের কিছুটা অংশে প্রাথমিক কার্পেটিং করা হলেও বাকি অংশ ভাঙাচোরা। এই সড়কের আশপাশের বিভিন্ন অলিগলিও কাটা হয়েছে। তাজমহল রোডের একপাশের ফুটপাতের কাজ শেষে শুরু করা হয়েছে অন্যপাশের নালা সংস্কার। নূরজাহান রোডের শুরুর অংশ থেকে শিয়া মসজিদ পর্যন্ত নালার ওপর ঢালাইয়ের কাজ চলছে। রিং রোডের টিক্কাপাড়ার 'এফ' ব্লকে বন্ধ ভাঙা একটি সড়কে পড়ে ছিল বিশাল একটি রোলার। এই সড়কের অন্য অংশে পুরোটা জুড়ে রাখা হয়েছে ইট, বালু, সিমেন্টের বড় বড় পাইপ। সেখানে ফুটপাতে টাইলস বসানোর কাজ করছিলেন হামিদ মিয়া। তিনি বলেন, "রাস্তা বন্ধ আছে চার মাসের মতো হইব। বেশি কথা কওন যাইব না।" এই এলাকার বাসিন্দা তুহিন ইসলাম বলেন, "বড় বড় পানির পাইপ, বৈদ্যুতিক লাইন, ড্রেন, ফুটপাতের কাজ এক সঙ্গে হয়েছে। এখন সুড়কি ফেলেছে। কিছুদিন আগে তো বাসা থেকে বের হওয়ার অবস্থাও ছিল না।" টিক্কাপাড়ার আরো দুইটি সড়কে নতুন করে কাটাকাটি করতে দেখা গেছে। অন্য একটি সড়ক এক সপ্তাহ আগে পুরোটা কেটে রাখা হয়েছে বলে জানান কয়েকজন বাসিন্দা। বাসা-বাড়ি ও দোকান থেকে বের হতে কাঠের তক্তা ব্যবহার করছেন মানুষ। আজিজ মহল্লার একটি গলির এক পাশ লম্বা করে কেটে রাখা হয়েছে প্রায় দুই মাস। ফলে সরু রাস্তাটি হয়েছে আরও সরু। এই গলিটি অনেকেই আদাবর, শেখেরটেক, রিং রোডে যাওয়ার রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করেন। ফলে ভাঙা সরু রাস্তায় যানজট লেগেই থাকে। বিজলী মহল্লার দুইটি সড়কে কাজ চলতে দেখা গেছে। একটি সড়কে সুড়কি ফেলছিলেন শ্রমিক বাতেন শেখ। কাজ করতে করতে বললেন, "কাজ মাঝে বন্ধ আছিল। আবার চালু হইছে। এহন এই ভাঙ্গা রাস্তা দিয়াই অনেকে গাড়ি লইয়া যায়।" সড়কটিতে মটরসাইকেল ওয়াশে আসা বাপ্পি আহমেদ বলেন, "ভাঙা রাস্তা দিয়ে বাইক চালালে পিঠ, কাঁধ, মাথা ব্যথা হয়। এ ছাড়া বাইকের সাসপেনশন বা শক এবজরবারও দ্রুত নষ্ট হয়। বারবার বাইক সার্ভিসিং করাতে হয়।" নবদয় হাউজিংয়ের 'বি' ব্লকের চারটি গলিতে খোঁড়াখুঁড়ি ও কাটাকাটি শেষে সুড়কি ফেলে রাখা হয়েছে। একটি রাস্তার ফুটপাতে খোঁড়াখুঁড়ি চলছে। রাস্তার মাঝ বরাবর বড় বড় স্লাবের উঁচু অংশে আটকে যাচ্ছে রিকশা, গাড়ির চাকা। মোহাম্মদী হাউজিং সোসাইটির ৫, ৭ ও ১১ নম্বর সড়ক পড়ে আছে ভাঙাচোরা। ৭ নম্বর সড়কে সুড়কি ফেলা হলেও ১১ নম্বর সড়কে এবড়োথেবড়ো করে মাটি কেটে রাখা হয়েছে। প্রায় আট মাস ভাঙা পড়ে আছে ব্যস্ততম কাঁটাসুরের দীর্ঘ সড়কটি। কাটাকাটির পর সুড়কি দিয়ে প্রাথমিক কার্পেটিং করা হলেও পুরো রাস্তা বিভিন্ন স্থানে আবার আড়াআড়িভাবে কাটা হয়েছে। ফুটপাতের পাশে কয়েক ফুট রাস্তাও কাটা। ফলে পাশাপাশি দুইটি গাড়ি চলার জায়গা নেই। কাঁটাসুরের শুরু থেকে রায়েরবাজার পর্যন্ত পুরো রাস্তার একই অবস্থা। এর মধ্যে কাদেরাবাদের ৩-৪টি গলি কাটার পর বন্ধ আছে প্রায় ৬ মাস। কয়েকটি গলিতে চলছে মাঝ বরাবর ম্যানহোল ও স্ল্যাব ঢালাইয়ের কাজ। নতুন করে কাটা হয়েছে একটি গলি।

কী হবে বর্ষায় : পঞ্জিকা ধরে বর্ষা আসতে এখনো দেরি থাকলেও বৈশাখের এ সময়ে কয়েকদিন ধরেই হুটহাট বৃষ্টি হচ্ছে। মধ্য জুন থেকে মধ্য অগাস্ট পর্যন্ত পুরোদমে থাকবে বৃষ্টি। ফলে সড়কের ভাঙাচোরা ও খানাখন্দ স্বাভাবিকভাবেই বাড়াবে ভোগান্তি। নবদয় হাউজিংয়ের 'বি' ব্লকের বাসিন্দা হোসনে আরা বাচ্চাকে নিয়ে ভাঙা সড়ক দিয়েই রিকশায় প্রতিদিন স্কুলে যাওয়া-আসা করেন। তিনি বলেন, "বৃষ্টির আগে সড়ক ঠিক না হলে কোনোভাবেই চলাচল করা যাবে না। একটু বৃষ্টি হলেই ইটের সুড়কি আর বালু ধুয়ে যাবে। তখন গর্ত আর ভাঙার মধ্যে কীভাবে চলব?" ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোহাম্মদ সলিমউল্লাহ বাসিন্দাদের ভোগান্তির বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, "আমার এলাকায় ওয়াসার কাজ, বিদ্যুতের কাজ হচ্ছে। এখনো কাজ শেষ না হওয়ায় বাসিন্দাদের ভোগান্তি বেড়েছে। তাই অনেকবার তাগিদও দিয়েছি। "কিন্তু বড় ধরনের খোঁড়াখুঁড়ির কাজ তো আমার এলাকায় তেমন নেই। তবে রাস্তার মাঝে আড়াআড়িভাবে অনেক জায়গায়তেই কাটা হয়েছে। এই ভাঙা এখন গর্তে পরিণত হয়েছে। এ ধরনের ভাঙা অনেক বেশি, যা সব বয়সী মানুষের যাতায়াতেই কষ্ট তৈরি করছে।" বড় ধরনের খোঁড়াখুঁড়ি হচ্ছে না বলা হলেও ওয়ার্ডের টিক্কাপাড়া এলাকায় গত মঙ্গলবার তিনটি সড়কে নতুন করে খোঁড়াখুঁড়ি করতে দেখা গেছে। বিষয়টি জানানো হলে কাউন্সিলর সলিমউল্লাহ বলেন, "না না বড় বা নতুন কোনো খোঁড়াখুঁড়ি আমার এলাকায় হচ্ছে না।" বর্ষা শুরুর আগে সব কাজ শেষ হওয়ায় সুযোগ আছে কিনা এবং না হলে ভোগান্তি কমাতে কী ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "বড় তেমন কাজও বাকি নেই আমার এলাকায়। আশা করি বর্ষার আগেই কাজ শেষ হবে। আমি সিটি করপোরেশনের সঙ্গেও কথা বলেছি এ বিষয়ে।" সড়কের বেহাল অবস্থা নিয়ে ৩০, ৩১, ৩৩ ও ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের একাধিকবার ফোন করা হলেও তাদের কাউকেই পাওয়া যায়নি।

কেন দীর্ঘসূত্রতা? : খোঁড়াখুঁড়ি ও রাস্তার উন্নয়নকাজের দীর্ঘসূত্রতা নিয়ে কথা হয় ডিএনসিসি অঞ্চল-৫ এর নির্বাহী প্রকৌশলী নূরুল আলমের সঙ্গে। তিনি বলেন, "আমাদের কাজের সেশন মূলত জুন থেকে জুলাই। এই এক বছরের মধ্যেই আমরা সড়ক মেরামত ও অন্য সব ধরনের কাজ শেষ করি। তবে বৃষ্টি-বাদলের সমস্যা ও ঠিকাদাররা দেরি করলে অনেক সময়ে কাজ শেষ হয় না। "তবে আমাদের মোটামুটি সব ধরনের কাজই শেষ। সামনের জুনের মধ্যে টপ ফিনিশিং বা প্রথম লেয়ারের কাজ শেষ হবে। তাজমহল রোড, জাকির হোসেন রোড, নূরজাহান রোডে প্রথম লেয়ার দেওয়া হয়েছে।" যেসব সড়কে নতুন করে খোঁড়াখুঁড়ি চলছে তা নিয়ে এই প্রকৌশলী বলেন, "টিক্কাপাড়াসহ যেসব এলাকায় নতুন করে খোঁড়াখুঁড়ি চলছে তা বেশিরভাগ ওয়াসা ও ডিপিডিসির কাজ। তাদের কাজে পুলিশের অবজারভেশন থাকে, হাউজ কানেকশন, প্রেসার টেস্ট ইত্যাদি কারণে সময় বেড়ে যায়। "সড়ক মেরামতের দায়িত্ব আমাদের হলেও কাজ শেষ না হওয়ায় লেয়ারিং দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অনেক সড়কে আবার প্রথম লেয়ারিং দেওয়ার পর নতুনভাবে সরু করে কাটা হয়েছে। ফলে সড়ক ভাঙাই থেকে যাচ্ছে।"

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মার্ট

জানানো হয়েছে। প্রস্তুতিমূলক সভায় আইডিইএ-২ প্রকল্প পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবুল হাসনাত মোহাম্মদ সায়েম জানান, বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়ার সময় প্রত্যেককে একটি ক্রেস্ট দিতে পারলে সেটি তাদের সম্মানকে আরো বাড়িয়ে দেবে বলে জানান তিনি।

এখনো ভিসা হয়নি ১০ হাজার

হজযাত্রীদের সৌদি আরবে যাওয়ার প্রথম ফ্লাইট শুরু হয় গত ৯ মে। আগামী ১০ জুন পর্যন্ত যাওয়ার ফ্লাইট চলবে। হজ শেষে ২০ জুন ফিরতি ফ্লাইট শুরু হবে। দেশে ফেরার ফ্লাইট শেষ হবে আগামী ২২ জুলাই। এখন পর্যন্ত ৭৪ হাজার ৮৯৭ জন হজযাত্রীর ভিসা হয়েছে। এবার বছর সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনা মিলিয়ে মোট ৮৫ হাজার ২৫৭ জন হজ করতে যাবেন। সেই হিসাবে এখনো ১০ হাজার ৩৫০ জন হজযাত্রীর ভিসা হয়নি। এর আগে ২৯ এপ্রিলের মধ্যে ভিসা সম্পন্নের নির্দেশনা দিয়েছিল ধর্ম মন্ত্রণালয়। এরপর সময় ৭ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়। সর্বশেষ ভিসা আবেদন করার সময় বাড়িয়ে ১১ মে করা হয়। সেই সময়ের মধ্যেও সকল হজযাত্রীর ভিসা সম্পন্ন হয়নি। পরে সৌদি কর্তৃপক্ষের কাছে ভিসা আবেদনের সময় বাড়ানোর আবেদন জানানো হয়। এখনো ভিসা কার্যক্রম চলছে। এবার বাংলাদেশ থেকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৪ হাজার ৫৬২ জন ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় এজেন্সির মাধ্যমে ৮০ হাজার ৬৯৫ জনসহ মোট ৮৫ হাজার ২৫৭ জন হজ করতে যাবেন।

চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে গেলো প্রথম হজ ফ্লাইট : চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ছেড়ে গেছে প্রথম হজ ফ্লাইট। গতকাল মঙ্গলবার ভোররাত সাড়ে ৩টায় ৩৯৮ জন হজযাত্রী নিয়ে বাংলাদেশ বিমানের প্রথম ফ্লাইটটি মদিনার উদ্দেশে ছেড়ে গেছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়ের ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন বলেন, 'মঙ্গলবার চট্টগ্রাম থেকে হজযাত্রী পরিবহন শুরু হয়েছে। ভোররাত সাড়ে ৩টার দিকে ৩৯৮ জন যাত্রী নিয়ে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে প্রথম হজ ফ্লাইট মদিনার উদ্দেশে ছেড়ে গেছে। এবার চট্টগ্রাম থেকে ২২টি হজ ফ্লাইট পরিচালনা করা হবে। এর মধ্যে ২০টি যাবে মক্কায় এবং বাকি দুটি ফ্লাইট যাবে মদিনায়। হজ ফ্লাইট চলবে ৯ জুন পর্যন্ত।' হজ এজেন্সি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) চট্টগ্রাম জোনের সভাপতি শাহ আলমবলেন, 'চট্টগ্রাম থেকে এবার হজ পালনের জন্য ৮ হাজার নারী-পুরুষ রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করেছেন। এর আগের বছর ২০২৩ সালে ১০ হাজারের কিছু বেশি ধর্মপ্রাণ মুসলমান হজ পালন করেন। ২০২২ সালে ১২ হাজারের মতো লোক চট্টগ্রাম থেকে হজ পালন করেন।'

খুলনার তিন উপজেলার ৯৫

ও ১৭ জন আনসার দায়িত্ব পালন করবে। আর গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি কেন্দ্রে ৪ জন পুলিশ ও ১৭ জন করে আনসার থাকবে। এছাড়া পুলিশ ও র‍্যাবের টহল টিম দায়িত্ব পালন করবে। খুলনার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সাঈদুর রহমান জানান, সাধারণ কেন্দ্রের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে বাড়তি নিরাপত্তা ও নজরদারি থাকবে। তবে সাধারণ কেন্দ্রেও নিরাপত্তার কোনো ঘাটতি থাকবে না। এখন পর্যন্ত ৩ উপজেলায় নির্বাচনের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ রয়েছে। রিটার্নিং কর্মকর্তা এ টি এম শামীম মাহমুদ জানান, তেরখাদা উপজেলায় চেয়ারম্যান প্রার্থী দুইজন, ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী ৪ জন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী ৪ জন। মোট ভোটার ১ লাখ ৩ হাজার ৭৬৮ জন।

দিঘলিয়া উপজেলায় চেয়ারম্যান প্রার্থী ৪ জন, ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী ৭ জন ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী ৩ জন। মোট ভোটার ১ লাখ ৩০ হাজার ৭৪৮ জন। ফুলতলা উপজেলায় চেয়ারম্যান প্রার্থী ৪ জন, ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী ৩ জন ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী দুইজন। মোট ভোটার ১ লাখ ১৫ হাজার ১৮৭ জন।

তিন দামে বিক্রি হচ্ছে ডলার

ডলার বা রিয়াল কিনবেন কিনা, জানতে চাওয়া হচ্ছে। কেউ আগ্রহ প্রকাশ করছে ডলারের মূল্য ১২১ টাকা ৬০ পয়সা পর্যন্ত চাওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে পুরানা পল্টনের লিগ্যাল মানি এক্সচেঞ্জের সত্ত্বাধিকারী মো. মনির হোসেন বলেন, আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত দামে ডলার বিক্রি করছে। তবে ডলার স্টকে নেই। পেলে বিক্রি করবো। পাশের অন্যান্য হাউজে ডলার ১২১ টাকা ৫০ পয়সায় দোকান বিক্রি হচ্ছে বলেও জানান তিনি। দিলকুশার গ্লোরি মানি এক্সচেঞ্জে গেলে এক বিক্রেতা বাংলানিউজের এ প্রতিবেদককে ক্রেতা ভেবে ডলার ১২১ টাকায় বিক্রি করতে পারবেন বলে জানান। সাংবাদিক পরিচয় দিলে ডলারের দাম ১১৮ টাকা ৫০ পয়সা বলে জানান তিনি। এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত দাম। এই দামে বিক্রি করছেন বলেও তিনি দাবি করেন। হাউজের সত্ত্বাধিকারী কে জানতে চাইলে তিনি একটি উপজেলা নির্বাচনের পোস্টার দেখানে। সেখানে ইসলাম হোসেন নামে এ ব্যক্তির ছবি দেওয়া। তিনিই এ হাউজের সত্ত্বাধিকারী বলে জানান ওই বিক্রেতা। এও বলেন, ইসলাম হোসেন শরীয়তপুরের উপজেলা চেয়ারম্যান ও পুলিশের এক সাবেক আইজির ছোট ভাই। খোলা বাজারে মানি এক্সচেঞ্জ হাউজগুলোয় দামের পেছনে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের বিমাতাসুলভ আচরণ দায়ী বলে মনে করছে এ খাত সংশ্লিষ্টরা। তারা বলেছেন, ডলার বিক্রির ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোয় যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে- মানি এক্সচেঞ্জগুলো সেগুলো পায় না। ফলে খোলা বাজারে বাড়তি দামে বিক্রি হয়। আর বেঁধে দেওয়া দামও একটি অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত। যে কারণে খোলা বাজারে ডলার নির্ধারিত দামে বিক্রি হচ্ছে না। এ বিষয়ে মানি এক্সচেঞ্জ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এমএস জামান বলেন, ব্যাংকগুলো রেমিট্যান্স, রপ্তানি আয়সহ বিভিন্ন সোর্স থেকে ডলার পেয়ে থাকে। তারা প্রণোদনা সহ ১১৯ টাকা ৯০ পয়সা দামে রেমিট্যান্স কিনছে। আর মানি এক্সচেঞ্জের ডলার সংগ্রহের একমাত্র উৎস বিদেশ ফেরত প্রবাসী বা ভ্রমণকারীরা। তারা যদি ব্যাংকে বাড়তি দামে ডলার বিক্রি করতে পারে তাহলে আমাদের কাছে কেন কম দামে প্রবাসী আয় ডলার বিক্রি করবে। আর মানি এক্সচেঞ্জ লোকশান দিয়ে কম দামে ডলার বিক্রি করলেও কত পরিমাণই বা দিতে পারবে? গত বুধবার (৮ মে) ডলারের দাম ১১০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১১৭ টাকা নির্ধারণ করে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। তার আগে থেকেই অবশ্য এ মুদ্রা ১২০ টাকা বা তারও বেশি দামে বিক্রি হচ্ছিল। নতুন করে ১১৭ টাকা করায় খোলা বাজারে ডলার বিক্রেতাদের উপস্থিতি কমে গেছে।

ইসরায়েলের এজেন্টদের সঙ্গে মিলে

সমালোচনাকারীদের নিয়ে আওয়ামী লীগের এই নেতা বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেককেই দেখি সরকারের বিরুদ্ধে বড় বড় ভাষণ দেয়, সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে। নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে তাদের কথা বলতে তো শুনলাম না। এরা কোথায়? এরা কোথায় লুকিয়ে আছে? এরা আসলে ইসলামপ্রেমী নয়, এরা হলো মুখোশধারী ধর্ম ব্যবসায়ী। এদের মুখোশও উন্মোচন করতে হবে।

ফিলিস্তিনি মানুষদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মানুষের অবস্থান সবসময় মুক্তিকামী মানুষের পক্ষে ছিল। আমাদের নীতি ফিলিস্তিনি মুক্তিকামী মানুষের পক্ষে। বাংলাদেশ স্বাধীনতা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শাহাদাত হোসেন টয়েলের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ, আওয়ামী লীগের জাতীয় কমিটির সদস্য বলরাম পোদ্দার প্রমুখ।

মার্কিন স্যাংশন-ভিসানীতি সরকার

আমরা কেয়ার করি না। বিএনপি এ বিষয় নিয়ে কি করছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, তারা কি করছে না করছে জানিনা। তারা উপরে-উপরে পাত্তা দেয় না তলে-তলে আবার কী করে সেটা তো বলা মুশকিল।

শুক্রবারও চলবে মেট্রোরেল কমতে

যদি এ রকম কোনো সিদ্ধান্ত হয়।' সূত্র জানায়, যাত্রীর চাপ বাড়ায় সকাল-সন্ধ্যা পিক আওয়ারের হেডওয়ে সময় (দুই ট্রেনের মধ্যবর্তী অপেক্ষমাণ সময়) কমানো হতে পারে। জুনে কার্যকর হতে পারে এই সিদ্ধান্ত। এ ক্ষেত্রে হেডওয়ে সময় কমিয়ে ৫ মিনিট করা হতে পারে, বর্তমানে যা ৮ মিনিট রয়েছে। এদিকে মেট্রোরেলের জনবল বাড়াতে শিগগিরই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেবে ডিএমটিসিএল। তবে এ ক্ষেত্রে স্থায়ী নয়, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ হতে পারে বলেও সূত্র জানিয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা ৪৭ হাজার

অর্থবছরে ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক থেকে রাজস্ব আদায় হয়েছে ১ লাখ ৭০ হাজার ৭৫৭ কোটি টাকা। আগের অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ১ লাখ ৫৮ হাজার ১৮১ কোটি টাকা। অর্থাৎ আগের অর্থবছরের তুলনায় গত অর্থবছরে এ খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৭ শতাংশ। সূত্র জানায়, আগামী অর্থবছরের বাজেটে ট্যাক্সেস অন ইনকাম অ্যান্ড প্রফিট থেকে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হচ্ছে ১ লাখ ৭৫ হাজার কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের মূল বাজেটে এর পরিমাণ ছিল ১ লাখ ৫৩ হাজার ২৬০ কোটি টাকা, সংশোধিত বাজেটে যা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৪৫ হাজার ৮৬৫ কোটি টাকা। অন্যদিকে, আগামী অর্থবছরের বাজেটে কাস্টমস ডিউটি থেকে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। এটি সংশোধিত বাজেটের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রায় ৪২ শতাংশ কম। উল্লেখ্য, আগামী ৬ জুন (বৃহস্পতিবার) ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট পেশ করা হবে। অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী এই বাজেট জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করবেন। এটি হবে বর্তমান অর্থমন্ত্রীর প্রথম এবং আওয়ামী লীগ সরকারের টানা চতুর্থ মেয়াদের প্রথম বাজেট। এই বাজেটের সম্ভাব্য আকার হচ্ছে ৮ লাখ কোটি টাকা।

স্ত্রীকে নিয়ে সিঙ্গাপুর গেলেন মির্জা আব্বাস

স্টাফ রিপোর্টার : সিঙ্গাপুর গেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস এবং তার স্ত্রী মহিলা দলের সভানেত্রী আফরোজা আব্বাস। গতকাল মঙ্গলবার সকালে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন তারা। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, মির্জা আব্বাস ও আফরোজা আব্বাস চিকিৎসা করাতে সিঙ্গাপুর গেছেন। সুস্থতা কামনা করে দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন তারা। এর আগে, গত বছরের ২৬ আগস্ট চিকিৎসার উদ্দেশে সিঙ্গাপুর গিয়েছিলেন মির্জা আব্বাস। ২০২২ সালের ২৪ মে সিঙ্গাপুর মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যান তিনি। ওই সময় তার স্ত্রী ও সন্তান সঙ্গে ছিলেন।

বাংলাদেশ সীমান্তে ঢুকে নারীদের তাড়া করে গুলি ছুড়লো বিএসএফ

স্টাফ রিপোর্টার : কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী সীমান্তে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রবেশ করে নারীদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও গুলিতে বাংলাদেশি এক নাগরিকের বসতভিটার ঘরের চাল ফুটো হয়েছে। গত রোববার বিকালে উপজেলার নাওডাঙ্গা ইউনিয়নের ধুলারকুটি সীমান্তের আন্তর্জাতিক মেইন পিলার ৯৩১-এর পাশে এ ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে বিজিবির কড়া প্রতিবাদের পর গত সোমবার সন্ধ্যায় উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সীমান্ত এলাকার বাসিন্দা শাহ আলম মিয়া ও আবদুল কুদ্দুসসহ কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, গত রোববার বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে সীমান্ত এলাকার বাসিন্দা কয়েকজন নারী কেটে নেওয়া ধান গাছের আড়া (গোড়ায় অবশিষ্ট খড়) সংগ্রহের জন্য নো-ম্যানসল্যান্ডে প্রবেশ করেন। এ সময় ভারতীয় নারায়ণগঞ্জ ক্যাম্পের টহলরত এক বিএসএফ সদস্য তাদের ধাওয়া করেন। ধাওয়া খেয়ে ওই নারী-রা দৌড়ে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রবেশ করলে বিএসএফ সদস্যও তাদের পিছু নেয়। বাংলাদেশ ভূখণ্ডের প্রায় ২০ থেকে ৩০ গজ অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন ভারতীয় ওই সীমান্তরক্ষী। একপর্যায়ে রাইফেল উঁচিয়ে বাংলাদেশি নারীদের লক্ষ্য করে এক রাউন্ড গুলি করে দ্রুত ভারতের অভ্যন্তরে চলে যান। প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও জানান, গুলিতে কারও হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও তা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে ধুলারকুটি গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা নুর আলম বাচ্চুর বাড়ির রান্নাঘরের চালে আঘাত করে। এতে ঘরের চালের টিন ফুটো হয়ে গুলিটি মেঝেতে পড়ে। সে সময় রান্না ঘরে বাচ্চুর পুত্রবধূ থাকলেও ভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে যান। গুলির ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। নুর আলম বাচ্চু বলেন, 'ওই সময় আমার পুত্রবধূ রান্নাঘরেই ছিল। ভাগ্যিস গুলিটা তার গায়ে লাগেনি। মাঝেমধ্যেই বিএসএফ এভাবে বাংলাদেশে ঢুকে নিরীহ গ্রামবাসীর ওপর অত্যাচার চালায়। আমরা আতঙ্কে থাকি।' খবর পেয়ে বিজিবি গোরকমন্ডল ক্যাম্পের নায়েক সুবেদার নজরুল ইসলামসহ বিজিবির একটি দল গত রোববার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে ওই নুর আলম বাচ্চুর বাড়ি পরিদর্শন করে গুলিটি উদ্ধার করে নিয়ে যান। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনায় গত সোমবার সকালে বিএসএফকে কড়া প্রতিবাদ জানায় বিজিবি। পরে গত সোমবার সন্ধ্যা ৬টায় সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফের কোম্পানি পর্যায়ে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, পতাকা বৈঠকে বিজিবির পক্ষে নেতৃত্ব দেন লালমনিরহাট-১৫ বিজিবি ব্যাটালিয়নের শিমু-লবাড়ী ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার নরেশ চন্দ্র রায় এবং বিএসএফের পক্ষে নেতৃত্ব দেন ৯০ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের নারায়ণগঞ্জ কোম্পানি কমান্ডার ইন্সপেক্টর রমন সিং। বৈঠকে বিনা উসকানিতে সীমান্তে গুলিবর্ষণের কারণ জানতে চেয়ে কড়া প্রতিবাদ জানায় বিজিবি। তবে এ ব্যাপারে পরিষ্কার কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি বিএসএফ। এ ব্যাপারে জানতে গতকাল মঙ্গলবার সকালে লালমনিরহাট-১৫ বিজিবি ব্যাটালিয়ন অধিনায়কের দাপ্তরিক মোবাইল নম্বরে ফোন ও খুদেবার্তা দিয়ে কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। পরে ব্যাটালিয়নের দায়িত্বশীল অফিসার মেজর আসিফকে ফোন ও খুদেবার্তা দিলে তিনিও কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি।

কুষ্টিয়ায় কুলখানির আয়োজন নিয়ে সংঘর্ষে নিহত ১

স্টাফ রিপোর্টার : কুষ্টিয়ায় কুলখানির অনুষ্ঠান নিয়ে মতবিরোধের জেরে হামলায় বুকে ফালাবিদ্ধ হয়ে একজন ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় স্থানীয় ইউপি সদস্যসহ আহত হয়েছেন আরও অন্তত চারজন। সদর উপজেলার ঝাউদিয়া ইউনিয়নের হাতিয়া পূর্বপাড়া গ্রামে গত সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে বলে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) থানার এসআই মেহেদী হাসান জানান। নিহত ৬০ বছর বয়সী বকুল বিশ্বাস ওই এলাকার আফতাব বিশ্বাসের ছেলে। হামলায় আহতদের মধ্যে একজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি হলেন- ঝাউদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য শাহিন আক্তার। তাকেসহ আহতদের কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এলাকাবাসী ও নিহতের স্বজনরা জানান, কয়েকদিন আগে বকুল বিশ্বাসের নিঃসন্তান চাচি বার্ধক্য জনিত কারণে মারা যান। চাচির কুলখানির অনুষ্ঠান বকুলের অন্য চাচাত ভাইয়েরা বড় করে আয়োজন করে সমাজের লোকজনকে খাওয়ানোর দাবি তোলেন। এতে বকুল ও তার পরিবারের লোকজন রাজি হয়নি। গত শনিবার বকুল নিজেদের লোকজন নিয়ে চাচির কুলখানির কাজ শেষ করেন। এ ঘটনার জেরে ক্ষুব্ধ চাচাত ভাইয়েরা তার ওপর হামলা করে বলে জানান তারা। ইউপি সদস্য শাহিন বলেন, "গত সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে বকুলসহ আমরা কয়েকজন স্থানীয় চায়ের দোকানে বসে চা পান করছিলাম। এ সময় বকুলের চাচাত ভাই শিপন বিশ্বাসের নেতৃত্বে ২০-২৫ জন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। "এ সময় হামলাকারীদের ফালা বকুলের বুকে বিদ্ধ হয় এবং আরও ৭/৮ গুরুতর আহত হয়। পরে স্থানীয় লোকজন ও পরিবারের স্বজনরা আহতদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক বকুলকে মৃত ঘোষণা করেন।" কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক ডা. তাপস কুমার সরকার বলেন, "গত সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে মারামারিতে আহতদের নিয়ে আসা হয়।

গ্যাস সংকট নিয়ে আবারও উৎপাদনে চাঁদপুর বিদ্যুৎকেন্দ্র

স্টাফ রিপোর্টার : অগ্নিকাণ্ডে বন্ধ হয়ে যাওয়ার এক মাসেরও বেশি সময় পর চাঁদপুর বিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপাদন ফের শুরু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী) নূরুল আবছার জানান, মেরামত কাজ শেষে গত সোমবার রাত ১টায় ১০০ মেগাওয়াট ইউনিটের মধ্যে ৫০ মেগাওয়াট উৎপাদনে যেতে সক্ষম হয়। এর আগে গত ৫ এপ্রিল চাঁদপুর ১৫০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎকেন্দ্র জেনারেটর বেয়ারিংয়ে ওয়েল লিকেজ থেকে অগ্নিকাণ্ডে বন্ধ হয়ে যায়। নূরুল আবছার বলেন, উৎপাদন কেন্দ্রের ১০০ মেগাওয়াট ইউনিটের জেনারেটর বেয়ারিংয়ে ওয়েল লিকেজ মেরামত কাজের জন্য ১ মাস ৮ দিন বন্ধ থাকার পর আবারও বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়েছে। তবে গ্যাস সংকটের কারণে এখন ১০০ মেগাওয়াট ইউনিটের ৫০ মেগাওয়াট উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। "গ্যাসের সরবরাহ বাড়লে ১০০ মেগাওয়াট উৎপাদন সম্ভব হবে। বর্তমানে উৎপাদিত ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে। এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটির দুটি ইউনিট। একটি ১০০ মেগাটওয়াট এবং অপরটি ৫০ মেগাটওয়াট। ২০১০ সালের ২৫ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

নটর ডেমে একাদশে ভর্তিতে লাগবে

এসএসসিতে বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থীরা ইংরেজি ভার্সনের জন্য আবেদন করতে পারবে না। 'ও' লেভেল শিক্ষার্থীদের আবেদন গ্রহণ করা হয় না। এছাড়া বিভাগ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে জিপিএ-৪.৫০, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থেকে মানবিক বিভাগে জিপিএ-৩.৫০ থাকতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, নটর ডেম কলেজে ভর্তির জন্য কোনো কোচিং সেন্টারে ভর্তির প্রয়োজন নেই।

যেভাবে বহিরাগত ঠেকাবে ঢাবির

বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে আসন সংকট কমবে এবং কেবলমাত্র নিয়মিত শিক্ষার্থীরাই লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারবে। ঢাবির শিক্ষার্থীরা, বিশেষ করে সাবেক শিক্ষার্থীরা বিসিএস ও অন্যান্য সরকারি চাকরির পরীক্ষায় প্রস্তুতির জন্য ভোর ৫টা থেকে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির গেটের সামনে জড়ো হতে শুরু করেন। তারা ব্যাগ, বই, এমনকি সংবাদপত্র রেখে সিরিয়াল দিয়ে রাখেন লাইব্রেরিতে ঢোকার জন্য।

হাইকোর্টে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইলেন

মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল এক টকশোতে বিচার বিভাগ নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেন, যা ইউটিউবে ছড়িয়ে পড়ে। গত ১৯ এপ্রিল তাকে ব্যাখ্যা দিতে তলব করেন হাইকোর্ট। সেই আদেশের প্রেক্ষিতে আদালতে সশরীরে হাজির হয়ে ব্যাখ্যা দাখিল করেন আলাল।

ফিলিস্তিনিদের ত্রাণের ট্রাক

হয়েছে, ইসরায়েলি বিক্ষোভকারীদের বাধায় গাজায় পৌঁছাতে পারেনি ত্রাণবাহী ট্রাক। গতকাল সোমবার অধিকৃত পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের সাহায্যের জন্য যেতে থাকা ট্রাক অবরোধ করেছে তারা। ট্রাক থেকে ত্রাণের প্যাকেজগুলো ফেলে দেওয়া হয়েছে রাস্তায় এবং ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে শস্যের প্যাকেট। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ট্রাক থেকে ফেলে দেওয়া এ ত্রাণগুলো হেবরনের পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে জর্ডান থেকে এসেছিল। অবরুদ্ধ গাজায় খাদ্য ও ত্রাণ সংকটে থাকা হাজার হাজার মানুষের জন্য পাঠানো হচ্ছিল এগুলো। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, বিক্ষোভকারীরা লরি থেকে ত্রাণের বাক্স ফেলে দিচ্ছে। এ ছাড়া এগুলো পড়ে যাওয়ার পর তারা তা আবার ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। এছাড়া কিছু ভিডিওতে সন্ধ্যার দিকে গাড়িতে আগুন দিতে দেখা গেছে। যদিও এগুলো স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি বিবিসি। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যমের তথ্যমতে, এ বিক্ষোভের জন্য দেশটির ডানপন্থি গোষ্ঠী টিজাভ ৯ দায়ী। বার্তা সংস্থা এএফপিকে এক বিক্ষোভকারী বলেন, তিনি সোমবার চেকপয়েন্টে ছিলেন, কারণ তিনি শুনেছেন যে হামাসের জন্য ত্রাণবাহী ট্রাক আসছে। তাদের হাতে ইসরায়েলি সেনাসহ নাগরিকরা হত্যার শিকার হয়ে আসছে। হানা গিয়েত নামের এক বিক্ষোভকারী বলেন, জিম্মিরা সুস্থ ও জীবিত অবস্থায় ইসরায়েলে না ফেরা পর্যন্ত গাজায় কোনো ধরনের খাবার প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। এদিকে ত্রাণের ট্রাক লুটের এ ঘটনাকে ইসরায়েলিদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ বলে উল্লেখ করেছে হোয়াইট হাউস। মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান বলেন, বিক্ষোভকারীদের এই আচরণ 'সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য'। হোয়াইট হাউস ইসরায়েল সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

বিশ্বের ৭৬ মিলিয়ন

বিশ্বব্যাপী ৬৮৩ লক্ষ মানুষ সংঘাত ও সহিংসতার কারণে এবং ৭৭ লক্ষ মানুষ দুর্যোগের কারণে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। বিগত পাঁচ বছরে সংঘাতের ফলে আইডিপির সংখ্যা ২২৬ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে; যার মধ্যে ২০২২ এবং ২০২৩ সালে বাস্তুচ্যুত হওয়া মানুষের সংখ্যাই বেশি।

টঙ্গী-বিমানবন্দর এলাকা থেকে ৭

হাজার ১০০ টাকাসহ একটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।" তাদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান এ পুলিশ কর্মকর্তা।

ঢাকার হোটেল-রেস্টুরেন্টে মূল্যছাড়

যায়, তারা একটু কম খরচে থাকা-খাওয়ার সুযোগ পান। এতে পুলিশ সদস্যদের সুবিধা হয়। ট্যুরিস্ট পুলিশের ঢাকা অঞ্চলের এ কর্মকর্তা আরও বলেন, এটা অনেকটা করপোরেট চুক্তির মতোই। হোটেল-রেস্টুরেন্ট কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন গ্রুপকে এ ধরনের প্রস্তাব করে থাকে। পুলিশ সদস্যদের জন্যও তারা এই প্রস্তাব করেছে। কক্সবাজার, সিলেটসহ বিভিন্ন অঞ্চলের হোটেল ও রেস্টুরেন্টের সঙ্গে পুলিশের এ ধরনের চুক্তি রয়েছে। ঢাকা অঞ্চলে হয়তো কিছুদিন হলো শুরু হয়েছে। সরকারি প্রয়োজনে এবং দায়িত্ব পালনের জন্য এলে পুলিশ সদস্যরা এ ধরনের সুবিধা পাবেন। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই পুলিশ সদস্যদের পরিচয়পত্র দেখাতে হবে।

সরকার পরিবর্তন হলে চোখের জল

'যেদিন শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে; সেদিন আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। ঐদিন আমি পুরো ঢাকা শহর ঘুরেছি। তখন মানুষের মধ্যে কোনো শোকের ছায়া এবং কান্না করতে দেখিনি। পুরো ঢাকা নিশ্চুপ হয়ে আছে। শেখ মুজিব মারা গিয়েছেন কিন্তু তার জন্য কান্না করার মতো লোক ছিল না। তার জানাজা পড়ানোর লোক পর্যন্ত ছিল না। আমার মনে হয়, যখন এসরকারের পরিবর্তন ঘটবে তখন ১৫ আগস্টের মতো চোখের জল ফেলার মানুষও খুঁজে পাওয়া যাবে না । স্মরণ সভায় নাসির উদ্দিন আহাম্মেদ পিন্টু'র স্মৃতিচারণ করে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম বলেন, পিন্টু যদি জীবিত থাকতো তাহলে বৃহত্তর লালবাগে তার নেতৃত্বে বিশাল আন্দোলন গড়ে উঠতো। আজকে বিএনপির আন্দোলনে তার একটা বড় ভূমিকা থাকতো। তাই, আমাদেরকে সবসময় নাসির উদ্দিন পিন্টুকে স্মরণ করতে হবে। যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সম্মিলিত যুব ফোরামের আহ্বায়ক অ্যাড. নাহিদুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে স্মরণ সভায় বিএনপির প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, ওলামা দলের সভাপতি মাওলানা নাসির উদ্দীনসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

যে কারণে ভারত থেকে পেঁয়াজ

হারুন বলেন, দীর্ঘদিন পর ভারত সরকার পেঁয়াজ রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পর হিলি স্থলবন্দরের আমদানিকারকরা ব্যাংকে এলসি খুলে খুলেছেন। কিন্তু হঠাৎ করে শুনি ভারত সরকার পেঁয়াজ রপ্তানিতে ৪০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে। ৪০ শতাংশ শুল্ক দিয়ে পেঁয়াজ আমদানি করলে ৭০ থেকে ৭২ টাকা প্রতি কেজিতে খরচ পড়বে। একারণেই আমাদের আমদানিকারকরা পেঁয়াজ আমদানি করছেন না। তবে ভারতের ব্যবসায়ীরা আমাদের জানিয়েছেন খুব দ্রুত ভারত সরকার শুল্ক কমিয়ে দেবে এবং হিলি স্থলবন্দর দিয়ে পেঁয়াজ আমদানি হবে।

ইরানের সাথে চুক্তির প্রতিক্রিয়া

শতাধিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ওয়াশিংটন। গতকাল মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে এই চুক্তির বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের উপ-মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল বলেন, ইরানের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এখনও বহাল রয়েছে এবং ওয়াশিংটন সেগুলোর প্রয়োগ অব্যাহত রাখবে। তিনি বলেন, ''যেকোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানড় যারাই ইরানের সাথে বাণিজ্যিক কার্যক্রমের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে; তাদের সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে জানতে হবে যে, তারা নিষেধাজ্ঞার সম্ভাব্য ঝুঁকির মাঝে নিজেদেরই উন্মুক্ত করে দিচ্ছে।'' তবে ওয়াশিংটনের এই বিবৃতির বিষয়ে ভারতের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

২০১৮ সালের শেষের দিকে ইরানের চাবাহার বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ভারত। বন্দরটি পাকিস্তানের স্থলপথ এড়িয়ে আফগানিস্তান এবং মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় পণ্য পরিবহন ও সরবরাহের একটি নতুন ট্রানজিট রুট খুলে দেয়। কর্মকর্তারা বলছেন, এখন পর্যন্ত চাবাহার বন্দরের মাধ্যমে ভারত থেকে আফগানিস্তানে ২৫ লাখ টন গম ও ২ হাজার টন ডাল পাঠানো হয়েছে। ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান পোর্টস গ্লোবাল লিমিটেড (আইপিজিএল) এবং ইরানের পোর্ট অ্যান্ড মেরিটাইম অর্গানাইজেশন চাবাহার বন্দরের উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে বলে সোমবার ভারতের নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। ইরানের সড়ক ও নগর উন্নয়নমন্ত্রী মেহরদাদ বজরপাশ বলেছেন, চুক্তি অনুযায়ীড় চাবাহার বন্দরের উন্নয়নে আইপিজিএল অতিরিক্ত ২৫০ মিলিয়ন ডলার অর্থায়নের পাশাপাশি আরও প্রায় ১২০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে। এর ফলে এই বন্দরে ভারতের মোট বিনিয়োগ দাঁড়াবে ৩৭০ মিলিয়ন ডলারে। আর ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন, চুক্তিটি চাবাহার বন্দরে বড় বিনিয়োগের পথ পরিষ্কার করবে।

কনডেম সেলের রায় স্থগিত চেয়েছে

(স্বাস্থ্যগত কারণ, সংক্রামক রোগ) কোনও ব্যক্তিকে নির্জন কক্ষে রাখতে পারবে কারা কর্তৃপক্ষ। সে ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির উপস্থিতিতে শুনানি হতে হবে। ২০২১ সালের ২ সেপ্টেম্বর মামলা চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হওয়ার আগে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে কনডেম সেলে রাখার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়। চট্টগ্রাম কারাগারে কনডেম সেলে থাকা জিল্লুর রহমানসহ মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত তিন বন্দির পক্ষে শিশির মনির এই রিট দায়ের করেন। রিটকারী কারাবন্দিরা হলেন চট্টগ্রাম কারাগারের কনডেম সেলে থাকা সাতকানিয়ার জিল্লুর রহমান, সিলেট কারাগারে থাকা সুনামগঞ্জের আব্দুল বশির এবং কুমিল্লা কারাগারে থাকা খাগড়াছড়ির শাহ আলম। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এই তিন আসামির আপিল হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন। রিটে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা বিভাগের সচিব, আইন সচিব, আইজিপি, আইজি প্রিজনস, চট্টগ্রাম, সিলেট ও কুমিল্লার সিনিয়র জেল সুপারকে বিবাদী করা হয়। রিট আবেদনে মৃত্যুদণ্ডাদেশ চূড়ান্ত হওয়ার আগে কনডেম সেলে আবদ্ধ রাখা কেন আইনগত কর্তৃত্বহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারির আর্জি জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে রুলটি বিবেচনাধীন থাকা অবস্থায় আবেদনকারীদের কনডেম সেল থেকে স্বাভাবিক সেলে স্থানান্তরের আবেদন করা হয়। পাশাপাশি দেশের সব জেলের কনডেম সেলে থাকা সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের রাখার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে (সুযোগ, সুবিধা) কারা মহাপরিদর্শককে আদালতে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে। ওই রিটের শুনানি নিয়ে ২০২২ সালের ৫ এপ্রিল রুল জারি করেন হাইকোর্ট। রুলে মৃত্যুদণ্ডাদেশ চূড়ান্ত হওয়ার আগে কনডেম সেলে রাখা কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়। একইসঙ্গে জেল কোডের ৯৮০ বিধি কেন অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হবে না, রুলে তাও জানতে চান আদালত। পাশাপাশি কনডেম সেলে থাকা আসামিদের সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে ৬ মাসের মধ্যে কারা মহাপরিদর্শককে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়। চার সপ্তাহের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা বিভাগের সচিব, আইন সচিব, আইজিপি, আইজি প্রিজনস, চট্টগ্রাম, সিলেট ও কুমিল্লার সিনিয়র জেল সুপারকে এ সব রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি আহমেদ সোহেলের সমন্বয়ে গঠিত তৎকালীন হাইকোর্ট বেঞ্চ এ সব আদেশ দেন। পরে মৃত্যুদণ্ডাদেশ চূড়ান্ত হওয়ার আগে কনডেম সেলে রাখার বৈধতা নিয়ে যে কোনও দিন রায়ের জন্য মামলাটি অপেক্ষমাণ (সিএভি) রাখেন হাইকোর্ট। এ বিষয়ে জারি করা রুলের চূড়ান্ত শুনানি শেষে ২০২৩ সালের ১২ ডিসেম্বর বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ ও বিচারপতি মো. বজলুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। পরে আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির বলেন, 'বিচারিক আদালতে মৃত্যুদণ্ডাদেশ ঘোষণার পর তাৎক্ষণিক সাজা কার্যকর করার আইনগত কোনও বিধান নেই। মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করতে কয়েকটি আবশ্যকীয় আইনগত ধাপ অতিক্রম করতে হয়। প্রথমত, ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৭৪ ধারামতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হাইকোর্ট বিভাগের অনুমোদন নিতে হবে। একইসঙ্গে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪১০ ধারা অনুযায়ী, হাইকোর্ট বিভাগে আপিল দায়েরের বিধান রয়েছে। দ্বিতীয়ত, হাইকোর্ট বিভাগ মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখলে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সাংবিধানিক অধিকার বলে আপিল বিভাগে সরাসরি আপিল করতে পারেন। তৃতীয়ত, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৫ অনুযায়ী, আপিলের রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ আবেদনের আইনগত সুযোগ রয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'সর্বশেষ মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৯-এর অধীন রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমা চাইতে পারেন। রাষ্ট্রপতি ওই ক্ষমার আবেদন না মঞ্জুর করলে তখন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আইনগত বৈধতা লাভ করে। কিন্তু বাংলাদেশে বিচারিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পরই সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কনডেম সেলে রেখে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে বন্দি রাখা হয়। তাই রিটে জেল কোডের ৯৮০ বিধি চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। সেখানে বলা আছে, মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামিদের পৃথকভাবে কনডেম সেলে রাখা হবে।'

জামিনে মুক্ত বিএনপি নেতা সোহেল

সোহেলের নামে। একই বছর নিউ মার্কেট থানায়ও তার বিরুদ্ধে একটি মামলা হয়। গত বছর দুই মামলায় তাকে মোট সাড়ে পাঁচ বছর সাজা দেন বিচারক। পল্টন থানার দুই মামলায় দুই বছর করে মোট চার বছর এবং নিউ মার্কেট থানার এক মামলায় দেড় বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন সোহেল। ৩১ মার্চ তিন মামলায় আত্মসমর্পণ করে ঢাকার মুখ্য হাকিম আদালতে জামিন চেয়েছিলেন সোহেল। তবে মহানগরের দুই হাকিম মইনুল ইসলাম ও আক্তারুজ্জামান সেই আবেদন নাকচ করে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

বাংলাদেশের বিশ্বকাপ স্কোয়াড

আস্থা অর্জন করতে পারেননি তিনি। এমনকি রিজার্ভেও রাখা হয়নি তাকে। চার পেসারসহ দলে আছেন বিশেষজ্ঞ তিন স্পিনার। মেহেদী হাসান মিরাজকে নিয়ে শেষ মুহূর্তে গুঞ্জন থাকলেও নির্বাচকরা রেখেছেন রিশাদ হোসেন, শেখ মাহেদী হাসান ও তানভীর ইসলামকেই। এদিকে প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছেন রিশাদ হোসেন, জাকের আলী, তানজিদ হাসান তামিম, তানজিম হাসান সাকিব, তানভীর ইসলাম ও তাওহীদ হৃদয়। বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড: নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), তাসকিন আহমেদ (সহ-অধিনায়ক), লিটন কুমার দাস, সৌম্য সরকার, তানজিদ হাসান তামিম, সাকিব আল হাসান, তাওহীদ হৃদয়, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, জাকের আলী অনিক, রিশাদ হোসেন, শেখ মাহেদী হাসান, তানজিম হাসান সাকিব, মোস্তাফিজুর রহমান, শরিফুল ইসলাম, তানভীর ইসলাম।

ব্যাংকিং খাতে আস্থা

নীতিমালা গ্রহণ করলেও সেগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। এটি ব্যাংকের প্রতি মানুষের অবিশ্বাসের মূল।" একই সময়ে, অনেকে তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ব্যাংকগুলিকে ব্যবহার করেছেন। অনেক ব্যাংকে কর্পোরেট গভর্নেন্সের (যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত হয়) অভাব রয়েছে। মনসুর বলেন, ব্যাংকের বোর্ড ও ব্যবস্থাপনায় যারা আছেন তারা নিজেদের স্বার্থে ব্যাংককে ব্যবহার করছেন। তিনি বলেন, "বাংলাদেশের জনগণের ব্যাংক থেকে সরে যাওয়ার কোনো জায়গা নেই, কারণ আমরা একটি শক্তিশালী পুঁজিবাজার গড়ে উঠতে পারিনি। সঞ্চয় বা বিনিয়োগের জন্য কার্যত কোন বিকল্প গন্তব্য নেই। তাই মানুষ তাদের টাকা নিয়ে ব্যাংকে ফিরে যাবে। তবে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ছে। বর্তমানে, মানুষ ভাল ব্যাংক এবং খারাপ ব্যাংকের দিকে নজর রাখছে। তারা দুর্বল ব্যাংক থেকে ভালো ব্যাংকে অর্থ স্থানান্তর করছেন।"

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, দীর্ঘদিনের অনিয়মের ফলে গ্রাহকদের আস্থার অভাবের জন্য ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিচ্ছে এবং তা ফেরত আসছে না। খেলাপি ঋণের পরিমাণ কমানোর ব্যবস্থা করতে হবে। একটি বিশেষ মহল বিদেশে অর্থ পাচার করছে। ব্যাংকগুলো তারল্য ব্যবস্থাপনাও ভালোভাবে করতে পারছে না। ব্যাংক বন্ধ থাকলে টাকা পাওয়া যাবে না এই ধারণাটি মানুষের মন থেকে মুছে ফেলতে হবে।

একীভূতকরণের ঘোষণা ব্যাংকগুলির জন্য মারাত্মক ধাক্কা : সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একাধিক কর্মকর্তা কিছু ব্যাংককে একীভূতকরণ প্রক্রিয়ার জন্য দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত করেছে। নিয়ন্ত্রক সংস্থা যদি বলে যে একটি ব্যাংক দুর্বল, তাহলে তার গ্রাহকদের আস্থা থাকবে না। সব গ্রাহক একসঙ্গে টাকা তোলা শুরু করলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কারও পক্ষে সম্ভব হবে না। তথ্য বলছে, ব্যাংক একীভূতকরণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর গ্রাহকদের আস্থার অভাবের কারণে আমানত উত্তোলনের হার বেড়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি বেশ কিছু প্রাতিষ্ঠানিক আমানতকারী দুর্বল ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে আবেদন করেছেন। সূত্র জানিয়েছে, একীভূতকরণ ঘোষণার পর থেকে বেসিক ব্যাংক ইতোমধ্যেই ২,৫০০ কোটি টাকার বেশি আমানত হারিয়েছে।

সূত্র জানায়, প্রক্রিয়াটি ঘোষণার পর থেকে গ্রাহকরা বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড থেকে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা উত্তোলন করেছেন। একীভূতকরণের জন্য তালিকাভুক্ত অন্যান্য ব্যাংকগুলিও একই পরিস্থিতির মুখোমুখি। ওইসব প্রতিষ্ঠান খারাপ ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত হবে এমন খবর শুনে ভালো অবস্থানে থাকা ব্যাংক থেকে গ্রাহকরাও তাদের টাকা তুলতে শুরু করেন। তারা আশঙ্কা করেছিল যে ভালো অবস্থানে থাকা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের অবস্থান ধরে রাখতে ব্যর্থ হতে পারে। ফলে অধিকাংশ ব্যাংকই তারল্য সংকটে পড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের জুনে চলতি অর্থবছরের শুরুতে সরকারি ব্যাংকে তারল্য বা নগদ ছিল ১৩৩,৯৩০ কোটি টাকা, যা চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ১২৬,৭৩৭ কোটি টাকায়, আট বছরে ৭,১৯৩ কোটি টাকা কমেছে। একইভাবে, ২০২৩ সালের জুনে বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোতে তারল্য ছিল ২,৫৪০ কোটি টাকা, যা এই বছরের ফেব্রুয়ারির শেষে ২,২৯৯ কোটি টাকায় নেমে এসেছে। মাস অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তফসিলি ব্যাংকগুলির মোট তরল সম্পদ ৩.১১% বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি শেষে ৪৩৪,৩৫৪ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা ২০২৩ সালের জুনে ৪২১,২৩৪ কোটি টাকা থেকে বেশি। অর্থাৎ সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতে তারল্য কিছুটা বেড়েছে। তবে ব্যাংকগুলোতে নগদ টাকার প্রবাহ কমেছে। গত বছরের জুলাইয়ে মুদ্রাস্ফীতি কমাতে ব্যাংক ঋণের সুদের হার বাড়ানোর নীতি গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। একই সঙ্গে পলিসি রেট ৮ শতাংশে উন্নীত করে বাজারে টাকার প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তারল্য সংকট ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতির কারণে দেশে ক্রমাগত বাড়ছে ব্যাংক ঋণের সুদের হার। চলতি বছরের এপ্রিলে ব্যাংক ঋণের সর্বোচ্চ সুদের হার নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৩.৫৫ শতাংশ। গত বছরের জুন পর্যন্ত ব্যাংক ঋণের সর্বোচ্চ সুদের হার নির্ধারণ করা হয়েছিল ৯ শতাংশ। গত নয় মাসে ঋণের সুদের হার বেড়েছে ৪.৫৫%। তবে মুদ্রাস্ফীতির ওপর সুদের হার বৃদ্ধির প্রভাব এখনও দেখা যাচ্ছে না। চলতি বছরের মার্চে দেশের গড় মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯ দশমিক ৮১ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)'র তথ্য অনুযায়ী, টানা ২১ মাস ধরে দেশের মূল্যস্ফীতির হার ৯ শতাংশের উপরে। গত বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংক বাজারভিত্তিক সুদহারের ব্যবস্থায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, নীতিগত হার বাড়িয়েছে এবং স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন করেছে।

পাঁচ ইলেকট্রোলাইট ড্রিংকস নিষিদ্ধ চেয়ে মামলা, মালিকদের তলব

স্টাফ রিপোর্টার : মানবদেহের জন্য বাজারে বিক্রি হওয়া অনুমোদনহীন পাঁচটি কোম্পানির ইলেক্ট্রোলাইট ড্রিংকসের মালিককে তলব করেছেন আদালত। ড্রিংকসগুলো হলো: এসএমসি প্লাস, প্রাণের এক্টিভ, ক্রাউন, রিচার্জ এবং টারবো। গতকাল মঙ্গলবার হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চ এ আদেশ দেন। সেই সঙ্গে পাঁচটি কোম্পানির মালিককে আগামী ৫, ৬ এবং ৯ জুন আদালতে উপস্থিত হয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে। এগুলো ওষুধ নাকি এনার্জি ড্রিংকস, সে বিষয়ে তারা ব্যাখ্যা দেবেন। এর আগে গতকাল মঙ্গলবার সকালে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক মো. কামরুল হোসেন বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতে এ মামলা দায়ের করেন। তিনি বলেন, ওষুধ প্রশাসনও বলতে পারে না এগুলো ওষুধ না ড্রিংকস। এগুলোর আবার বিজ্ঞাপনও চলছে। নিরাপদ খাদ্য আইন অনুযায়ী যা অপরাধ। আমরা বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ করতে বললেও কোনো কোম্পানি শোনেনি। কাজেই এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

বিয়ের প্রলোভনে মহিলা লীগ নেত্রীকে

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগ নেত্রীর সঙ্গে পরকীয়া গড়ে ওঠে পুলিশ কর্মকর্তার। বিয়ের প্রলোভনে শারীরিক সম্পর্কে রূপ নেয়। অবশেষে বিপত্তি ঘটে পুলিশ কর্মকর্তার ধর্মীয় পরিচয় গোপন রাখা ও বিয়ের প্রস্তাব নাকচ করার পর। এ নিয়ে বাগেরহাট জেলা পুলিশ সুপারের কাছে মৌখিক ও লিখিত অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগ নেত্রী পরিচয়দানকারী ওই নারী। তার দাবি, বিয়ের প্রলোভনে তার সম্ভ্রম লুটে নিয়েছেন পুলিশ কর্মকর্তা হীরন্ময় সরকার। তিনি সম্প্রতি পিবিআই যশোর সার্কেল থেকে বদলি হয়ে মোংলা থানায় আসেন। দায়িত্ব পালন করেন পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) হিসাবে। তবে ওই নারীর অভিযোগের ভিত্তিতে গত রোববার তাকে জেলা পুলিশ লাইনে ক্লোজ করা হয়েছে। যশোর জেলার বাসিন্দা ও মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী জানান, পিবিআই যশোর সার্কেলে প্রায় ৪ বছর আগে কর্মরত ছিলেন হীরন্ময় সরকার। সেখানে তাদের প্রথম পরিচয়। এরপর উভয়ে গভীর প্রেমে জড়িয়ে পড়েন। গড়ে ওঠে শারীরিক সম্পর্ক। পুলিশ কর্মকর্তা ওই নারীকে বিয়ের আশ্বাসও দেন। ভিকটিম অভিযোগ করেন, হীরন্ময় সরকার নিজেকে মুসলমান (হীরন) পরিচয় দিয়ে তাকে বিয়ের আশ্বাস দেন। দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। কয়েক বছর তার বাড়ি (যশোর) ও ঢাকায় আত্মীয়স্বজনসহ পরিচিত সবাই ওই নারীকে স্ত্রী পরিচয় দিতেন এ পুলিশ কর্মকর্তা। একপর্যায়ে ওই নারী সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়েন। বিষয় নিশ্চিত হওয়ার পর পুলিশ কর্মকর্তা নানা অজুহাত গর্ভের বাচ্চা নষ্ট করতে ওই নারীকে বাধ্য করেন। ভুক্তভোগী আরও বলেন, তিনি বিয়ের জন্য চাপ দিতে থাকেন। একপর্যায়ে মোংলা থানায় পরিদর্শকের (তদন্ত) দায়িত্ব নেওয়ার পর হীরনের আচরণ বদলে যেতে থাকে। এমনকি তার সঙ্গে যোগাযোগও বন্ধ করে দেন হীরন। শেষ পর্যন্ত এ পুলিশ কর্মকর্তার খোঁজে মোংলায় আসেন ভুক্তভোগী। এখানে এসে জানতে পারেন হীরন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, বিবাহিত এবং তার স্ত্রী-সন্তান রয়েছে। ন্যায়বিচার পাওয়ার আশায় ৯ মে যশোর থেকে মোংলায় এসে একটি হোটেলে তিন দিন অবস্থান করেন ওই নারী। এ সময় পুলিশের বিভিন্ন দপ্তরে মৌখিক ও লিখিত অভিযোগ করেন। ১১ মে বিকালে বাগেরহাট পুলিশ সুপারের দপ্তরে একটি লিখিত অভিযোগ করেন। এতে তিনি পুলিশ কর্মকর্তার হাতে প্রতারণা, নির্যাতন এবং ধর্ষণের শিকার হন বলে জানান। তিনি দ্রুত এর ন্যায়বিচার দাবি করেন। পরে পুলিশ সুপারের আশ্বাসে তিনি মোংলা থেকে নিজ জেলা যশোর ফিরে যান। এ বিষয় মোংলা থানার পুলিশ পরিদর্শন (তদন্ত) হীরন্ময় সরকার বলেন, কয়েক মাস আগে তার সঙ্গে ওই নারীর পরিচয় হয়। শারীরিক সম্পর্কসহ বিয়ের প্রলোভনের বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেন। হীরন্ময় সরকার দাবি করেন, ওই নারী স্রেফ তার বন্ধু ছিলেন, অন্য কিছু নয়। তবে এ বিষয়ে বাগেরহাট পুলিশ সুপার আবুল হাসনাত খান জানান, তিনি একটি অভিযোগ পেয়েছেন। তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে গত রোববার বিকালে হীরন্ময় সরকারকে মোংলা থানা থেকে প্রত্যাহার করে জেলা পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়েছে।

অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রসহ উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থী আটক

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচনকালীন সময়ে যখন নিষিদ্ধ আগ্নেয়াস্ত্র বহন ও প্রদর্শন; ঠিক ওই সময়েই লাইসেন্স বিহীন আগ্নেয়াস্ত্রসহ (পিস্তল) পুলিশের হাতে আটক হয়েছেন চেয়ারম্যান প্রার্থী নাহিদ মাহমুদ হোসেন লিটু সিকদার নামে এক আওয়ামী লীগ নেতা। আটক ওই চেয়ারম্যান প্রার্থী জেলা পরিষদের সাবেক প্যানেল চেয়ারম্যান ও বেতাগী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য। গত সোমবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার বেইলি ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে ওই চেয়ারম্যান প্রার্থী ও তার ড্রাইভার মো. সজিবকে (৩২) আটক করা হয়। একইসঙ্গে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার ও প্রাইভেটকারটি জব্দ করা হয়। বিষয়টি বেতাগী থানার ওসি মো. মাহাবুবুর রহমান নিশ্চিত করেন। ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পার হলেও পুলিশের মামলার প্রস্তুতি ছিল না। প্রতিবেদনটি লেখার সময় পর্যন্ত (রাত ১২টা) চেয়ারম্যান প্রার্থী ও ড্রাইভারকে আটক করে থানায় আনা হলেও মামলা না নিয়ে রফদফার চেষ্টায় সময় ক্ষেপণ করেন পুলিশ। তবে পুলিশের দাবি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ছিলেন তারা। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, আসন্ন বেতাগী উপজেলা পরিষদ নিবার্চনে দোয়াত কলম প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থী নাহিদ মাহমুদ হোসেন লিটু সিকদার। তিনি ও তার ড্রাইভার একটি প্রাইভেটকারযোগে বেতাগী পৌরশহর থেকে মোকামিয়া ইউনিয়নের উদ্দেশ্যে যাবার পথে উপজেলার বেইলি ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে একদল পুলিশ তার গাড়িটি থামিয়ে তল্লাশি করে। এসময় গাড়ির মধ্যে বসে থাকা নাহিদের সিটের পাশ থেকে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র (পিস্তল) উদ্ধার করেন পুলিশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বেতাগী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারুক আহমেদ, সহকারী রিটানিং কর্মকর্তা (বেতাগী উপজেলা) স্বপন সিকদার। তাদের উপস্থিতিতে চেয়ারম্যান প্রার্থী ও তার ড্রাইভারকে আটক করে থানায় নেওয়া হয়। একই সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র এবং প্রাইভেটকারটি (ঢাকা মেট্রো- গ/১৯-২৬৫০) জব্দ করা হয়। বেতাগী থানার ওসি মো. মাহাবুবুর রহমান বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চেয়ারম্যান প্রার্থীর গাড়ি তল্লাশি করে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় চেয়ারম্যান প্রার্থী ও তার ড্রাইভারকে আটক করা হয়েছে। অস্ত্রটি লাইসেন্সবিহীন- এটি নিশ্চিত। ঘটনার পর সময় ক্ষেপণ হলেও মামলা না নেওয়ার কারণ জানতে চাইলে ওসি বলেন, যেহেতু এখন নির্বাচনের সময় তাই সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পরবর্তী ব্যবস্থা সম্পের্ক গণমাধ্যমের কাছে প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।

উখিয়ায় ক্যাম্পে রোহিঙ্গা নেতাকে গুলি করে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলায় ক্যাম্পে রোহিঙ্গা নেতা মোহাম্মদ ইলিয়াছকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গত সোমবার ভোরে উপজেলার ৪-এক্সটেনশন নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের সি-৩ ব্লকে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। উখিয়া থানার ওসি শামীম হোসেন বলেন, ইলিয়াছ ক্যাম্পের সি-ব্লকের আবুল কাশেমের ছেলে। তিনি ব্লকের হেড মাঝি (কমিউনিটি নেতা) ছিলেন। এপিবিএন পুলিশসহ স্থানীয়দের বরাতে ওসি শামীম বলেন, গত রোববার রাতে ইলিয়াছ নিজের ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। ভোরে ১০ থেকে ১৫ মুখোশধারী এসে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে তাকে তুলে নিয়ে যায়। পরে পার্শ্ববর্তী হ্যান্ডিক্যাপ অফিসের পেছনে নিয়ে গুলি করে তাকে হত্যা করে। ওসি আরও বলেন, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আধিপত্য বিস্তারের জেরে সন্ত্রাসী সংগঠন আরসার সদস্যরা এ খুনের ঘটনা ঘটিয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে তথ্য পেয়েছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারে পুলিশি অভিযান চলছে বলে জানান ওসি।

যুগপৎ ধারায় আসবে নতুন কর্মসূচি
বিএনপির আকস্মিক জেগে ওঠার উদ্দেশ্য খুঁজছে যুগপৎসঙ্গীরা

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির 'আকস্মিক' জেগে ওঠায় বিস্ময় প্রকাশ করেছে দলটির সঙ্গে আন্দোলনে যুক্ত যুগপৎ ধারার রাজনৈতিক দলগুলো। চলতি বছরের ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর ওই মাসে যুগপৎসঙ্গীদের সঙ্গে কিছু আলোচনা শুরু হলেও পরে তা থেমে যায়। হঠাৎ করেই রবিবার (১২ মে) যুগপৎসঙ্গীদের সঙ্গে বৈঠক শুরু করে বিএনপি। বিএনপির সঙ্গে যুগপতে যুক্ত গণতন্ত্র মঞ্চের কয়েকজন নেতা আলাপকালে জানান, বিএনপি হঠাৎ কেন মতবিনিময়ের জন্য জেগে উঠলো, তার কারণ তারা বুঝতে পারছেন না। আজ বুধবার (১৫ মে) সন্ধ্যা ৬টায় গণতন্ত্র মঞ্চের সঙ্গে বৈঠক করবে বিএনপি। এতে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের থাকার কথা রয়েছে। 'বিএনপি মিটিং ডাকবে আর আমরা সহমত দিয়ে আসবোড়এমন ভাবার কোনও সুযোগ নেই।' এমন মন্তব্য গণতন্ত্র মঞ্চের প্রভাবশালী একজন নেতার। তিনি বলেন, 'হঠাৎ করে বিএনপি কেন মিটিং ডেকেছে তারাই বলবে।' গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা জানান, নির্বাচনের চার মাসের বেশি সময় পর লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠক ডাকার কারণ কী হতে পারে, তা নিয়ে মঞ্চের নেতাদের মধ্যেও আলোচনা হয়েছে। সোমবার (১৩ মে) মঞ্চের নেতারা সাম্প্রতিক রাজনীতি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন। মঞ্চের নেতারা বলছেন, বিএনপি হঠাৎ বৈঠক ডেকে কর্মসূচি দেওয়ার কথা বলছে। এক্ষেত্রে এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য কি সরকারকে এন্ডোর্স দিয়ে সামনে যাওয়া, নাকি মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য আন্দোলন তৈরি করা। গণতন্ত্র মঞ্চের অন্যতম নেতা সাইফুল হক বলেন, 'কালকে (বুধবার) বৈঠকে অংশগ্রহণের পর জানতে পারবো কেন বিএনপি আকস্মিক বৈঠক ডেকেছে। আমরা গত জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে আমাদের রিভিউ দিয়েছি। তারা কী ভাবলেন, ৭ জানুয়ারি নির্বাচনের পর বিএনপি কী দেখছে, সেসব নিশ্চয়ই আলাপ হতে পারে।' বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক মনে করেন, চলমান আন্দোলনে গণমানুষের আস্থার যে প্রতিফলন দেখা গেছে ৭ জানুয়ারির ভোটে, এমনকি এখন উপজেলা নির্বাচনেও মানুষের অনাস্থা প্রকাশ হয়েছে। এসব গণপ্রতিক্রিয়াকে ইমিডিয়েট রাজপথে আনার চিন্তা-ভাবনা বিএনপির আছে কিনা, এসব বিষয় আলোচনায় আসতে পারে। অবশ্য সোমবার (১৩ মে) বিকালে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও লিয়াজোঁ কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান সাংবাদিকদের বলেন, 'সীমান্তে মানুষ হত্যা, মিয়ানমার সীমান্তে যে বিষয়গুলো ঘটছে, তা নিয়ে আলোচনায় একমত হয়েছিড়জনগণকে সম্পৃক্ত করে আমরা কীভাবে আগামী দিনে অগ্রসর হতে পারি। কর্মসূচি গ্রহণ করার চিন্তা করছি। আমাদের জোটগুলো নিজেরা বসবে এবং আলোচনা করবে। তারা আমাদের সঙ্গে আবার বসবে।' ১২ দলীয় জোটের নেতা ও বাংলাদেশ এলডিপির মহাসচিব শাহাদাত হোসেন সেলিম এ প্রতিবেদককে বলেন, 'আমরা কী কর্মসূচি দিতে পারি, তা বিএনপিকে প্রস্তাবনা দিতে বলা হয়েছে। আমরা নিজেরা আলোচনা করে আবারও বৈঠক করবো।' গণতন্ত্র মঞ্চের একজন অন্যতম নেতার ভাষ্যড় বৈঠকটিকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখার বিষয়টি বিবেচনাধীন। এরইমধ্যে ১২ মে অনুষ্ঠিত ১২ দলীয় জোটের বৈঠকের পর কোনও কোনও দলের নেতা জামায়াতকে সঙ্গে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমরা যুগপৎ কর্মসূচি নিয়ে আলাপ করবো।' মঞ্চের একজন নেতা সন্দেহ প্রকাশ করেন, 'ধারণা করছি বিএনপি হয়তো নিজেরা মুখে বলবে না, ওরা কোনও কোনও দলকে নিয়ে বলাবে। কিন্তু তাতে কী আসে যায়।'

এ বিষয়ে জানতে চাইলে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে লিয়াজোঁ কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান বলেন, 'এখনও আমাদের মতবিনিময় শেষ হয়নি। মতবিনিময়ে যার যার মত সে সে দেবে। আমাদের আলোচনায় দেশের চলমান সমস্যা, অর্থনৈতিক সংকট এসব উঠে এসেছে।' সেলিমা রহমানের ভাষ্য, 'কেউ কেউ নানা ধরনের প্রস্তাব দিয়েছে। আমরা কী করবো, যুগপতে যারা তারা কী করবেড়এসব আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে। এখানে কোনও কিছু সিদ্ধান্তের নেই।' বিগত যেকোনও সময়ের চেয়ে বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে জামায়াতের সম্পর্ক এখন উন্নত বলে বিএনপি ও জামায়াতের একাধিক উচ্চপর্যায়ের দায়িত্বশীল এ প্রতিবেদককে জানিয়েছেন। তাদের দাবি, বিশেষত দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিশেষ আগ্রহে জামায়াতের সঙ্গে দূরত্ব প্রায় নেই। এমনকি চলমান উপজেলা পরিষদ নির্বাচনেও তার অনুরোধে জামায়াত প্রার্থী দেয়নি। যদিও জামায়াতের নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধন নেই। ইতোমধ্যে বিগত নির্বাচনের আগে বিএনপির কয়েকজন নেতা জামায়াতবিরোধী প্রকাশ্য অবস্থান নিলেও দলীয় দফতর বিভাগ থেকে তাদের অবস্থানকে 'ডিজওউন' করা হয়। এসবের নেপথ্যেও শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশনা ছিল।

এ প্রসঙ্গে জামায়াতের উচ্চপর্যায়ের একজন দায়িত্বশীল বলেন, 'বিএনপি ও জামায়াত একমঞ্চে উঠবে, এমন কোনও প্রস্তাব বিএনপির পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি। চলমান যুগপৎ ধারায় যেভাবে চলছে, আগামী দিনেও এই পদ্ধতি অব্যাহত থাকবে। তবে বিএনপির নেতৃত্বের সঙ্গে জামায়াতের আগের চেয়ে যোগাযোগ, আস্থা বেড়েছে। সম্পর্কটা মাচমোর বেটার, সলিড।' নিজের নাম, দলীয় পরিচয় গোপন রাখার শর্তে এই নেতা আরও বলেন, 'বিএনপি ফিল করেছে জামায়াতকে ছাড়া আন্দোলন শক্তিশালী করা সম্ভব না, জামায়াতকে আন্দোলনে দরকার। এজন্য জামায়াতের সঙ্গে সম্পর্ক লুজ করা সঠিক নয়। সর্বোপরি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এখন বুঝতে পেরেছেনড়জামায়াতকে দূরে সরিয়ে রাখা কৌশলগত দিক থেকে সঠিক হয়নি। এখন যুগপৎ চলবে। একমঞ্চে না এলেও রিলেশন বেটার।' বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, ১২ মে থেকে মতবিনিময় শুরু হয়েছে। সেদিন ১২ দলীয় জোট ও এলডিপির সঙ্গে বৈঠক করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, সেলিমা রহমান ও মো. শাহজাহান। ১৩ মে (সোমবার) জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট, লেবার পার্টির সঙ্গে বৈঠক করেন তারা। গতকাল মঙ্গলবার বিকালে গণঅধিকার পরিষদ (নুরুল হক নুর) ও গণতান্ত্রিক বাম ঐক্যের সঙ্গে বৈঠক করবে বিএনপি। এতে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে, জানান শায়রুল কবির খান। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর রাজধানীতে গণমিছিল কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিএনপির নেতৃত্বে যুগপৎ আন্দোলন শুরু হয়। প্রথম দিনের কর্মসূচিতে জামায়াত অংশ নিলেও মালিবাগে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের পর দীর্ঘদিন যুগপৎ থেকে বিরত থাকে জামায়াত। এরপর ২০২৩ সালের অক্টোবরে উভয় দলের দুই অন্যতম শীর্ষ নেতার বৈঠকের পর ২৮ অক্টোবর বিএনপির পাশাপাশি মতিঝিল-আরামবাগ এলাকায় সমাবেশ করে জামায়াত। ২৮ অক্টোবর বিএনপিকে সমাবেশ করতে না দিলেও জামায়াতের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় নির্বিঘ্নে।

চলতি বছরের রমজানে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান একই ইফতারে অংশ নেন। ২৫ মার্চ অনুষ্ঠিত ১২ দলীয় জোটের ইফতারে জামায়াতের আমির তারেক রহমানের উদ্দেশে বলেন, 'আমাদের আন্দোলনের প্রধান নায়ক তারেক রহমানকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই। জাতিকে তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিবৃত্তিক ও সফলভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আন্দোলনে আমাদের পরাজয় হয়নি, যারা ভোট ছিনতাই করেছে তাদের পরাজয় হয়েছে।' এ সময় সহাস্য জবাব দেন তারেক রহমান, ইফতারের হলরুমজুড়ে ওঠে হাততালিও।

অপরিপক্ব লিচুতে সয়লাব বাজার

স্টাফ রিপোর্টার : আর একদিন পরেই শুরু হচ্ছে মধুমাস জ্যৈষ্ঠ। এই মাসে লিচুর মতো সুস্বাদু ফলে ভরে ওঠে বাজার। তবে এই রসালো ফলের মৌসুম এখনও পুরোপুরি শুরু হয়নি। সপ্তাহখানেক পরে বাজারে আসবে পরিপক্ব লিচু। তবে এরইমধ্যে রাজধানীর বাজারগুলো ছেয়ে গেছে টক-মিষ্টি স্বাদের অপরিপক্ব লিচুতে। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর ফার্মগেট ও কারওয়ান বাজার ঘুরে এই চিত্র দেখা যায়। সরেজমিনে দেখা যায়, ফার্মগেট ও কারওয়ান বাজারে বেশ কয়েকটি দোকানে সবুজাভ ও হালকা লাল রঙের লিচু পাওয়া যাচ্ছে। তবে পুরোপুরি মৌসুমে পাওয়া লিচুর তুলনায় এগুলোর আকার কিছুটা ছোট। মান ও আকারভেদে প্রতি ১০০ লিচুর দাম চাওয়া হচ্ছে ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা। অনেক ক্রেতাকেই এসব লিচু কিনতে দেখা গেছে। বিক্রেতাদের দাবি, এসব লিচু নাটোর, রাজশাহী, যশোর, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর থেকে আসে। তবে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বর্তমানে বাজারে পাওয়া বেশিরভাগ লিচুই আসছে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও ও গাজীপুরের কাপাসিয়া থেকে। এ ছাড়া মাদ্রাজি জাতের এসব লিচুর বেশিরভাগই এখনও পরিপক্ব হয়নি। এই কথা বিক্রেতারাও স্বীকার করেছেন। যে কারণে এসব লিচুর স্বাদও টক-মিষ্টি। এদিকে, বাজারে এখনও পরিপক্ব লিচু না উঠলেও অনেক ক্রেতাকে পরিবারের জন্য অপরিপক্ব লিচু কিনতে দেখা যায়। আবার লিচু পরিপক্ব না হওয়ায় অনেক ক্রেতাকে সেগুলো কেনা থেকে বিরত থাকতেও দেখা যায়। মো. খোকন সরদার নামের এক ক্রেতা বলেন, বছরের প্রথম লিচু উঠেছে। ঘরে ছোট মেয়ে আছে? তার জন্য বছরের প্রথম লিচু কিনলাম। কারওয়ান বাজারে ফল কিনতে আসা সয়ন চন্দ্র দাসকে লিচু কেনা থেকে বিরত থাকতে দেখা যায়। তিনি বলেন, আমার বাড়ি দিনাজপুর। চাকরির সুবাদে ঢাকায় থাকি। বাজারে এখন যেসব লিচু উঠছে সেগুলো পরিপক্ব নয়। ঝড়ে ডাল ভেঙে যেসব লিচু পড়েছে, সেগুলোই বাজারে এনে বিক্রি করা হচ্ছে। আবার অনেক মুনাফালোভী বিক্রেতা কাঁচা লিচু বাজারে নিয়ে আসছেন। এগুলোর স্বাদ মিষ্টি নয়। এসব লিচু খেলে পেট ব্যথা হতে পারে। তাই অন্য ফল কিনছি।

ট্রেনের ইঞ্জিনের সামনে বসে ভ্রমণ, নামার সময় কাটা পড়ে মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা পাগলা রেলস্টেশনে ট্রেনে কাটা পড়ে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তার নাম পরিচয় জানা যায়নি। আনুমানিক ৫০ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি ট্রেনটির ইঞ্জিনের সামনের অংশে বসে যাচ্ছিলেন বলে জানা গেছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন। তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা ইমরাজ আহসান নামে স্থানীয় এক যুবক জানান, ঢাকা থেকে একটি ট্রেন নারায়ণগঞ্জ যাচ্ছিল। সেই ট্রেনটির ইঞ্জিনের সামনের অংশে বসে ছিলেন ওই ব্যক্তি। ফতুল্লা পাগলা রেলস্টেশনে পৌঁছালে ট্রেন থেকে নামার চেষ্টা করেন তিনি। এতেই পড়ে গিয়ে ট্রেনের নিচে চলে যান। সঙ্গে সঙ্গে তার দুই পায়ের উপর দিয়ে উঠে যায় ট্রেনের চাকা। ইমরাজ আরও জানান, ট্রেনের নিচে পড়ে তার দুই পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। তবে আশপাশের কেউই তাকে ধরে হাসপাতালে নিচ্ছিল না। উপায়ন্ত না পেয়ে তিনি একাই ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসেন। তবে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরিক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষণা করেন। চিকিৎসকের বরাত দিয়ে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. বাচ্চু মিয়া জানান, স্থানীয় এক যুবক ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছেন। তার মাধ্যমে জানা গেছে, ট্রেনে কাটা পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশকে জানানো হয়েছে। তবে ধারণা করা হচ্ছে, ওই ব্যক্তি ভবঘুরে প্রকৃতির। তার মরদেহটি মর্গে রাখা হয়েছে।

বিদেশ নির্ভরতা কমাতে মানসম্মত উচ্চশিক্ষা জরুরি: ইউজিসি

স্টাফ রিপোর্টার : উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে বিদেশ নির্ভরতা কমাতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আলমগীর। স্বনির্ভরতা অর্জনে তিনি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম বা যুগোপযোগী শিক্ষা নিশ্চিতের আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও প্রমাণক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন তিনি। খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) সভাকক্ষে দিনব্যাপী এ কর্মশালার আয়োজন করে ইউজিসি। ইউজিসি এপিএ কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক আলমগীর বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশের রূপরেখা বাস্তবায়ন করতে হলে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিদেশ নির্ভরতা কমাতে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, দেশে অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কিন্তু এখনো তাদের পণ্যে বিদেশি প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনের মাধ্যমে শিল্প সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে। ইউজিসি সচিব ড. ফেরদৌস জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন কুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মিহির রঞ্জন হালদার। এ ছাড়া কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য দেন কুয়েটের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. সোবহান মিয়া। অনুষ্ঠানে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মাহবুবুর রহমান এপিএ বাস্তবায়নে নানান অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। কর্মশালায় খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবুল কাসেম চৌধুরী, কুয়েটের আইকিউএসির পরিচালক অধ্যাপক ড. নরোত্তম কুমার রায়, খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলের ৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এপিএর আহ্বায়ক।

সম্পাদকীয়

আবার বাড়ছে ডেঙ্গু
এখন থেকেই প্রস্তুতি দরকার

সচরাচর মে মাসের পর দেশে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বাড়তে দেখা গেলেও চলতি বছরের প্রথম চার মাসে দুই হাজারেরও বেশি ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। গত বছর ডেঙ্গুতে দেশে রেকর্ড সংখ্যক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এ বছর ডেঙ্গু পরিস্থিতি গত বছরের চেয়ে খারাপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কাজেই ডেঙ্গু মোকাবিলায় এখন থেকেই জোর তৎপরতা শুরু করতে হবে। এডিস মশার আচরণে পরিবর্তন এসেছে। এ মশা শুধু পরিষ্কার পানিতেই নয়, দূষিত পানি, এমনকি লোনা পানিতেও বেঁচে থাকতে সক্ষম। রাতের বেলায়ও মারাত্মক সংক্রমণ ঘটায় এরা। এডিস মশার আচরণ ও জীবনধারায় কী কী পরিবর্তন এসেছে, এ বিষয়ে গবেষণা আরও বাড়াতে হবে এবং মানুষকে সচেতন করার উদ্যোগ নিতে হবে। এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের কাজটি কঠিন। কাজেই মানুষ সচেতন ও দায়িত্বশীল না হলে ডেঙ্গু পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কা থেকেই যায়। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন, ডেঙ্গু পরবর্তী মহামারি হয়ে ওঠার আগেই মোকাবিলা করতে হবে। ডেঙ্গু সংক্রমণ বাড়লে মানুষের যাতে অসুবিধা না হয়, সেদিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন বলে জানিয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস, সংশ্লিষ্ট সবার সমন্বিত প্রচেষ্টায় ডেঙ্গু পরিস্থিতি সফলভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। গত বছর দেশে যখন ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল, তখন ডাব, পেঁপে, কমলা-এসব ফলের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে গিয়েছিল। এবার যেন এমনটি না হয়, সেদিকে কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। ডেঙ্গু রোগীর সাধারণ উপসর্গগুলোর সঙ্গে মানুষ পরিচিত হলেও গত বছর এ রোগে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধির একটি কারণ ছিল ডেঙ্গুর ধরনে পরিবর্তন। এ রোগের নতুন উপসর্গগুলোর সঙ্গে মানুষ পরিচিত নয়। বস্তুত গত বছর অসচেতনতার কারণে অনেক ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে। কাজেই কারও জ্বর হলে দেরি না করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। মানুষ সচেতন না হলে ডেঙ্গু পরিস্থিতি গত বছরের মতো ভয়াবহ আকার ধারণ করার আশঙ্কা রয়েছে। রোগটি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ার খবর নতুন নয়। জানা যায়, গাছের কোটরেও ডেঙ্গুর লার্ভা জন্ম নিচ্ছে। কাজেই এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া না হলে গ্রামাঞ্চলে ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এডিসের উৎপাত থাকবে বছরজুড়েই। কাজেই ডেঙ্গু থেকে সুরক্ষা পেতে সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিতে হবে। যেভাবেই হোক ডেঙ্গুর উৎস পুরোপুরি নির্মূল করতে হবে। এ বিষয়ে মানুষকে সচেতন হতে হবে।

পাসপোর্ট অফিসে থামছে না দালালের দৌরাত্ম্য

পাসপোর্ট করতে গেলে ভোগান্তির শেষ নেই। নিজে নিজে পাসপোর্ট করাটা খুবই কষ্টকর। পাসপোর্ট অফিসের আশপাশে দালালের অভাব নেই। জোঁকের মতো পিছে লেগেই থাকে। অফিসের কর্মকর্তারাও দালালের সঙ্গে জড়িত। যেখানে তথ্য ও প্রযুক্তিনির্ভর রাষ্ট্র হিসেবে দেশকে গড়ে তোলাই মূলত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের মূল উদ্দেশ্য। জনগণকে মুহূর্তের মধ্যে কোনরকম হয়রানি ছাড়া প্রয়োজনীয় সকল তথ্য নিমিষেই হাতের নাগালে দেওয়া। কিন্তু ডিজিটালাইজেশনের নামে কিছু সেমি-ডিজিটাল পদ্ধতি চালু থাকায় জনগণের সুবিধার চেয়ে বেশি পরিমাণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। বর্তমান সময়ে বিশ্ব যেখানে হাতের মুঠোয় সেখানে দেশের প্রতিটি নাগরিকের পাসপোর্ট থাকা অত্যাবশ্যকীয়। পাসপোর্ট করতে গিয়ে জনগণ যে হয়রানির শিকার হয় সেটা বলে শেষ করা যাবে না। বিশেষ করে জেলা শহরের পাসপোর্ট অফিসগুলোর অবস্থা খুবই নাজুক। অনেক সময় বাড়তি টাকা ছাড়া পাসপোর্ট মেলে না। একদিকে দালাল চক্রের অর্থবাণিজ্য, অন্যদিকে পাসপোর্ট অফিসের কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারীর অনিয়মের কারণে জিম্মি হয়ে পড়তে হয় পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের। দেশের অনেক আঞ্চলিক অফিসে যেন ঘুরছে ছকে বাঁধা ঘুষ-দুর্নীতির চরকি। এমনকি দালালদের দৌরাত্ম্য এতই বেপরোয়া যে, তারা নিজেরাই দিচ্ছেন পুলিশ ভেরিফিকেশন। কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত দালাল চক্র পাসপোর্ট করতে আসা লোকদের কাছ থেকে প্রতি মাসে কোটি টাকার বেশি হাতিয়ে নিচ্ছেন। প্রায় দুর্নীতির কথা সংবাদমাধ্যমে উঠে আসে। দুর্নীতি রোধে মাঝে মাঝে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা শোনা গেলেও কিছুদিন পরই দেখা যায় সবকিছু চলছে আগের মতোই। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ একদিকে কড়াকড়ি করলে আরেক দিকে খুলে যায় দুর্নীতির নতুন পথ। ফলে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন পাসপোর্ট সেবাগ্রহীতারা। র‍্যাব ও পুলিশ একাধিকবার অভিযান চালিয়ে দালালদের গ্রেপ্তার, পুলিশসহ সরকারি বিভিন্ন কর্মকর্তাদের নামপরিচয় ব্যবহার করে নকল সিল জব্দ করলেও বন্ধ হয় না তাদের দৌরাত্ম্য। প্রত্যেক দালালের আলাদা আলাদা কোড নম্বর রয়েছে। ফলে আবেদন জমা হলেই অফিস কর্মকর্তারা বুঝতে পারেন আবেদনটি কোন দালালের মাধ্যমে জমা হয়েছে। কৌশল করে দালালরা আবেদনকারীকে দিয়ে সরকারি ফি ব্যাংকে জমা করায়। দালালরা পুলিশ ভেরিফিকেশন বাবদ টাকা নেওয়ার কারণ খোঁজ করে জানা গেছে, তারা নিজেরাই পুলিশের সিল বানিয়ে স্বাক্ষর দিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে। পাসপোর্ট অফিস তা যাচাই করে না। যেখানে সমগ্র বিশ্বে পাসপোর্টপ্রাপ্তি নাগরিক অধিকারগুলোর অন্যতম। অথচ এ অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে অনিয়মের শিকার হচ্ছে আমাদের দেশের মানুষ। তাই সাধারণ মানুষ যাতে হয়রানি, ভোগান্তি ও দুর্নীতিমুক্তভাবে পাসপোর্ট পেতে পারে, সে জন্য প্রতিটি পাসপোর্ট অফিসে অভিযান পরিচালনা এবং নিয়মিত তদারকি প্রয়োজন। কোনো রকম হয়রানি ও ভোগান্তি ছাড়া পাসপোর্ট পেতে পারে, সেজন্য সরকার পাসপোর্ট অধিদপ্তরসহ এর সব আঞ্চলিক অফিস দুর্নীতিমুক্ত করার পদক্ষেপ নেবে- এটাই আমাদের কাম্য।

বিশেষ করে জেলা শহরের পাসপোর্ট অফিসগুলোর অবস্থা খুবই নাজুক। অনেক সময় বাড়তি টাকা ছাড়া পাসপোর্ট মেলে না। একদিকে দালাল চক্রের অর্থবাণিজ্য, অন্যদিকে পাসপোর্ট অফিসের কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারীর

অনিয়মের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স বাস্তবায়ন করুন

সারা দেশে সড়ক পথের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। সড়ক দুর্ঘটনার ঘটনা উন্নত বিশ্বের দেশগুলিতেও ঘটে। তবে আমাদের দেশে যেভাবে প্রতিদিন ঘটে এবং নিহত হয় ঠিক এত বেশি শোনা যায় না। সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু যেন বাংলাদেশের প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতার অংশ। দুর্ঘটনার পর বিভিন্ন অনিয়মের চিত্র উঠে এলেও সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে পারেনি সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো। পরিবহণ খাতে মেগা প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে, গড়ে উঠছে বড় বড় অবকাঠামো। তবে অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ অনুপাতে গণপরিবহণ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসেনি। উল্টো প্রতিবছর সড়কে প্রাণহানির সংখ্যা বেড়েই চলেছে। যদিও প্রাণহানির সংখ্যা নিয়ে সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলোর প্রতিবেদনেও ভিন্নতা রয়েছে। এবং দেশের সার্বিক অর্থনীতিতেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। আমাদের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিআরটিএ ও সড়ক পরিবহণ মন্ত্রণালয় রোড সেফটি ইউনিট তৈরি হলেও মূলত সড়ক দুর্ঘটনা রোধে কোনো গবেষণা কার্যক্রম নেই। নেই কোনো বাজেট বরাদ্দ। ফলে প্রতিবছরই সড়ক দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি বাড়ছে। ঈদসহ বিভিন্ন ছুটির মৌসুমে সড়কে মৃত্যুর মিছিল যেন বেড়ে যায়। প্রতি বছর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলেও কর্তাব্যক্তিরা যেন হাত গুটিয়ে বসে আছেন। আমরা মধ্যম আয়ের দেশ হতে চাই ও উন্নত দেশের তালিকায় নাম লেখাতে চাই অথচ আমাদের সড়ক পরিবহন এখনো তৃতীয় বিশ্বের। সড়কে যত্রতত্র যে প্রাণহানি হয় যুদ্ধরত অনেক দেশেও এত প্রাণহানি হয় না। বিভিন্ন খাতে আমরা অভূতপূর্ব উন্নয়ন করতে পারলেও স্বাধীনতার পর থেকেই অব্যবস্থাপনা ও সড়কে মৃত্যু যেন আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার নিত্যসঙ্গী। প্রধান উপার্জনকারীর বিদায়ে অনেক পরিবারকে পথে নামতে হচ্ছে। আবার পঙ্গুত্ব বরণ করা ব্যক্তিও পরিবার ও সমাজের জন্য বোঝা হিসেবে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এছাড়াও সড়কে প্রাণহানি আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদন বা জিডিপিতেও বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব রাখছে। দিনের পর দিন সড়কে প্রাণহানি চললেও অথচ মনে হয় দায়িত্ব নেয়ার কেউ নেই। নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতের সঙ্গে জড়িত যানবাহন, পরিবহন মালিক, চালক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশন (বিআরটিসি), ট্রাফিক পুলিশ ও জনগণ। নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতে এদের সবারই নিজ নিজ ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ভূমিকা প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। সড়কে আইনের শাসন বাস্তবায়নে বিভিন্ন দায়িত্বশীল সংস্থাকে কঠোর হতে হবে। অনিয়মের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়ন করতে পারলেই সড়ক দুর্ঘটনাও কমে আসবে। তাই সড়কে ফিটনেসবিহীন গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও আইনের প্রয়োগ নিশ্চিতে ট্রাফিক পুলিশ ও বিআরটিসিসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। সড়ক দুর্ঘটনা কমিয়ে আনতে সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল ভূমিকা প্রয়োজন। জাতিগত শক্তির নিদারুণ অপচয় রোধে সরকার যথাযথ পদক্ষেপ নেবে এ কামনা করছি।

তাপমাত্রা পাপমাত্রা ও এসি ফ্যান হাতপাখা

প্রফেসর ড. মো. ফখরুল ইসলাম

এশিয়াজুড়ে এবার উচ্চ তাপমাত্রার প্রভাব লক্ষণীয়। বাংলাদেশের উচ্চতাপমাত্রা যেমন নজর কেড়েছে তেমনি প্রাণ ওষ্ঠাগত করে বিপদে ফেলেছে মানুষকে। কেউ কেউ মজা বা উপহাস বলে বলে বেড়াচ্ছে, মানুষের পাপ কাজের মাত্রা বেড়েছে। পাপ কাজকে কেউ এখন আর তেমন ঘৃণা করে না, ভয়ও পায় না। কারণ এদেশের মানুষ সিংহভাগই ধর্মপ্রাণ। এদেশের মতো এত বেশি মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা পৃথিবীর আর কোনো দেশে আছে বলে মনে হয় না। মানুষ পাপ কাজ করে আর ধর্মীয় উপাসনা করে প্লাস-মাইনাস থিওরিতে মনের ভারসাম্য এনে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। মানুষ নিজেদের আরাম আয়েশের জন্য প্রকৃতির ওপর নির্বিচারে নিষ্ঠুরতা চালিয়ে উল্লাসে মেতে উঠেছে। উন্নয়নের নামে প্রকৃতির সবুজ গায়ের চামড়া তুলে কালো পশমী চাদর ও জামা পরিয়ে দিয়েছে। গরমের মৌসুমে মানুষ বা কোন প্রাণী কি কালো পশমী কোট পায়ে দিয়ে থাকতে পারে? আধুনিকতার নামে শহরের ব্যাপ্তি ঘটছে প্রতিটি দেশে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির নামে গোটা পৃথিবীর বুকজুড়ে কংক্রিট ও কালো পিচের ঢালাই এঁকে দেওয়া হয়েছে। ক্ষমতার লোভে যুদ্ধের দামামা চালিয়ে সাইরেন বাজিয়ে বোমা-বারুদ ফাটিয়ে পৃথিবীর শান্ত সুন্দর পরিবেশ ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। আরাম আয়েশের জন্য এসি, কুলিংফ্যান, ফ্রিজ নামক কীট মানুষের গাড়ি, বাড়ি, অফিস, আদালত, রিসোর্ট প্রভৃতিতে খামচে বসে অনর্গল উচ্চ তাপমাত্রা ও বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে দিয়ে উপহাস করছে। কার্বন কমানোর নামে সেমিনার, কনফারেন্স, কনভেনশন করতে গিয়ে বেটো দিয়ে ওয়াক আউট করে চলে যাচ্ছে স্বার্থের সংঘাতের কারণে। মারণাস্ত্র বিক্রি করে যাদের জাতীয় ও বার্ষিক আর্থিক বাজেট নিরুপণ করা হয় তারা এ ব্যাপারে শুধু ভণিতা ছাড়া আর কি করতে পারে? তাই পাপমাত্রা শুধু ধর্মপ্রাণ মানুষকে কেন্দ্র করে প্রার্থনার ওপর নির্ণীত করাটা বড় ভুল হবে। পাপের মাত্রাটা নির্ভর করছে বড় বড় অর্থনীতির বড় বড় মেগা কর্মকাণ্ডের ফলে প্রকৃতির ওপর ব্যাপক হারে নিষ্ঠুরতা চালানোর মধ্যে। আসলে যুদ্ধের উন্মাদনায় পড়ে বৈশ্বিক উষ্ণতা কেউই তেমন পাত্তা দিচ্ছেন না। কিছুদিন আগে বলা হতো- পৃথিবী আর দেড় বছরের মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ হারাবে। হঠাৎ করে এখন বলা হচ্ছে, দেড় বছর নয় আর মাত্র দেড় মাসের মধ্যে পৃথিবীর ভাগ্য জানা যাবে (বিবিসি)। কারণ, আর মাত্র দেড় মাসের মধ্যে যে বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন হতে যাচ্ছে সেখানে বড় বড় কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলোর ভূমিকা কি হবে তা দেখার মতো বিষয়। সেখানে নির্ধারিত হবে কার্বন নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন নীতিমালা। রাশিয়া গ্যাস সরবরাহে ইউরোপের ওপর থেকে অবরোধ তুলে না নেওয়ায় গোটা ইউরোপে কাঠ ও কয়লার ব্যবহার বেড়েছে। তাই ইউরোপে অতি বেশি কার্বন নির্গমন হতেই আছে। এটা আরও কতদিন বা বছর কলবৎ থাকবে তা বোঝা মুশকিল। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ চলাবস্থায় ইসরায়েল-ফিলিস্তিন যুদ্ধ চলছে। ইরান, লেবাননসহ গোটা মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তি। সবার সামরিক উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে এবং দ্রব্যমূল্য আরও নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ছে। বিশ্ববাণিজ্য ও জরুরি খাদ্য এবং ওষুধ সরবরাহ আরও বেশি সঙ্কুচিত হয়ে পড়লে বিশ্বমন্দা নিয়ে মানুষ আরও বেশি হতাশ হবে। তখন ধনী দেশগুলো কার্বন নিঃসরণের জন্য কোনোরূপ অর্থ ব্যয় করতে মোটেও রাজি হবে না। ফলে গোটা বিশ্ব অচিরেই একটি চরম ক্রান্তিকালের মুখোমুখি এসে উপনীত হয়েছে। সেখান থেকে অচিরেই কোনো মুক্তি পাওয়ার আশা করা বৃথা। এত গেলো ইউরোপের ধনী দেশগুলোর কথা। করোনা, রাশিয়া-ইউক্রেন সংকট, বন্যা, দাবানল, ডেঙ্গু, মরুর দেশ আমিরাত ও ওমানে আকস্মিক অতিবৃষ্টি ও ফ্লাশফ্লাড ইত্যাদি নিয়ে গোটা পৃথিবীতে কঠিন অর্থনৈতিক আঘাত লেগে গেছে। বড় আঘাতে ইতোমধ্যে আফ্রিকা ও এশিয়ার ছোট ছোট ১৬টি দেশ নাস্তানাবুদ হয়ে পড়েছে। দেশে দেশে জ্বালানি সংকট ও উচ্চদ্রব্যমূল্য চোখে পড়ার মতো অবস্থায় জানান দিচ্ছে সামনের ভয়াবহ আশঙ্কার কথা। আমাদের দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ১৬ হাজার মেগাওয়াট সক্ষমতার মাত্রা সফলভাবে প্রচারিত হলেও সাম্প্রতিক ভয়াবহ তাপপ্রবাহ ও জরুরি এলার্টের ফলে মানুষ ঘরে বসে দিনাতিপাত করতে বাধ্য হচ্ছে। এসময় বিদ্যুতের চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায় ঘন ঘন লোডশেডিং মানুষকে জানান দিচ্ছে- এটাই যথেষ্ট নয়। এখন ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার সংখ্যা কত কোটি তা কারও জানা নেই। অটোর চার্জ, সেচ মেশিনের অতি ব্যবহার ও অতি গরমে গ্রামের মানুষও দেশীয় তৈরি সস্তা এসি কিনে ঘরে ঘরে লাগাচ্ছে। তাই বিদ্যুতের সংকট আরও বেশি ঘনীভূত হচ্ছে। এপ্রিল শেষ হলো তেমন কোনো বরিষণের দেখা নেই। আবাদি জমি ফেটে চৌচির। সেচ দেওয়ার উপায় নেই। কারণ, পানির স্তর নিচে নেমে গেছে। সাথে চরম অভাব লেগেছে বিদ্যুৎ সরবরাহে। আমি একজন আশাবাদী মানুষ। চিরকাল আশা ও ভরসার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর সব হতাশা জয় করে মানুষ বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা খুঁজে পাক সেই চেষ্টা করি। এখনো করছি এবং ভবিষ্যতে সেটা করেই যাব। কিন্তু মানুষের কাজের গতি বন্ধ হলেই তো সম্ভাব্য বিপদের হাতছানি চলে আসে। মানুষের দেহে যেমন রক্তপ্রবাহ সঠিক থাকা জরুরি তেমনি একটি দেশের সারাদেহে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎপ্রবাহ থাকাটা খুব জরুরি। সমস্যাটা এখানেই অনুভব করছি। পড়াশোনা ও গবেষণার জন্য দীর্ঘদিন জাপানে ছিলাম। প্রথমদিকে দেশ থেকে জাপানে গিয়ে মনে হতো সেখানে কি রাত হয় না? রাতের রাস্তায় কারও ঘুম নেই। সেটা গাড়ি, ট্রেন বা মানুষের। কোনো শব্দ নেই শুধু আলো আর আলো। সবাই শিফট বদল করে নিজের কাজ করেই যাচ্ছে। ওর মধ্যেই বিরাম, বিশ্রাম চলছে। কেউ কাউকে কোনোভাবেই ডিস্ট্রার্ব করছে না। ওরা তো গ্যাস, তেল সবই কিনে আনে। নিজের কিছুই নেই। তবুও ওদের অভাব নেই। ও হ্যাঁ, এখনো ঢাকার চেয়ে টোকিও বা পাশের শহরতলির নির্মাণ খরচ এবং জমির দাম অনেক কম। ওদের তো বিদ্যুৎ রেশনিং করতে হয় না। ওখানে এক মিনিট কেন, এক সেকেন্ডের জন্য বিদ্যুৎ কোথাও চলে যায় না। কারণ ওরা খুব সৎ ও কর্মঠ। ওরা মুখে প্যাঁচ প্যাঁচ করে বাহুল্য কথা বলে না। কথায় ও কাজে সততা প্রমাণ করে দেখায়। আমরা চোরের খনিতে বাস করি। এটা নতুন কথা নয়। রেন্টাল বিদ্যুতের প্রভাবে টাইকুনরা এই চরম বিপদের সময় চুপ করে আছেন কেন?

এপ্রিল শেষ হলো তেমন কোনো বরিষণের দেখা নেই। আবাদী জমি ফেটে চৌচির। সেচ দেওয়ার উপায় নেই। কারণ, পানির স্তর নিচে নেমে গেছে। সাথে চরম অভাব লেগেছে বিদ্যুৎ সরবরাহে। গত বছর প্রথম দেশে জানা গেছে লোডশেডিংয়ের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করার কথা। সেটা সরকারিভাবে রাখঢাক না করে সময়সূচি ধরে ঘোষণা করা হয়েছে। সেই ঘোষণা অনুযায়ী লোডশেডিংয়ের ক্ষেত্রে নিয়ম মানা হচ্ছে না বলে সারাদেশের জনগণ অভিযোগ করে চলেছেন। চাহিদা অনুযায়ী দূরে থাক্, এমনিতেই তো বিদ্যুৎ থাকে না। চাহিদা মতো ভোক্তাকে বিদ্যুৎ দিতে না পারলে তো ক্ষমা চাইতে হয়। এটা আমাদের কৃষ্টিতে নেই অথচ ক্ষমা চাওয়াটাই ভালো উপায়। তা না করে লোডশেডিংয়ের অনিয়ম কথাটা শুনতে ও বুঝতে গিয়ে অনেকে আরও বেশি কষ্ট পাচ্ছেন, হতাশ হয়ে পড়ছেন। এবছর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইনে ক্লাস করার কথা বলা হয়েছে।

কিন্তু প্রাইমারি স্কুল খোলা। দেশে এসি সম্বলিত ক্লাসরুম কয়টি বিদ্যালয়ে আছে? এই ভয়াবহ গরমে সবার আগে কোমলমতি শিশুদের জন্য স্কুল বন্ধ করা প্রয়োজন ছিল। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সবাই হলে থাকে না। ফলে অনলাইনের খরচের কারণে শিক্ষার্থীরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে সংকটে পড়ে অনুপস্থিত থাকছে। এগুলোই আমাদের দেশের সেবাদানকারীদের সাথে উন্নত কোনো দেশের সেবাদানকারীদের তফাৎ। কেউ কি সেটা বুকে হাত দিয়ে অস্বীকার করতে পারবেন? জোড়াতালি দেওয়া জীবনে আমাদের সবাইকে কেন বিদ্যুৎ নিয়ে কষ্টে থাকতে হবে? অভিজাত এলাকা ও বস্তি বা দুর্গম গ্রামীণ এলাকায় বাস করা সবাই তো রক্তমাংসের মানুষ। তাদের কারও শরীরে কি ঠান্ডা ও গরমের মধ্যে অনুভূতির কি কোনো পার্থক্য আছে? লোডশেডিংয়ের জন্য যাদের চারতলার চৌবাচ্চায় কৃত্রিম পানি তুলে শিং-মাগুর মাছের প্রজেক্ট আর চলছে না, যাদের ছাদবাগানের গাছগুলো পানির অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে তাদের কথা আলাদা করে ভাবার অবকাশ নেই। রাজধানীর কোন কোন রাস্তায় সিটি করপোরেশনের কতটি গাড়ি পানি ছিটাচ্ছে বস্তি এলাকার কলসি কাঁখে খাবার পনি সংগ্রহ করতে যাওয়া দরিদ্র মানুষগুলোর কাছে সেটাও খুব বাহুল্য বা কৌতুক মনে হচ্ছে। যাদের প্রিয় ছেলের কিনে দেওয়া এসিটাও চালানো যাচ্ছে না, আইপিএসে চার্জ না হওয়ায় সিলিং ফ্যানও ঘুরছে না তাদের জন্য সবকিছু হতাশার মধ্যে নিপতিত হলেও তালের হাতপাখা দুটো কিন্তু চালানো যাবে। কারণ, আমি আশাবাদী মানুষ। শহর দুবাইয়ে হঠাৎ তীব্র বন্যার মাত্রা ওদের অধিবাসীদের পাপমাত্রার কারণে ঘটেছে তা বলা মুশকিল। কারণ সেখানে শত শত ভিন্নধর্মাবলম্বী লোকের বাস। কিন্তু আমাদের দেশের ওপর কি হলো? বিপদ বার বার আসে এজন্য বিকল্প উপায় খুঁজে বের করতেই হবে। এজন্য আগাম বড় পরিকল্পনা এখনই গুরুত্ব দিয়ে ভাবা উচিত। লেখক: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের প্রফেসর ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডিন।

ব্যাংক একীভূতকরণের অযৌক্তিকতা দৃশ্যমান নয় কি?

ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী

অতিসম্প্রতি দুর্বল ব্যাংকগুলোকে ভালো ব্যাংকের সঙ্গে একীভূতকরণ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংকের হঠাৎ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে নতুন করে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নির্মিত হয়েছে। বিজ্ঞজনদের প্রায় সকলেই ব্যাংক একীভূতকরণে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছিলেন। বিভিন্ন লেখালেখি-বক্তব্য প্রদানে তাদের মতামতের বিরুদ্ধেই ছিল। গ্রাহক হয়রানির ভয়ংকর আশঙ্কা প্রতিফলিত হয়েছিল প্রায় প্রতিটি বার্তায়। অর্থনীতিবিদরা এই প্রক্রিয়াকে 'ফোর্সড ম্যারেজ' বলে উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা অনুসারে খারাপ ব্যাংকের পরিচালকরা ব্যাংক একীভূত হওয়ার পাঁচ বছর পর পুনরায় পরিচালক হতে পারার এই বিধানের সমালোচনা করেন তারা। এছাড়াও আর্থিক খাত সংশ্লিষ্টরা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছাঁটাই করার আশঙ্কাসহ বিভিন্ন অনিশ্চয়তা থাকায় এই প্রক্রিয়া কতটা ফলপ্রসূ হবে তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। নীতিমালায় স্বেচ্ছায় ব্যাংক একীভূত হওয়ার কথা থাকলেও; বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তা না মানার অভিযোগ উত্থাপিত। বিশ্লেষকদের মতে, ব্যাংক খাতে সুশাসন ফেরাতে ও খেলাপি ঋণ কমিয়ে আনতে পথনকশা দেওয়ার পর ব্যাংক একীভূত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিছুটা সবল ব্যাংকের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে দুর্বল ব্যাংকের বোঝা। ইতোমধ্যে সরকারি-বেসরকারি ১০টি ব্যাংককে একীভূত করার প্রক্রিয়া শুরু হলেও; আপাতত আর কোনো ব্যাংককে একীভূত না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। প্রাসঙ্গিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র গণমাধ্যমে বলেন, 'এই পাঁচ ব্যাংকের বাইরে এখন নতুন করে আর কোনো ব্যাংককে স্বেচ্ছায় একীভূতকরণ করা হবে না। কারণ এ বিষয়ে আমাদেরও কতটা সক্ষমতা আছে, এটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি ব্যাংক নিরীক্ষা করতে তিনটি নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান লাগবে। দেশে ভালো নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব আছে। এই পাঁচ ব্যাংক থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে সামনের দিনে আরও ব্যাংক একীভূত করার সিদ্ধান্ত আসতে পারে।' তিনি আরও বলেন, 'ব্যাংক একীভূত করতে অনেক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। অডিটর নিয়োগ, সম্পদ ও দায় ঠিক করা, শেয়ার দর ঠিক করা, শেয়ার অংশ নির্ধারণও আইনি প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এতে সময় লাগবে। এই পাঁচ প্রস্তাব বাস্তবায়ন করে আমরা (বাংলাদেশ ব্যাংক) অভিজ্ঞতা নেব। অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন আছে।' যদিও সংস্থাটির অপর কর্মকর্তার দাবি, দেশে দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত ব্যাংকগুলোর মালিকদের অধিকাংশই প্রভাবশালী। একীভূতকরণ প্রক্রিয়া তাদের চাপেও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। জনশ্রুতি মতে, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর ভিত গ্রাহকদের আমানত তোলার হিড়িকসহ নানামুখী প্রভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক শেষ পর্যন্ত একীভূতকরণ থেকে সরে এসেছে। বিভিন্ন গণমাধ্যমের অনুসন্ধান প্রতিবেদনে অনেক ব্যাংকের গ্রাহকদের আমানত ব্যাপকভাবে তুলে নেওয়ার সংবাদ পরিবেশিত। ১৮ মার্চ ২০২৪ দুটি ব্যাংকের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে একীভূতকরণের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর নিরাপত্তা-আস্থার অভাবে গ্রাহকদের ব্যাংক দুটি থেকে টাকা তোলার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে সিটি ব্যাংকের সঙ্গে বেসিক ব্যাংকের একীভূতকরণের সংবাদ গণমাধ্যমে প্রচারিত হওয়ার পর থেকেই বেসিক ব্যাংকের বড় বড় আমানতকারী আমানত তুলে নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে চিঠি দিয়েছে।

ব্যাংকটির ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, 'আমাদের বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে যে মার্জার সিদ্ধান্তের ফলে গ্রাহকরা ডিপোজিট তুলে নেওয়া শুরু করেছে। এতে আমাদের তারল্য সংকট তৈরি হয়েছে। আমরা সার্বিক এই ক্ষতির বিষয়টি আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরব।' একইভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত হতে চলা অপর রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (বিডিবিএল) এবং কৃষি ব্যাংকের সঙ্গে মার্জ হতে যাওয়া রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকেও গ্রাহকদের আমানত তুলে নেওয়ার চিত্র দৃশ্যমান। সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের কর্মকর্তাদের মতে, হঠাৎ গ্রাহকদের এভাবে আমানত তুলে নেওয়ার প্রবণতা অব্যাহত থাকলে সংকট আরও বাড়বে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালকের ভাষ্য, 'তুলনামূলক ভালো ব্যাংকের সঙ্গে দুর্বল ব্যাংক একীভূতকরণ নিয়ে সাধারণ আমানতকারীসহ অনেক ব্যাংকের পরিচালকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। কারণ, ভালো ব্যাংক যেগুলো আছে, সেগুলো তো নিয়মকানুন মেনে, কমপ্লায়েন্স মেনে, নানা ধরনের প্রতিকূলতা পার করে ভালো হয়েছে। ফলে, তারা কেন একটি দুর্বল ব্যাংকের দায়িত্ব নেবে?' পক্ষান্তরে ব্যাংক একীভূতকরণ প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিক শুরু হলেও দুর্বল ব্যাংকগুলোর বিপুল পরিমাণ মন্দ ঋণ বা খারাপ সম্পদের সমন্বয় প্রক্রিয়া এখনো অস্পষ্ট। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, এ ক্ষেত্রে দ্রুততার সময়ের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ নিতে না পারলে দুর্বল ব্যাংকগুলোর মন্দ ঋণের চাপে ভালো ব্যাংকও নুয়ে পড়তে পারে। চলতি বছরের মার্চ মাসে পদ্মা ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত হওয়ার ঘোষণা দেয় এক্সিম ব্যাংক। তুলনামূলকভাবে এক্সিম ব্যাংক ভালো হলেও অনিয়ম-ঋণ কেলেঙ্কারি ও সুশাসনের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পদ্মা ব্যাংক। গণমাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে দেখা যায়, ২০২৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পদ্মা ব্যাংকের মোট বিতরণ করা ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৫৪ কোটি টাকা। এরই মধ্যে খেলাপি ঋণ ১ হাজার ৮৮০ কোটি টাকা। যা মোট ঋণের ৪৬ দশমিক ৩৯ শতাংশ। এছাড়াও ব্যাংকটির বিতরণকৃত ঋণের বড় অংশ অবলোপন খাতায় যুক্ত আছে। ঋণের মধ্যে আদায় অযোগ্য হয়ে পড়েছে ১ হাজার ৮৬৩ কোটি টাকা। সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যাংকটির মূলধন ঘাটতি ৬০৭ কোটি টাকা। অন্যদিকে এক্সিম ব্যাংকের বিতরণ করা ৪৬ হাজার ৯৩৭ কোটি টাকা ঋণের বিপরীতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১ হাজার ৬২৯ কোটি টাকা। যা মোট ঋণের ৩ দশমিক ৪৭ শতাংশ। ব্যাংকটির আদায় অযোগ্য ঋণ ১ হাজার ২৯৭ কোটি টাকা। ব্যাংকটির কোনো মূলধন ঘাটতি নেই। উভয় ব্যাংকেরই অধিক পরিমাণ ঋণ অবলোপন করা হয়েছে। এই অবস্থায় ব্যাংক দুটি একীভূত হওয়ার পর এক্সিম ব্যাংকের খেলাপির হার দাঁড়াবে মোট ঋণের ৬ দশমিক ৪৪ শতাংশ। যদিও আন্তর্জাতিক মানদ-অনুযায়ী ব্যাংকের খেলাপি থাকতে হবে ৫ শতাংশের নিচে। বিজ্ঞজনের মতে, জোর করে একটা ব্যাংককে অন্য একটা ব্যাংকের সঙ্গে মার্জ করে দিলে তো ব্যাংক খাতের মূল সমস্যার সমাধান হবে না। খেলাপি ঋণে জর্জরিত পদ্মা ব্যাংককে এক্সিম ব্যাংকের সঙ্গে মার্জ করা হচ্ছে। যেসব পরিচালকের কারণে পদ্মা ব্যাংকের আজকের এ পরিণতি তাদের কোনো শাস্তির আওতায় আনা হচ্ছে না। প্রয়োজনীয় উদ্যোগ না নিয়ে এবং আন্তর্জাতিক রীতিনীতি না মেনে বাংলাদেশ ব্যাংক জোরপূর্বক তড়িঘড়ি করে মার্জ করে দিচ্ছে। এতে আমানতকারীরা আতঙ্কিত হয়ে তাদের আমানত তুলে নিচ্ছেন। পুরো ব্যাংক খাতে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। সচেতন মহলসহ দেশের আপামর জনগণ সম্যক অবগত আছেন, ৩১ জানুয়ারি ২০২৪ ব্যাংকসমূহের শীর্ষ নির্বাহীদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে দুর্বল ব্যাংক একীভূত করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়। এ জন্য ভালো ও দুর্বল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরুরও পরামর্শ দিয়েছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর। ৪ মার্চ ব্যাংক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিএবির প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকেও তিনি একই ধরনের নির্দেশনা দেন। উক্ত বৈঠকে তিনি চলতি বছরের মধ্যে ৭ থেকে ১০টি দুর্বল ব্যাংকে ভালো ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত করা হতে পারে বলে মন্তব্য করেন। একই মাসে বেসরকারি ব্যাংক এক্সিম ও পদ্মা ব্যাংকের পর ৩ এপ্রিল সরকারি খাতের রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সঙ্গে এবং বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে সোনালী ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত করার সিদ্ধান্ত হয়। পরবর্তীতে ৮ এপ্রিল সিটি ব্যাংকের সঙ্গে সমস্যাগ্রস্ত বেসিক ব্যাংকের ও ৯ এপ্রিল শুরু হয় ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের সঙ্গে ন্যাশনাল ব্যাংকে একীভূত করার প্রক্রিয়া। সিদ্ধান্তটি এখনো কার্যকর হয়নি এবং একীভূত না হওয়ার বিষয়টি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত। অতিসম্প্রতি অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ব্যাংক একীভূতকরণ প্রসঙ্গে বলেন, 'ব্যাংক একীভূত করা সব দেশেই হয়। জোর করে ব্যাংক একীভূত করা যাবে না। দুই পক্ষের সম্মতিতে এটা করতে হবে। কিন্তু খারাপ ব্যাংক ভালো করার এটাই একমাত্র উপায় না। এর বিকল্প আছে। এখন যাদের ভালো ব্যাংক বলা হচ্ছে, এমন চারটি ব্যাংকে বাংলাদেশ ব্যাংকই একসময় তদারকি করে ভালো করেছে। একমাত্র সরকারি ব্যাংক হিসেবে বেসিক ব্যাংক একসময় সরকারকে মুনাফা দিয়েছিল। প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল উদ্যোক্তা তৈরি করা। ধীরে ধীরে ব্যাংকটি খারাপ করে ফেলা হয়েছে। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক সৃষ্টি করা হয়েছিল উত্তর বাংলার কৃষিকে জোরদার করার জন্য। এখন এক করা হলে উত্তর বাংলার কৃষি বেকায়দায় পড়তে পারে। বিডিবিএলকে একীভূত করা ঠিক হবে না। প্রকল্প ঋণ দেওয়ার জন্য ব্যাংকটির প্রয়োজন আছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এটা ভেবে দেখতে পারে।' সার্বিক পর্যালোচনায় এটি সুস্পষ্ট যে, কোনো ধরনের নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং গভীর যাচাই-বাছাই ছাড়া দুর্বল ব্যাংকসমূহকে ভালো করার সুযোগ-সময় বেঁধে না দিয়ে দ্রুততার সময়ের মধ্যে একীভূতকরণ প্রক্রিয়া মোটেও বোধগম্য নয়। গ্রাহক হয়রানির সঙ্গে ব্যাপক গণরোষ সৃষ্টির বিষয়টিও আমলে নেওয়া দরকার। মোদ্দাকথা দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা করার ক্ষেত্রে কোনোভাবেই জনদুর্ভোগকে মেনে নেওয়া যায় না। বরং জনকল্যাণে সমুদয় ব্যাংকিং খাত যথার্থ ভূমিকায় অবতীর্ণ হোক- এটুকুই দেশবাসীর প্রত্যাশা

লেখক : শিক্ষাবিদ, সাবেক উপাচার্য
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ডায়াবেটিস রোগের আশীর্বাদ ইন্সুলিনের শতবর্ষ

দলেওয়ার হোসেন

পানির অপর নাম জীবন। এ কথা যেমন সত্য, তেমনি ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসায় ইন্সুলিন জীবন রক্ষায় একটি অপরিহার্য মহৌষধ। এটি আবিষ্কার হয়েছিল আজ থেকে শত বছর আগে ১৯২১ সালে। গোটা বিশ্বে অন্যান্য রোগবালাই মানুষকে যেভাবে গ্রাস করেছে, তার মধ্যে নীরব মরণব্যাধি ডায়াবেটিসের সংক্রমণ বা আক্রমণ বর্তমানে এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে বলা হচ্ছে, বিশ্বে আজ প্রতি দুইজনের মধ্যে একজন ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত। ঘাতক ব্যাধি ডায়াবেটিস এখন এক মহামারির অপর নাম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই রোগাক্রান্তের হিসাবটা দাঁড়ায়- ২০২১ সালে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্ক রোগীর সংখ্যা ছিল ৫৩৭ মিলিয়ন। এই হিসাবে প্রতি দশজনের মধ্যে একজন আক্রান্ত। ২০২৩ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৪৩ মিলিয়ন। ২০৪৫ সালে এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ৭৮৩ মিলিয়ন। ডায়াগনোসিস ছাড়া আছেন ২৪০ মিলিয়ন, যার অধিকাংশই টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। এ পর্যায়ের ঝুঁকিতে রয়েছেন ৫৪১ মিলিয়ন রোগী। অপরদিকে বলা হয়েছে, নিম্ন এবং মধ্য আয়ের দেশে প্রতি ৪ জনের মধ্যে ৩ জনই ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। শিশু এবং কিশোর রোগীর সংখ্যা ১.২ মিলিয়ন। ২০২১ সালে এই রোগে মারা গেছে ৬.৭ মিলিয়ন রোগী। এ বছর এই রোগের পেছনে ব্যয় হয়েছে ৯৬৬ বিলিয়ন ডলার। প্রতি ৬ জন শিশুর ১ জন জন্মের সময় এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে রক্তে উচ্চমাত্রার গ্লুকোজ নিয়ে। তাদের সংখ্যা ২১ মিলিয়ন। এই পরিসংখ্যান থেকে আঁচ করা যায় যে, কতটা ভয়াবহ অবস্থায় দ্রুত ঘটছে এর প্রাদুর্ভাব মহামারিরূপে। সেই মহামারিকে মোকাবিলা করে আসছে মানব কল্যাণে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার- ইন্সুলিন। এই মহৌষধটি ১৯২১ সালে আবিষ্কার করেন কানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার ফ্রেডারিক জি বেন্টিং, চার্লস এইচ বেস্ট এবং জে আর ম্যাকলেওড। পরে এর পরিশীলন ঘটে জেমস বি কলিপের হাতে। মানব ইতিহাসের এই যুগান্তকারী আবিষ্কার বিশ্বের লাখো কোটি মানুষের জীবন রক্ষায় এক মাইলফলক হিসাবে আবির্ভূত হয়। তারপর থেকে আজ অবধি ডায়াবেটিস রোগের ওপর নিরলস গবেষণা ও চিকিৎসায় প্রতিনিয়ত আশীর্বাদ হয়ে আসছে পরিবর্তিত ও পরিশীলিত উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা, পদ্ধতি এবং নতুন ওষুধপত্র। সে বছর গবেষণারত সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা দেখতে পান- মানবদেহে প্যানক্রিয়াসে বিদ্যমান আইসলেট নামের যে কোষগুচ্ছ থেকে শরীরে প্রয়োজনীয় ইন্সুলিন উৎপাদন প্রক্রিয়াটি সচল থাকে, তা টাইপ-১ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হলে অচল হয়ে পড়ে। এই ব্যবস্থাটিকে সচল করে ইন্সুলিন উৎপাদনে সক্ষম করার কাজে আপ্রাণ চেষ্টা করেও সফলকাম হতে পারেননি গবেষকরা। প্রথমে সার্জন বেন্টিং এককভাবে উদ্যোগ নিয়ে সফলকাম হতে না পেরে ১৯২০ সালের ৭ নভেম্বর টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে গবেষক জন ম্যাকলেওডকে সঙ্গে নিয়ে আবারও গবেষণায় ব্যাপৃত হন। সেখানে গবেষণাগারে যোগ দেন গবেষক শিক্ষার্থী চার্লস বেস্ট। ১৭ মে, ১৯২১ সালে বেন্টিং, বেস্ট এবং ম্যাকলেওড- তিনজন সম্মিলিতভাবে গবেষণার কাজ শুরু করেন। তারা একটি কুকুরের দেহ থেকে প্যানক্রিয়াস (অগ্ন্যাশয়) অপসারণের মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করেন ইন্সুলিন উৎপাদনের উৎস সরিয়ে নেওয়ার ফলে ব্লাড সুগারের পরিমাণ অনিয়ন্ত্রিত এবং অত্যধিক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। অপরদিকে ইন্সুলিন উৎপাদনে অক্ষম প্যানক্রিয়াস থেকে সংগৃহিত ইন্সুলিন নির্যাসের কার্যকারিতা কতটুকু, তার সুফল পান একটি কুকুরের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে। ১৯২১ সালের ১০ নভেম্বর তারা সফলতার মুখ দেখেন। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত একটি কুকুরের দেহে ৭০ দিন এই পদ্ধতি প্রয়োগ করার পর সাফল্য আসে হাতের মুঠোয়। ইন্সুলিনকে মানবদেহে ব্যবহারের জন্য আরও পরিশুদ্ধ পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার লক্ষ্যে ১৯২১ সালের ১২ ডিসেম্বর গবেষকদের দলে যোগ দেন বায়োকেমিস্ট জেমস কলিপ। তখন গবাদিপশুর প্যানক্রিয়াস থেকে উৎপাদিত ইন্সুলিন নিয়েই এই পরিশীলনের কাজ করা হয়। মানবদেহে প্রথম ইন্সুলিন রক্তে উচ্চমাত্রার সুগারের কারণে সংকটাপন্ন জীবনের মুখোমুখি ১৪ বছর বয়সী লিওনার্ড থম্পসনের দেহে ১৯২২ সালের ১১ জানুয়ারি প্রথম ইন্সুলিন প্রয়োগ করা হয়। এরপর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লিওনার্ডের শরীরে ব্লাড সুগারের পরিমাণ বিস্ময়কভাবে নিয়ন্ত্রণে চলে এলেও ইঞ্জেকশনে ইন্সুলিন পুশ করার স্থানে ফোঁড়া এবং কীটনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। কলিপের নিরলস গবেষণা অব্যাহত থাকে। ১৯২২ সালের ২৩ জানুয়ারি লিওনার্ডকে দ্বিতীয়বার আরও পরিশুদ্ধ ইন্সুলিন দেওয়া হয় ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে। এবারের প্রচেষ্টা শতভাগ সফল প্রমাণিত হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে যুক্ত হয় এক অসাধারণ অধ্যায়। রোগীর ব্লাড সুগারের মাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি দাঁড়ায় এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্ত থাকে। এই আবিষ্কারের ফলে টাইপ-১ ডায়াবেটিস সম্পূর্ণরূপে মৃত্যুর ঝুঁকি মুক্ত প্রমাণিত হয়। বিশ্বব্যাপী সুখবর ১৯২২ সালের ৩ মে, ম্যাকলেওড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকান ফিজিশিয়ান্সের এক সমাবেশে বিশ্ববাসীর কাছে এই যুগান্তকারী সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। সমাবেশে সকলে দাঁড়িয়ে আবিষ্কারকদের প্রাণঢালা সম্মাননা জানান। এই সমাবেশেই গবেষক দল ওষুধটির নাম প্রথম উচ্চারণ করেন- ইন্সুলিন। তিন বিজ্ঞানী বেন্টিং, কলিপ এবং বেস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই আবিষ্কারের মালিকানা বা প্যাটেন্ট স্বত্ব লাভ করেন ১৯২৩ সালের ২৩ জানুয়ারি। তারা এই স্বত্ব বিক্রি করে দেন টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে নাম মাত্র ১ ডলার মূল্যে। বেন্টিং এ প্রসঙ্গে বলেন, আমি বা আমরা কেউই ইন্সুলিনের মালিক নই। এর মালিকানা গোটা বিশ্ববাসীর। আক্রান্ত প্রতিটি মানুষের ওষুধটি পাওয়ার অধিকার আছে। ইন্সুলিন আবিষ্কারের এই খবর রাতারাতি গোটা বিশ্বের মানুষকে একটি নতুন জীবন লাভের আশায় উদ্বেল করে তোলে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখা দেয় দিগন্ত উন্মোচনকারী এক নতুন যুগের। বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের রোগী ও চিকিৎসক ওষুধটি হাতে পাওয়ার জন্য অধীর অপেক্ষায় মরিয়া হয়ে দিন গুনতে থাকেন। তাই গবেষক ও আবিষ্কারক দল বিশ্ববাসীর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ব্যাপক হারে উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের পদ্ধতি ও ব্যাপক উন্নয়ন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। বিশ্ববাসীর জন্য সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি আসে ১৯২৩ সালের ১৫ অক্টোবর। ইন্সুলিন বাণিজ্যিকভাবে বিপুল পরিমাণে উৎপাদনের দায়িত্ব পায় বিখ্যাত ওষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানি এলি লিলি (উষর খরষষু)। জাহাজযোগে এর প্রথম শিপমেন্ট হয় ১৯২৩ সালের ১৫ অক্টোবর। এর দুদিন পর ২৫ অক্টোবর যুগান্তকারী এই ওষুধ আবিষ্কারের জন্য যৌথভাবে বেন্টিং এবং ম্যাকলেওডকে মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। বেন্টিং নোবেল পুরস্কারের প্রাপ্ত অর্থের অংক থেকে অর্ধেক বা ৫০ ভাগ স্বেচ্ছায় সহকর্মী বেস্টকে দান করেন। একই পথ অনুসরণ করে ম্যাকলেওড তার প্রাপ্ত অর্থের ৫০ ভাগ দান করেন অপর সহকর্মী কলিপকে। ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন ১৯৩৪ সালে যুক্তরাজ্যে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত সকল রোগীর চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ এবং অধিকারের লক্ষ্য নিয়ে ঔপন্যাসিক এইচজি ওয়েলস এবং ডাক্তার আর ডি লরেন্স প্রথম ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। তারা দুজনেই ছিলেন টাইপ- ১ ডায়াবেটিসের রোগী। এরপর কলমের আদলে ইন্সুলিন পেন এবং পাম্প তৈরি করা হয়। একইসঙ্গে এই রোগে ঝুঁকির সহজ শিকার অঙ্গ- চোখের দৃষ্টিশক্তির বিপর্যয় রোধ এবং সংক্রমণের হাত থেকে পা বাঁচানোর জন্য- এই দুইয়ের নিয়মিত পরিচর্যা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা দেওয়ার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হয় সংশ্লিষ্ট ক্লিনিক এবং হাসপাতালগুলোতে। ফলে এই রোগে আক্রান্ত রোগীদের অঙ্গহানির ঝুঁকি থেকে মুক্ত রাখার সকল ব্যবস্থা রাখা হয়েছে চিকিৎসা প্রক্রিয়ায়। শুধু তাই নয়, টাইপ-২ ডায়াবেটিসকে কীভাবে চিরতরে জব্দ করা যায়, সেই গবেষণাও চলছে নিরন্তর। গবেষণা চলছে অগ্ন্যাশয় প্রতিস্থাপনের এবং ইন্সুলিন মুক্ত জীবন লাভের।

লেখক : সুইডেন প্রবাসী সাংবাদিক

এই সমাবেশেই গবেষক দল ওষুধটির নাম প্রথম উচ্চারণ করেন- ইন্সুলিন। তিন বিজ্ঞানী বেন্টিং, কলিপ এবং বেস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই আবিষ্কারের মালিকানা বা প্যাটেন্ট স্বত্ব লাভ করেন ১৯২৩ সালের ২৩ জানুয়ারি। তারা এই স্বত্ব বিক্রি করে দেন টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে নাম মাত্র ১ ডলার মূল্যে। বেন্টিং এ প্রসঙ্গে বলেন, আমি বা আমরা কেউই ইন্সুলিনের মালিক নই। এর মালিকানা গোটা বিশ্ববাসীর। আক্রান্ত প্রতিটি মানুষের ওষুধটি পাওয়ার অধিকার আছে। ইন্সুলিন আবিষ্কারের এই খবর রাতারাতি গোটা বিশ্বের মানুষকে একটি নতুন জীবন লাভের আশায় উদ্বেল করে তোলে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখা দেয় দিগন্ত উন্মোচনকারী এক নতুন যুগের। বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের রোগী ও চিকিৎসক ওষুধটি হাতে পাওয়ার জন্য অধীর অপেক্ষায় মরিয়া হয়ে দিন গুনতে থাকেন। তাই গবেষক ও আবিষ্কারক দল বিশ্ববাসীর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে

গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ৮ শিশুসহ নিহত ২০

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর বিমান হামলায় ৮ শিশু এবং ৮ নারীসহ কমপক্ষে ২০ জন নিহত হয়েছে। দেইর আল বালাহ শহরের আল আকসা হাসপাতালে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। এ ছাড়া বুরেইজ শরণার্থী শিবিরসহ আজ-জুয়াইদা এবং আল-মুঘরাকা শহরেও হামলা চালানো হয়েছে। খবর আল জাজিরার। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের সীমান্তে প্রবেশ করে আকস্মিক হামলা চালায় ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। এরপরেই গাজায় পাল্টা আক্রমণ চালায় ইসরায়েল। গাজার হামাস-নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত সেখানে ৩৪ হাজার ৯০৪ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। এর মধ্যে ৭০ শতাংশই নারী এবং শিশু। ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত ৭৮ হাজার ৫৭২ জন আহত হয়েছে। এদিকে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের প্রতি নিজেদের বাধ্যবাধকতার সঙ্গে 'অসঙ্গতিপূর্ণ' কর্মকাণ্ডে ইসরায়েল হয়তো যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহ করা অস্ত্র ব্যবহার করেছে। এমনটি মনে করার মতো যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে বলে জানিয়েছে বাইডেন প্রশাসন। অবশ্য তবুও ইসরায়েলের কথা অবিশ্বাস করছে না তারা। মার্কিন প্রশাসন বলেছে, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া অস্ত্র ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের যে অভিযোগ উঠেছে, তা যাচাই করার মতো পূর্ণাঙ্গ তথ্য তাদের কাছে নেই। এ কারণে, আইন মেনেই মার্কিন অস্ত্র ব্যবহার করা হবে, ইসরায়েলের এই আশ্বাসকে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করছে যুক্তরাষ্ট্র। বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, গত ফেব্রুয়ারিতে একটি নতুন জাতীয় নিরাপত্তা মেমোরেন্ডাম (এনএসএম) ইস্যু করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সেটি অনুসারে, মার্কিন অস্ত্র ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রের আইন বা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন হচ্ছে না, ইসরায়েলের এমন আশ্বাস বিশ্বাসযোগ্য কি না তা জানাতে বলা হয়েছিল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরকে। অপরদিকে ফিলিস্তিনকে জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্যপদ দেওয়ার প্রস্তাব পাস হয়েছে সাধারণ পরিষদে। গত শুক্রবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়। পরে বিপুল ভোটে এটি পাস হয়। এদিন প্রস্তাবের পক্ষে সদস্যভুক্ত ১৯৩টি দেশের মধ্যে পক্ষে ভোট দিয়েছে ১৪৩টি দেশ।

মুক্তির পরদিনই মাঠে নামছেন কেজরিওয়াল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পেয়েছেন আম আদমি পার্টির (এএপি) প্রধান ও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ছাড়া পাওয়ার পরপরই কেজরিওয়াল দেশবাসীর উদ্দেশে বলেন, স্বৈরাচারের হাত থেকে দেশকে বাঁচান। ধারণা করা হচ্ছে আজই নির্বাচনি প্রচারণায় মাঠে নামবেন তিনি। খবর এনডিটিভি। নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য গঠিত ভারত জোটের অন্যতম প্রধান নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল। চলমান লোকসভা নির্বাচনের প্রচারণার জন্য ১ জুন পর্যন্ত তাকে জামিন দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট। আজ দিল্লির কনট প্লেসের হনুমান মন্দির পরিদর্শন এবং দক্ষিণ দিল্লিতে একটি রোড শো করার কথা রয়েছে কেজরিওয়ালের। পরে দিল্লিতে আম আদমি পার্টি অফিসে একটি সংবাদ সম্মেলন করবেন তিনি। আগামীকাল চতুর্থ দফার নির্বাচনকে সামনে রেখে এএপি চাচ্ছে নির্বাচনি প্রচারণায় দলের প্রধানে যেন অংসগ্রহণ করেন। নয়াদিল্লির ৭টি লোকসভা আসনের সবকটিতেই ২৫ মে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আবগারি (মদ) দুর্নীতি মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে গত ২১ মার্চ কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, কোনো তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দুর্নীতির একটি টাকাও তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। উদ্দেশ্য পুরোপুরি রাজনৈতিক। নির্বাচনের আগে নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকে সরকার প্রচার করতে দিতে চায় না। তারা চায় আম আদমি পার্টিকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে। সেই কারণে তারা ইডিকে ব্যবহার করেছে।

ব্রাজিলে বন্যায় লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত, মৃত্যু বেড়ে ১২৬

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ব্রাজিলের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য হিও গ্রাঞ্জে দো সুলে রেকর্ড বন্যায় চার লাখেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন, মৃত্যু হয়েছে ১২৬ জনের আর নিখোঁজ রয়েছেন আরও ১৪১ জন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মাঝখানে বন্ধ থাকার পর গত শুক্রবার বৃষ্টি আবার ফিরে এসেছে। এক কোটি ৯ লাখ জনসংখ্যার রাজ্যটি বন্যার পাশাপাশি ঝড়েও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তুমুল বৃষ্টিতে রাজ্যটির অনেকগুলো নদী ও হ্রদের পানি সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছানোর নতুন রেকর্ড গড়েছে। বন্যায় বহু সড়ক ডুবে গেছে, ফলে যান চলাচল ব্যাহত

হয়ে কয়েকটি এলাকায় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের অভাব দেখা দিয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দেশটির সিভিল ডিফেন্স সর্বশেষ তথ্যে জানিয়েছে, বন্যায় এ পর্যন্ত প্রায় ২০ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাসদানকারী মেটসুল জানিয়েছে, শুক্রবার হিও গ্রাঞ্জে দো সুলের অধিকাংশ শহরে বৃষ্টি হতে পারে, ঝড় হওয়াও সম্ভাবনা আছে। ঝড়বৃষ্টি সোমবার পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। ব্রাজিলের এই রাজ্যটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ও মেরু বায়ুমণ্ডলের এক ভৌগলিক মিলনস্থল, ফলে এখানে এমন এক অবহাওয়া প্যাটার্ন তৈরি হয়েছে যেখানে একসময় প্রচুর বৃষ্টি হয় আর অন্যসময় খরা বিরাজ করে। স্থানীয় বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই আবহাওয়ার ধরনটি আরও তীব্র হয়েছে। রয়টার্স জানিয়েছে, রাজ্যের রাজধানী পের্তো আলেগ্রির সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা কানোয়াসের ছয় হাজারেরও বেশি বাসিন্দা স্থানীয় একটি কলেজে আশ্রয় নিয়েছেন। কলেজটিকে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা হয়েছে। বন্যার কারণে পের্তো আলেগ্রির বিদ্যুৎ ও পানি শোধনাগারগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শহরের অধিকাংশ এলাকা পানি ও অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছে।

ইরাক ও সিরিয়ায় ১৭ কুর্দি যোদ্ধাকে হত্যা তুরস্কের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইরাক ও সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টির (পিকেকে) ১৭ যোদ্ধাকে হত্যা করেছে তুর্কি বাহিনী। শুক্রবার এই হত্যার দাবি করেছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তুরস্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইরাকের উত্তরাঞ্চলের গারা ও হাকুর্কের বিভিন্ন এলাকায় ১০ জন কুর্দি যোদ্ধাকে হত্যা করেছে তুর্কি বাহিনী। এই এলাকায় 'ক্লো-লক অপারেশন'র অধীনে প্রায়ই আন্তঃসীমান্ত অভিযান চালায় তুর্কি সামরিক বাহিনী। মন্ত্রণালয়টি আরও জানিয়েছে, সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলের দুটি জায়গা থেকে আরো সাত জন কুর্দি যোদ্ধাকে হত্যা করেছে তারা। এখানে এর আগেও হামলা চালিয়েছে তুরস্ক। ১৯৮৪ সাল থেকে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চালাচ্ছে পিকেকে।

এই সংগঠনটি তুরস্ক, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মদদপুষ্ট একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। উত্তর ইরাকে তুরস্কের আন্তঃসীমান্ত হামলা কয়েক বছর ধরেই উত্তেজনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ইরাককে পিকেকে-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছে তুরস্ক। এদিকে, মার্চ মাসে এই গোষ্ঠীটিকে একটি 'নিষিদ্ধ সংগঠন' হিসেবে চিহ্নিত করেছে ইরাক।

কুয়েতের পার্লামেন্ট স্থগিত, চলবে গণতন্ত্র নিয়ে গবেষণা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কুয়েতে পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া হয়েছে। দেশটির আমির শেখ মেশাল আল-আহমদ আল-সাবাহ গত শুক্রবার এক টেলিভিশন বক্তৃতায় এই ঘোষণা দিয়েছেন। একইসঙ্গে সংবিধানের কিছু অনুচ্ছেদও স্থগিত করেছেন তিনি। খবর রয়টার্সের। পার্লামেন্ট স্থগিতের পাশাপাশি কিছু সাংবিধানিক অনুচ্ছেদকে চার বছরের বেশি সময়ের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেছেন তিনি। এই সময়ের মধ্যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক গবেষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। এ সময় ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির ক্ষমতা আমির এবং দেশটির মন্ত্রিসভা গ্রহণ করবে বলে জানিয়েছে দেশটির রাষ্ট্রীয় টিভি।

ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনে অনৈতিক হামলা অব্যাহত রাখার প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসরায়েল বিরোধী বিক্ষোভ চলছে। এবার সেই ঢেউ এসে লেগেছে যুক্তরাজ্যের বিশ্বখ্যাত দুই বিশ্ববিদ্যালয়, অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজে। ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভে নেমেছেন এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। তারা ক্যাম্পাসে তাঁবু টানিয়ে বিক্ষোভ শুরু করছেন। স্থানীয় সময় গত বুধবার লন্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন কয়েক শ শিক্ষার্থী। বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে একগুচ্ছ দাবি উত্থাপন করা হয়। ইসরায়েলকে সব ধরনের অর্থায়ন বন্ধ, ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনিয়োগ নীতি সংস্কার, ইসরায়েলকে বর্জন, গাজায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনর্নির্মাণসহ এতে বেশ কিছু দাবি রয়েছে। অক্সফোর্ডের মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্টোরি ও কেমব্রিজের কিংস কলেজের সামনে তাঁবু টানিয়ে বিক্ষোভ করছেন শিক্ষার্থীরা। 'গাজায় গণহত্যা থামাও', 'ইসরায়েলকে সহযোগিতা বন্ধ

করো'-এমন স্লোগানসংবলিত প্ল্যাকার্ড ও ফিলিস্তিনের পতাকা দেখা যায় শিক্ষার্থীদের হাতে। বিক্ষোভকারীদের কারও কারও মাথায় ছিল ঐতিহ্যবাহী কেফায়া (ফিলিস্তিনিরা সাদা-কালো যে স্কার্ফ পরেন)। অক্সফোর্ড অ্যাকশন ফর ফিলিস্তিন ও কেমব্রিজ ফর ফিলিস্তিন এক যৌথ বিবৃতিতে ইসরায়েল সরকারকে আর্থিক ও নৈতিক সমর্থন দেওয়া বন্ধ করতে বিশ্ববিদ্যালয় বঞ্চিত, আড়ালে। সে কারণেই হয়ত অভিমান করেছেন মিমি। যদিও আরেক নায়িকা মাসুমা রহমান নাবিলা পেশাদার ভূমিকাই পালন করছেন শুরু থেকে। শেষমেশ টিজ প্রকাশের দুই দিন পর মিমির মান ভাঙে। গত বৃহস্পতিবার তিনি 'তুফান'র টিজ শেয়ার করেন নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে। সেই মান ভাঙার উপহার হিসেবেই যেন এবার এলো দ্বৈত পোস্টার। যেখানে শাকিব খানের সঙ্গে তাকে উপস্থাপন করা হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে উন্মুক্ত করা এই পোস্টারে দেখা যায়, সাদা শার্ট আর কালো ব্লেজারে শাকিব। তার লম্বা চুল, মুখভর্তি ছোট দাড়ি, মলিন চাহনি। অন্যদিকে তার বুকে হাত রেখে প্রেমিকার ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে মিমি; পরনে মেরুন ঝলমলে টপ। পোস্টারের ক্যাপশনে মিমি লিখেছেন, 'বড় পর্দায় আসছে তুফান।

প্রস্তাব পাস হওয়ায় জাতিসংঘ সনদ ছিঁড়ে ফেললেন ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়াসহ দেশটিকে জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্য করার পক্ষে একটি প্রস্তাব পাস হয়েছে গত শুক্রবার এ নিয়ে তীব্র ক্ষোভ ঝাড়লেন জাতিসংঘে নিযুক্ত ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত গিলাদ এরদান। ভোটাভুটির পরপর সাধারণ সভাতেই জাতিসংঘ সনদ ছিঁড়ে ফেলেন তিনি। খবর ইয়াহু নিউজের। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ১৯৩টি সদস্য দেশের মধ্যে ফিলিস্তিনকে নতুন সদস্য করার পক্ষে ভোট দিয়েছে ১৪৩টি দেশ। বিপক্ষে ভোট দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলসহ ৯টি দেশ। ভোটদানে বিরত ছিল ২৫টি দেশ।

জলবায়ু পরিবর্তনের চেয়ে অভিবাসন নিয়ে বেশি আতঙ্কিত ইউরোপ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : জলবায়ু পরিবর্তনের চেয়ে অভিবাসন নিয়ে বেশি আতঙ্কিত ইউরোপ, বিশেষ করে জার্মানি। তাই বর্তমানে জার্মানরা অভিবাসী সংখ্যা কমাতেই সবচেয়ে বেশি আগ্রহী। সম্প্রতি ডেনমার্কভিত্তিক সংস্থা 'অ্যালায়েন্স অব ডেমোক্রেসিস ফাউন্ডেশন্স'র এক গবেষণায় এসব তথ্য উঠে এসেছে। সংস্থাটির গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি চারজন ইউরোপীয়র মধ্যে একজন মনে করেন, সরকারের শীর্ষ অগ্রাধিকারের তালিকায় 'অভিবাসন কমানোর' বিষয়টি থাকা উচিত। ২০২২ সালের আগে এমন মনে করা ইউরোপীয়র সংখ্যা ছিল প্রতি পাঁচজনে একজন। এদিকে, জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা মানুষের সংখ্যা কমতে শুরু করেছে বলে উঠে এসেছে। গবেষণার ফলাফল বলছে, ২০২৪ সালে প্রথমবারের মতো বেশিরভাগ ইউরোপীয়র কাছে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেয়ে অভিবাসন কমানো বেশি অগ্রাধিকার পেয়েছে। আর এই তালিকায় সবার উপরে আছে জার্মানি। ২০২২ সালে প্রতি চারজন জার্মান নাগরিকের একজন অর্থাৎ ২৫ শতাংশ জার্মান বলেছিলেন, অভিবাসন কমানো তাদের মূল অগ্রাধিকার।

২০২৪ সালে এই হার ৪৪ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে, আর ২০২২ সালে প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন অর্থাৎ ৩৩ শতাংশ জার্মান জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। এখন সেই হার ২৫ শতাংশেরও নিচে নেমে গেছে। অন্যদিকে, বিশ্বের প্রায় অর্ধেক মানুষ মনে করেন, তাদের সরকার অল্প কিছু মানুষের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করছে। গণতান্ত্রিক, অগণতান্ত্রিক উভয় দেশের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। গত চার বছরে এমন উপলব্ধি সবচেয়ে বেশি ছিল লাতিন আমেরিকায়। এশিয়ায় ছিল সবচেয়ে কম।

বিনোদন

বিয়ে না করে ফের মা হচ্ছেন একতা

বিনোদন ডেস্ক : বলিউডের সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রযোজক একতা কাপুর আবারও মা হতে চলেছেন। এখনো বিবাহিত জীবনে পদার্পণ না করেও দ্বিতীয় সন্তানের মাতৃত্ব উপভোগ করতে যাচ্ছেন এই প্রযোজক। শোনা যাচ্ছে, এবারও সারোগেসির মাধ্যমে সন্তান পেতে চলেছেন জিতেন্দ্রকন্যা। খুব শিগগিরিই নাকি তাঁর দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হবে। ২০১৯ সালে সারোগেসির মাধ্যমে পুত্রসন্তানের মা হন একতা। ছেলের নাম রাখেন রবি। এবার নিজের পাঁচ বছরের ছেলের জন্য ভাই বা বোন চান তিনি। ভাই তুষার কাপুরের সঙ্গে তাঁর যেমন সম্পর্ক, তেমনই এক সম্পর্ক রবিকে দিতে চান। সেই কারণেই নাকি দ্বিতীয় সন্তানের কথা ভাবছেন তিনি। সুপারস্টার জিতেন্দ্রর মেয়ে হলেও অভিনয়ের পথে কখনও যাননি একতা। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। তার পর বাবার আর্থিক সাহায্যে 'বালাজি টেলিফিল্মস' নামের প্রযোজনা সংস্থা খুলে ফেলেন একতা। তাঁর প্রযোজনায় তৈরি প্রথম কয়েকটি সিরিয়াল তেমন ভালো চলেনি। ভাগ্য ফেরে কমেডি ধারাবাহিক 'হাম পাঁচ'-এর মাধ্যমে। এই ধারাবাহিকে বেশ কয়েকদিন অভিনয় করেছিলেন বিদ্যা বালান।

'তুফান' নিয়ে হাজির মিমি

বিনোদন ডেস্ক : গেলো ৭ মে ঢাকাই সিনেমায় রীতিমতো ঝড় তুলে দিয়েছিলেন শাকিব খান ও রায়হান রাফী। নতুন সিনেমা 'তুফান'র টিজ প্রকাশ করে চমকে দিয়েছেন সবাইকে। দেড় মিনিটের সেই ঝলক মাত্র এক দিনেই কোটি ভিউয়ের রেকর্ড গড়েছিল। দর্শক-সমালোচক সকলে নির্বিবাদে বলছিলেন, এমন বিধ্বংসী অবতারে ঢালিউড নবাবকে আগে দেখা যায়নি। উচ্ছ্বাস নিয়ে 'তুফান'র টিজ শেয়ার করেছেন সংশ্লিষ্ট সকলেই। কেবল একজন ছিলেন নির্বিকার। তিনি মিমি চক্রবর্তী। ছবির নায়িকা। তার নীরবতা দেখে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, নায়িকা কি টিমের ওপর অভিমান করেছেন? সেই উত্তর যদিও পাওয়া যায়নি। তবে কারও কারও ধারণা, 'তুফান'র প্রথম পোস্টারে কেবল শাকিব খানকে দেখানো হয়েছে। এরপর প্রথম টিজেও নায়িকাদের রাখা হয়েছে

সড়ক দুর্ঘটনায় অড সিগনেচারর পিয়াল নিহত

বিনোদন ডেস্ক : সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে ব্যান্ড অড সিগনেচার। এ দুর্ঘটনায় ব্যান্ডটির গায়ক ও গিটারিস্ট আহাসান তানভীর পিয়াল ও গাড়িচালক নিহত হয়েছেন। খবরটি অড সিগনেচার ব্যান্ডের ফেসবুক পেজ থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে। গতকাল শনিবার ভোর সাড়ে ৫ টায় মহাসড়কের চৈতাব এলাকায় ড্রীম হলিডে পার্কের সামনে হানিফ পরিবহন ও মাইক্রোবাস মুখোমুখি সংঘর্ষে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন, মাইক্রোবাস চালক ময়মনসিংহের নান্দাইল এলাকার আশরাফ আলীর ছেলে আবদুস সালাম (৪৩) ও যাত্রী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী পিয়াল হোসেন (২৩)। পাশাপাশি তিনি ব্যান্ড অড সিগনেচারের গায়ক ও গিটারিস্ট। বিষয়টি নিশ্চত করেছেন নরসিংদী ইটাখোলা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইলিয়াস হোসেন। পুলিশ জানায়, সিলেট থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী হানিফ পরিবহন একটি যাত্রীবাহী বাস ড্রীম হলিডে পার্কের সামনে পৌঁছালে ও ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা সিলেটগামী একটি মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মাইক্রোবাসের চালক ও এক যাত্রী নিহত হন। আহত হয়েছেন মাইক্রোবাসের আরো তিন যাত্রী। দুর্ঘটনার পর হানিফ পরিবহনের বাসটি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে স্থানীয় লোকজন তাঁর পিছু নিয়ে নারায়ণগঞ্জের ভুলতা এলাকা থেকে আটক করে। তবে এরইমধ্যে বাসের চালক ও সহকারি পালিয়ে যায়। দুর্ঘটনার পর খবর পেয়ে দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া মাইক্রোবাসটি থেকে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে নরসিংদী সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। ইটাখোলা হাইওয়ে থানার ওসি মো. ইলিয়াস হোসেন বলেন, পিয়ালসহ তার চার বন্ধু মিলে ঢাকা থেকে সিলেটে যাচ্ছিলেন। নিহতদের লাশ ময়নাতদন্তের জন্যে নরসিংদী সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া মাইক্রোবাসটি হাইওয়ে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। গতকাল শনিবার সকালে ব্যান্ড অড সিগনেচারের অফসিয়াল ফেসবুক পেজ থেকেও এ তথ্য জানানো হয়েছে। পোস্টে লেখা হয়, 'সিলেট যাওয়ার পথে নরসিংদী পাচদোনা ড্রীম হলিডে পার্কের সামনে অড সিগ্নেচারের গাড়ি মারাত্মক দূর্ঘটনার সম্মুখীন হয়।

নিজেকে আরও এক্সপ্লোর করতে চাই: মোনালিসা

বিনোদন ডেস্ক : ছোট পর্দার ব্যস্ত মুখ হিসেবে পরিচিত ছিলেন মোজেজা আশরাফ মোনালিসা। কিন্তু অনেকদিন ধরেই অভিনয় থেকে দূরে আছেন তিনি। বর্তমানে বসবাস করছেন যুক্তরাষ্ট্রে। সবশেষ তিনি করোনার আগে দেশে ফিরেছিলেন। দীর্ঘ প্রবাস জীবন কাটিয়ে গত বৃহস্পতিবার নিউইর্য়ক থেকে দেশে ফিরেছেন আলোচিত এই অভিনেত্রী। এদিন বিকেলে রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে এক আয়োজনে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সেখানেই সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে অভিনয়ে ফেরার ইঙ্গিত দেন তিনি। তার ভাষ্য, আমি দেশকে মিস করি। আমি জানি আমার যারা ভক্ত আছেন তারাও মিস করেন। তারা সব সময় পর্দায় আমাকে দেখতে

চান। এ কারণেই দেশে আসা। আমার ইচ্ছে আছে, ভালো স্ক্রিপ্ট, ডিরেক্টর পেলে অবশ্যই কিছু কাজ করব। ইনশাআল্লাহ ভালো কিছু হতে যাচ্ছে। যোগ করে এই অভিনেত্রী বলেন, একটা সময় আমি সবকিছু পেয়েছি। দর্শকদের কাছ থেকে সম্মান, ভালোবাসা সব কিছুই। যখন আমি চিন্তা করলাম আমার লিমিট আরও অনেক বেশি, নিজেকে আরও এক্সপ্লোর করতে চাই, সেই সুযোগের জন্যই আমি দেশের বাইরে গিয়েছি এবং আছি। কাজ করছি, দেশের জন্যই কাজ করছি। এক সময় এ দেশের মিডিয়ায় ব্যস্ততম মুখ ছিলেন মোনালিসা। ছোটপর্দায় তার বিজ্ঞাপন এবং নাটকগুলো ছিল বেশ দর্শক নন্দিত। তার নাচেও মুগ্ধ হয়েছেন দেশর দর্শক।

ঈদে মুক্তি পাচ্ছে ময়ূরাক্ষী

বিনোদন ডেস্ক : অবশেষে আসছে ঈদুল আযহায় মুক্তি পেতে যাচ্ছে বহুল প্রতিক্ষিত সিনেমা ?'ময়ূরাক্ষী'। নতুন পোস্টার শেয়ার করে গতকাল শনিবার সিনেমাটির মুক্তির ঘোষণা করেন এর নির্মাতা রাশিদ পলাশ। তিনি বলেন, এরইমধ্যে ছবিটি মুক্তি দেওয়ার জন্য কয়েকটি তারিখ আমরা নির্ধারণ করেছিলাম।

কিন্তু সময়গুলো ঠিক ছবিটির জন্য পারফেক্ট মনে হচ্ছিল না। ঈদে সবাই একটা ফেস্টিভ মুডে থাকে। তাই আমরা এই সময়টা বেছে নিয়েছি। আমরা চাই মানুষ আমাদের সিনেমাটা দেখুক। প্রেম আর প্রতারণার গল্পের এই সিনেমাটির গল্প ও চিত্রনাট্য গোলাম রাব্বানীর। সত্য ঘটনার ছায়া অবলম্বনে নির্মিত এই সিনেমাটিতে জুটি বেঁধে অভিনয় করেছেন সুদীপ কুমার দ্বীপ ও ববি হক। এতে আরও অভিনয় করেছেন সাদিয়া মাহি, সুমিত সেনগুপ্ত, ফারজানা ছবি, সমু চৌধুরী, দীপক সুমন, সাবিনা পুঁথি, ফারুক, মুহিন খান, মানিক শাহ, জুলফিকার চঞ্চল, রুদ্র হক, মিতুল, কস্তুরী চৌধুরী প্রমুখ। গতকাল শনিবার ইন্টারন্যাশনালের ব্যানারে ছবিটি প্রযোজনা করেছেন চৌধুরী নিজাম নিশো। এর নির্বাহী প্রযোজক হিসেবে আছেন এক সময়কার জনপ্রিয় চলচ্চিত্র নির্মাতা শাহাদাৎ হোসেন লিটন। সিনেমাটির সংগীত পরিচালনা করেছেন জাহিদ নিরব এবং গান গেয়েছেন মুহিন খান, কোনাল, পুর্ণতা, তরসা, জাহিদ নিরব।

বিবাহবিচ্ছেদের গুঞ্জনে মুখ খুললেন আয়ুশ শর্মা

বিনোদন ডেস্ক : বলিউড অভিনেতা আয়ুশ শর্মা। ব্যক্তিগত জীবনে সালমান খানের বোন অর্পিতা খানের সঙ্গে ঘর বেঁধেছেন তিনি। ২০১৪ সালের ১৮ নভেম্বর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তারা। ২০১৬ সালে পুত্র ও ২০১৯ সালে কন্যা সন্তানের বাবা-মা হন এই দম্পতি। কিন্তু ২০১৯ সালে বিবাহবিচ্ছেদের গুঞ্জন উঠেছিল। যা নিয়ে সেই সময়ে কথা বলেননি আয়ুশ কিংবা অর্পিতা। পুরোনো সেই বিবাহবিচ্ছেদের গুঞ্জন নিয়ে এবার খোলোমেলা কথা বললেন আয়ুশ। কয়েক দিন আগে নিউজ১৮-কে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন আয়ুশ শর্মা। এ আলাপচারিতায় আয়ুশের ব্যক্তি জীবনে গুঞ্জনের বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়। জবাবে 'অন্তিম'খ্যাত এই অভিনেতা বলেন, 'আমার জীবন নিয়ে গুজব ছড়াতে কেউই আগ্রহী ছিলেন না। তবে একটি ঘটনা মনে আছে। আমি আমার ছেলেকে নিয়ে বাইরে গিয়েছিলাম দোসা খাওয়ার

জন্য। পথিমধ্যে পাপারাজ্জিরা আমাকে প্রশ্ন করেন- আপনি ও অর্পিতা কি বিবাহবিচ্ছেদের জন্য আবেদন করেছেন?' পাপারাজ্জিদের এ প্রশ্নে হতবাক হয়েছিলেন আয়ুশ শর্মা। তা জানিয়ে তিনি বলেন, "এ প্রশ্ন শুনে আমি হতবাক হয়েছিলাম। আমি আমার ছেলেকে নিয়ে দোসা খেতে বের হয়ে বিবাহবিচ্ছেদের প্রশ্নের মুখে পড়ি! আমি বাড়ি ফিরে অর্পিতাকে জিজ্ঞাসা করি, 'তুমি কি আমাকে ডিভোর্স দেবে?' পরে বিষয়টি নিয়ে আমরা দু'জনে অনেক হাসাহাসি করেছিলাম।" ক্যারিয়ারে উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় অভিনয়শিল্পীদের। আয়ুশের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। কিন্তু এই পথচলায় স্তম্ভ হয়ে পাশে থেকেছেন স্ত্রী অর্পিতা। এ তথ্য উল্লেখ করে আয়ুশ বলেন, 'অর্পিতা খুবই কঠোর একজন সমালোচক। তবে কঠোর হওয়ার চেয়ে সে বেশি সৎ। সে এমন একজন মানুষ যে, সিনেমার সবকিছু খুটিয়ে খুটিয়ে দেখে।'

সরিষাবাড়ীতে গুলি পিস্তলসহ ম্যাগাজিন উদ্ধার

সরিষাবাড়ী, জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলার বাউশী বাঙ্গালী পাড়া থেকে একটি পিস্তল, ২টি গুলিসহ ১টি ম্যাগাজিন উদ্ধার করেছে সরিষাবাড়ী থানা পুলিশ। শনিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় সরিষাবাড়ী থানা পুলিশের টহলরত একটি দল অভিযান চালিয়ে এসব উদ্ধার করে। দুপুরে সরিষাবাড়ী থানার এসআই মাহমুদুল হাসান বাদী হয়ে অস্ত্র আইনে রুকন (৩৭) কে প্রধান আসামি করে মামলা দায়ের করেছে। পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় সরিষাবাড়ী থানার অফিসার ইনচার্জ মুশফিকুর রহমান এর দিকনির্দেশনায় এস আই মাহমুদুল হাসানের নেতৃত্বে পৌর এলাকার বাউশী বাঙ্গালী পাড়া রুকনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ২ গুলি, ম্যাগাজিনসহ ওই একটি পিস্তল উদ্ধার করা হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে রুকন পালিয়ে যান। রুকন বাউশী বাঙ্গালী পাড়া মোতালেব এর ছেলে। ফলে অস্ত্র উদ্ধার হলেও তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। এ বিষয়ে সরিষাবাড়ী থানার অফিসার ইনচার্জ মুশফিকুর রহমান শনিবার দুপুরে জানান, রুকনের বাড়ীর আলমারির মধ্যে থেকে অস্ত্র ও গুলি এবং ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়। সেখানে তিনি এসব লুকিয়ে রেখেছিলেন। রুকনকে গ্রেপ্তারে পুলিশ বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালাচ্ছে।

ভালুকায় আন্তঃ জেলা ডাকাত দলের তিন সদস্য আটক

ভালুকা, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : ময়মনসিংহের ভালুকায় আন্তঃজেলার ডাকাত দলের তিন সদস্যকে আটক করেছে ভালুকা মডেল থানা পুলিশ। ডাকাতি কাজে ব্যবহৃত একটি পিকআপ ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। দুপুরে আদালতে পাঠানো হয়েছে। ভালুকা মডেল থানার ওসি শাহ কামাল আকন্দ জানান, গত রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ভান্ডাব এলাকার একটি সিএনজি পাম্পের পাশে রোড ডাকাতির প্রস্তুতি কালে পুলিশ ধাওয়া করে তিন ডাকাতকে আটক করে। আরো ৫/৬ জন ডাকাত দৌড়ে পালিয়ে যায়। তিন ডাকাতের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন থানায় ১৪ টি মামলা রয়েছে। আটকৃত হলেন আবদুল কাইয়ুম (৩০) পিতা আবদুল সালাম বাড়ী উপজেলার মেদুয়ারী গ্রামে। শান্ত মিয়া (২৫) পিতা মৃত আলাল মিয়া বাড়ী উপজেলার বর্তা গ্রামে। আল আমীন (২৬) পিতা এলাহী শেক বাড়ী উপজেলার বিরুনীয়ার কাইচান গ্রামে।

অবশেষে চিলমারীতে স্বস্তির বৃষ্টিতে জনমনে প্রশান্তি

চিলমারী, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : অবশেষে কুড়িগ্রামের চিলমারীতে দীর্ঘ দিন পর বৃষ্টি হওয়ায় জনমনে স্বস্তি ফিরে এসেছে। শুক্রবার সন্ধায় ১ ঘন্টা যাবৎ টানা ভারী বর্ষণ হওয়ায় প্রকৃতির মাধে সজিবতা ফিরে এসেছে। দীর্ঘ দিন যাবৎ বৃষ্টি না হওয়ায় প্রচন্ড তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে জনজীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। ফলে অফিস আদালত, মাঠে কাজ-কর্ম, রাস্তাঘাটে যাতায়াত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতি কম সহ পরিবেশ ধুলিময় রাজ্যে পরিণত হয়ে পড়ে। বৃষ্টির প্রতিক্ষায় বিভিন্ন স্থানে মুসুল্লিগণ মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রর্থনা করে আসছিলেন। এরইমধ্যে শুক্রবার বৃষ্টি হওয়ায় মানুষের মাঝে প্রাণ চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। উপজেলার গাবেরতল এলাকার কৃষক শাখওয়াত হোসেন (৭০) জানান, দীর্ঘ ৪ মাস যাবৎ বৃষ্টি না থাকায় পাঠক্ষেত, বাঁশ ঝাড় ও সবজি ক্ষেত তাপ দাহে পুড়ে যাচ্ছিল। পাকা ইরি-বোর ধানক্ষেত কাটতে মাঠে যাওয়া যাচ্ছিল না। শুক্রবার বৃষ্টি হওয়ায় সকল ধরণের কাজকর্ম শুরু হয়েছে।

আগৈলঝাড়ায় সেতু ধ্বসে খালে পড়ায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

আগৈলঝাড়া, বরিশাল প্রতিনিধি : বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার রত্নপুর ইউনিয়নের পশ্চিম মোল্লাপাড়া গ্রামের রামেরবাজার থেকে সাহেবেরহাট খালের উপরে প্রবীর বিশ্বাস ননীর বাড়ীর সংলগ্ন একটি ঝুঁকিপূর্ণ সেতু খালের মধ্যে ধ্বসে পড়ার কারণে ৩টি গ্রামের ১০ হাজার মানুষ যাতায়াতব্যস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় ভোগান্তিতে পড়েছে তারা। দীর্ঘদিন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকলেও সংস্কারের কোন ব্যবস্থা না করাতে গত বুধবার রাতে ঝুঁকিপূর্ণ সেতুটি খালের মধ্যে ধ্বসে পরেযায়। ওই সেতুটি ২০০০ সালে এলজিইডি'র অর্থায়নে নির্মিত হয়েছিলো বলে জানাগেছে।

স্থানীয় পশ্চিম মোল্লাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা প্রবীর বিশ্বাস ননী ও লীলা বিশ্বাস বলেন, উপজেলার রত্নপুর ইউনিয়নের পশ্চিম মোল্লাপাড়া গ্রামের রামেরবাজার থেকে সাহেবেরহাট খালের উপরে ২০০০ সালে এলজিইডি'র অর্থায়নে মানুষের চলাচালের দুরভোগের কথাচিন্তাকরে একটি সেতুটি নির্মিত করা হয়েছিলো। প্রয় ১বছর পূর্ব থেকে সেতুটি ঝুঁকিপূর্ণ থাকার পরেও এলাকাবাসী জীবনের ঝুঁকিনিয়ে পায়ে হেটে চলাচল করতো। যানবাহন চলাচল বন্দছিলো। গত বুধবার রাতে সেতুটি খালের মধ্যে ধ্বসে পরায় পশ্চিম মোল্লাপাড়া, দীঘিবালী ও ঐচারমাঠ তিনিটি গ্রামের প্রায় ১০ হাজার মানুষ এখন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পরেছে।

ভ্যানে বোঝাই করে বিক্রির জন্য ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছেন চালক। বালিয়াখালি, ডুমুরিয়া, খুলনা।

ক্যান্সার থেকে মুক্তি পেয়ে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় প্রাণ গেলো বৃদ্ধার

নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা প্রতিনিধি : দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সার থেকে মুক্তি পেয়ে পুনঃরায় জীবনের স্বাদ নেয়ার আগেই বেপরোয়া গতির মোটরসাইকেল প্রাণ কেড়ে নিলো কুমিল্লার নাঙ্গলকোটের পেরিয়া ইউনিয়নের কাজী জোড়পুকুরিয়া গ্রামের জয়নাল আবেদীনের (৭৫)। শনিবার সকাল পৌনে ৭টার দিকে কুমিল্লার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত জয়নাল আবেদীন ওই গ্রামের মৃত দুলা মিয়ার ছেলে ও মোশারফ হোসেন মিয়া ড্রাইভারের পিতা। গত ২১ এপ্রিল মঙ্গলবার বৃদ্ধ জয়নাল আবেদীন নিজ বাড়ির পাশে কৃষি জমি থেকে কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে নাঙ্গলকোট পৌরসভার হরিপুর পশ্চিম পাড়ার শাহ আলমের ছেলে মোহাম্মদ সুমন দ্রুত গতির মোটর সাইকেল দিয়ে ধাক্কা দিলে তিনি রাস্তা থেকে ছিটকে ২০হাত দূরে গিয়ে পড়ে। এতে বৃদ্ধ জয়নাল আবেদীনের দুই পা ও ঘাড়ের হাঁড় ভেঙ্গে যায়। স্থানীয়রা মোটরসাইকেল চালক ও তার মোটরসাইকেলটি আটক করে পেরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এম.এ হামিদের নিকট হস্তান্তর করে। এ সময় বৃদ্ধ জয়নাল আবেদীনকে পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে কুমিল্লা পিপলস হাসপাতালে নিয়ে যায়, ওই হাসপাতালে ২২দিন চিকিৎসাধীন থেকে শনিবার সকালে তিনি মারা যান।

নিহত জয়নাল আবেদীনের ছেলে মোশারফ হোসেন মিয়া বলেন, আমি ও আমার বাবা এক সাথে বাড়ির পাশে বেগুন ক্ষেতে কাজ করছিলাম। কাজ শেষে বাবা বাড়িতে চলে যাওয়ার সময় রাস্তা পার হয়ে পূর্ব পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় নিয়ন্ত্রনহীন একটি মোটরসাইকেল এসে আমার বাবাকে ধাক্কা দিলে অনেক দূরে গিয়ে পড়ে। এ সময় বাবার দুই পা ও ঘাড়ের হাঁড় ভেঙ্গে যায়, ২২দিন কুমিল্লায় চিকিৎসাধীন থেকে শনিবার সকালে মারা যায়। আমার বাবা দীর্ঘদিন দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত থেকে রাজধানীর ক্যান্সার হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে কিছু দিন পূর্বে সুস্থ হয়ে বাড়িতে আসে। অভিযুক্ত মোটরসাইকেল চালক মোহাম্মদ সুমন বলেন, উনি রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন আমার সামনে একটি সিএনজি ছিল, পিছনে আমি ছিলাম। সিএনজি পার হওয়ার পর তিনি পিছনে বাইক আছে দেখতে না পেয়ে রাস্তায় চলে আসে।

আমার গাড়ির গতি ৪০/৫০ ছিলো সাথে-সাথে ব্রেক করি, এ সময় তিনি মোটরসাইকেলের সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়। আমরা কয়েক বার উনাকে দেখে এসেছি। এ ছাড়া আমরা চেয়ারম্যানকে বলেছি খরচ যা লাগে দিবো, পরে চেয়ারম্যান হুন্ডা রেখে দিয়ে বলে হাসপাতালের খরচ যা যায় তা দিয়ে হুন্ডা নিয়ে আসতে বলে। পেরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়াম্যান এম এ হামিদ বলেন, ৩দিন পূর্বে উভয় পক্ষকে নিয়ে বসে সমাধানের চেষ্টা করেছি, সমাধান হয়নি। আজকে জয়নাল আবেদীনের মৃত্যুর পর তাদেরকে খবর দেয়া হয়েছে, তারা আসবে বলেছে। উভয় পক্ষ একত্র হলে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করবো। যদি সমাধান না হয় তাহলে নিহতের পক্ষ পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ ব্যাপারে নাঙ্গলকোট থানা অফিসার ইনচার্জ দেবাশীষ চৌধুরী বলেন, আমি বিষয়টি আপনাদের মাধ্যমে জেনেছি, খবর নিয়ে দেখছি।

শ্যামাসুন্দরী পরিস্কার পরিচ্ছন্নকরণ শুরু

রংপুর প্রতিনিধি : রংপুর শহরের বুকচিরে বয়ে চলা ঐতিহ্যবাহী শ্যামাসুন্দরী খাল অবশেষে পরিস্কার পরিচ্ছন্নকরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। শনিবার সকালে শ্যামাসুন্দরী খাল পরিস্কার পরিচ্ছন্নকরণ ও জনসচেতনতা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন রংপুর সিটি করপোরেশন মেয়র মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা। একযোগে খালের পাঁচ কিলোমিটার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার মধ্য দিয়ে শ্যামাসুন্দরী পুনরুজ্জীবন ও সচল রাখার কার্যক্রমে ১৫টি পয়েন্টে স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠন বিডি ক্লিনের একহাজার সদস্যসহ সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শাখার পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা খাল অংশ নিয়েছেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সিটি মেয়র বলেন, পরিচ্ছন্নতার সুফল সম্পর্কে নগরবাসীকে বেশি করে সচেতন করতে সবাইকে যার যার জায়গা থেকে কাজ করতে হবে। শ্যামাসুন্দরী খালের আশপাশে বসবাসরত নগরবাসীকে সচেতন হতে হবে। খাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের পর নতুন করে ময়লা ফেলা এবং পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য অবৈধ স্যুয়ারেজ সংযোগ প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে নিয়মিত তদারকি কার্যক্রম চলমান থাকবে। প্রয়োজনে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনাসহ অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, আমার নির্বাচনী ইশতেহারে গ্রিন সিটি এবং ক্লিন সিটি ছিল অন্যতম অ্যাজেন্ডা। সেটিকে পূরণ করার লক্ষ্যে শ্যামাসুন্দরী খালকে পুনরুজ্জীবিত করতে বর্তমান পরিষদ বদ্ধপরিকর। তারই ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে কোভিড রেসপন্স অ্যান্ড রিকভারি প্রজেক্টের আওতায় শ্যামাসুন্দরী খালের ৫ কিলোমিটার (চেকপোস্ট হতে শাপলা চত্বর) ময়লাযুক্ত মাটি পুনঃখনন ও অপসারণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। শ্যামাসুন্দরী কেবল রংপুর নয়, সমগ্র বাংলাদেশের জন্যই একটি বড় সম্পদ। এই সম্পদ রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। শ্যামাসুন্দরী খালকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং সৌন্দর্যবর্ধনের যে প্রয়াস চলছে তার সফলতা এবং রংপুরের সকল নাগরিকের সহযোগিতা প্রয়োজন। এ সময় আগামী তিন মাসের মধ্যে শ্যামাসুন্দরী খাল খনন ও সংস্কারসহ আধুনিকায়নে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রজেক্ট ডিজাইন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য চেষ্টা চলছে বলেও জানান মেয়র মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা। এ সময় প্রধান অতিথি ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার জাকির হোসেন। আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন রংপুর রেঞ্জ ডিআইজি আবদুল বাতেন। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উম্মে ফাতিমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মো. মনিরুজ্জামান, জেলা প্রশাসক মোবাশ্বের হাসান ও পুলিশ সুপার ফেরদৌস আলী চৌধুরী। প্রায় ১৫ দশমিক ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং স্থানভেদে ২৩ থেকে ৯০ ফুট প্রশস্ত এই খাল সিটি এলাকার উত্তর পশ্চিমে কেল্লাবন্দস্থ ঘাঘট নদী থেকে শুরু হয়ে নগরীর সব পাড়া-মহল্লার বুক চিরে ধাপ পাশারিপাড়া, কেরানীপাড়া, মুন্সীপাড়া, ইঞ্জিনিয়ারপাড়া, গোমস্তাপাড়া, সেনপাড়া, মুলাটোল, তেঁতুলতলা শাপলা চত্বর, নূরপুর, বৈরাগিপাড়া হয়ে মাহিগঞ্জ সাতমাথা রেলগেট এলাকায় কেডি ক্যানেল স্পর্শ করে খোকসা ঘাঘট নদীতে মিশেছে। দীর্ঘদিন ধরে দখল আর দূষণে ভরা এই শ্যামাসুন্দরী খাল নগরবাসীর দুর্ভোগের অন্যতম একটি কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে। পানি প্রবাহের ব্যবস্থা না থাকায় সামান্য বৃষ্টিতেই উপচে পড়ে বাড়িঘর ডুবে যেত। পরিস্কার পরিচ্ছন্নকরণ হলে ময়লা-আবর্জনা ও মশার অভয়াশ্রম খ্যাত এই খাল অবশেষে কিছুটা হলেও স্বস্তি দেবে নগরবাসীকে।

পোরশায় প্রার্থীদের প্রচারনায় নির্বাচনী মাঠ সরগরম

পোরশা, নওগাঁ প্রতিনিধ : ৬ষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নওগাঁর পোরশায় শুরু হয়েছে প্রার্থীদের দৌড় ঝাঁপ সাথে সাথে গ্রাম, পাড়া মহল্লা প্রার্থীদের প্রচারনায় নির্বাচনী মাঠ সরগরম। নির্বাচনে কে সামনে রেখে প্রার্থীদের পদচারনায় মুখরিত হয়ে উঠেছে নির্বাচনী মাঠ। ৪ জন উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থী ও ১৬জন ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী সহ ২০জন প্রার্থী চষে বেড়াচ্ছেন নির্বাচনী এলাকা। ইতোমধ্যে যাচাই-বাছাই শেষে প্রতীক বরাদ্ধ দেওয়ার পরই প্রার্থীরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে স্ট্যাটাস, কেউবা ভোটারদের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে ভোট চাচ্ছেন। আবার আড্ডা-আলোচনা সহ নানা পরিবেশে প্রার্থিরা তাদের পক্ষে জনসমর্থন ও ভোট চেয়ে নানা উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। এবার উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদে সতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়াম্যান আনোয়ারুল ইসলাম (মোটরসাইকেল), সহ-সভাপতি ও বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ শাহ্ মঞ্জুর মোরশেদ চৌধুরী (কাপ-পিরিচ), সাধারন সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন (ঘোড়া) এবং বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান কাজীবুল ইসলাম (আনারস) প্রতীক নিয়ে প্রতদ্বন্দ্বিতা করছেন। তবে আওয়ামী লীগ সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে চেয়ারম্যান পদে চারজন প্রার্থীই নিজনিজ পক্ষে জোর প্রচার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের পাশাপাশি ভাইস চেয়ারম্যান (পুরুষ) পদে ১০ জন প্রার্থীর এরা হলেন মহেন্দ্র পাহান (মাইক), রামলাল সরদার (টিয়াপাখি), মাহমুদুল হাসান খোকন (বই), তৈয়ব আলী (পালকী), খোরশেদ আলম (চশমা), মোহাম্মদ আলী (উড়োজাহাজ), মাইমুল ইসলাম শাহ্ (বাল্প), মোজাম্মেল হক (তালা), মাসুম বিল্লাহ্ (টিউবয়েল) এবং আবু মুছা (গ্যাস সিলিন্ডার) প্রতীক নিয়ে প্রচারনা চালাচ্ছেন।

স্কুল ড্রেসে হাঁটু পানি ভেঙ্গে নদী পার হয় শিক্ষার্থীরা

নীলফামারী প্রতিনিধি : ভারত পানি না দেয়ায় খরস্রতা তিস্তা নদীতে স্বাভাবিক পানি প্রবাহটুকুও নেই, পানি না থাকার কারণে আর চালানো যাচ্ছেনা নৌকা। ফলে শিক্ষার্থীরা স্কুল ড্রেস পরেই তিস্তার হাঁটু পানি ভেঙ্গে পায়ে হেটেই নদী পার হচ্ছে চরাঞ্চলের শিক্ষার্থীসহ সাধারণ মানুষ। এতে বেশি বিপাকে পড়েছে নারী শিক্ষার্থীরা। সরজমিনে গিয়ে জানাগেছে, মৌসুমি বৃষ্টির অভাবে সৃষ্ট তীব্র তাপপ্রবাহে জনজীবন অতিষ্টের পাশাপাশি তিস্তা নদীতে মাছ ধরে, নৌকা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন এমন মানুষজন তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে কর্মহীন অবস্থায় দিশাহারা হয়ে পড়েছে। নৌকার মাঝি কিয়া মুদ্দিন(৫০) বলেন, তিস্তায় পানি না থাকায় নদী পারাপারে এখন আর নৌকা চালানো যায়না।

সেনবাগে ঈদগাঁওয়ের পুনঃনির্মাণ কাজ শেষে উদ্বোধন

সেনবাগ, নোয়াখালী প্রতিনিধি : নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার কাবিলপুর ইউনিয়নের মইজদীপুর পোদ্দার পুকুরপাড় ঈদগাঁওয়ের পূন:নির্মাণ শেষে শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। শনিবার সকালে ঈদগাঁও মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, প্রিমিটেক গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ কাইয়ুম সিআইপি। সড়ক মন্ত্রনালয়ের উপসচিব ও আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক আবু নাছের টিপুর সভাপতিত্বে ও আরমান হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, ভুলুয়া ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ আবু জাফর মোহাম্মদ হারুন, কাবিলপুর ইউপি চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন বাহার,এ্যাডভোকেট শাহাদাত হোনে পাটোয়ারী মিলন,একেএম জকির হোসেন জুয়েল,মুক্তিযোদ্ধা সোলেমান বাহার, নুরুল ইসলাম, মোশারফ হোসেন,আবদুল হান্নান সহ অনেকে বক্তব্য রাখেন।

বৃষ্টিভেজা কামরাঙা ফুল। অশোকলা খান বাড়ি, কুমিল্লা।

পিএইচডি ডিগ্রীধারী শিক্ষকদের অগ্রিম বেতন বৃদ্ধির আদেশ বাস্তবায়নের দাবী

পার্বতীপুর, দিনাজপুর প্রতিনিধি : বিধি অনুযায়ী সরকারি কলেজে কর্মরত পিএইচডি ডিগ্রীধারী শিক্ষকদের ন্যায় সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এমপিওভুক্ত ২০ বেসরকারি কলেজের পিএইচডি ডিগ্রীধারী ২২ জন শিক্ষকদেরও অবিলম্বে তাদের চাকরিতে যোগদান কালীন অগ্রিম বিশেষ আর্থিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের দাবী জানিয়েছেন 'বেসরকারি কলেজ পিএইচডি শিক্ষক ফোরাম'- কেন্দ্রীয় সম্পাদক ড. এমদাদুল ইসলাম। শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় তিনি পার্বতীপুরে গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে সারাদেশে এমপিওভুক্ত বে-সরকারি কলেজের পিএইচডি শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত তিনটি অগ্রিম বেতন বৃদ্ধি চালুর এ দাবী জানান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন 'বে-সরকারি কলেজ পিএইচডি শিক্ষক ফোরামে'র রংপুর বিভাগীয় সভাপতি ড. মো: জালাল উদ্দীন মোল্লা, ড. মোহাম্মদ শাহীন আখতার, ড. মো: লোকমান হাকিম, ড. সৈয়দ রেদওয়ানুল রহমান, ড. জুলাইখা গুলসান আরা, ড. মারুফা বেগম, ড. মো: আবদুস ছালাম ও ড. মো: ছাইদুল ইসলাম প্রমুখ। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ১৪ অক্টোবর ঘোষিত গেজেটে ইতিপূর্বের ২০১৫ ও ২০১৮ সালের সরকারি চাকরি আইন (বেতন-ভাতাদি) আদেশ সংশোধন করে ওই গেজেট প্রকাশ করা হয়। এতে সরকারি ও এমপিওভুক্ত বে-সরকারি কলেজের পিএইচডি ডিগ্রিধারী শিক্ষকদের জন্য তিনটি অগ্রিম বেতন বৃদ্ধির সুবিধা প্রাপ্তির ব্যবস্থা রাখা হয়। কিন্তু সরকারি কলেজের পিএইচডি ডিগ্রিধারী শিক্ষকরা এ সুবিধা ভোগ করে আসলেও বে-সরকারি কলেজের পিএইচডি ডিগ্রীধারী শিক্ষকরা দীর্ঘদিন ধরে এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছেন। এদিকে, তিনটি অগ্রিম বেতন বৃদ্ধির সুবিধা বঞ্চিত বে-সরকারি কলেজের পিএইচডি ডিগ্রিধারী শিক্ষকগণ শিক্ষা মন্ত্রনালয় ও শিক্ষা অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট এ সুবিধা চালুর জন্য বার বার আবেদন করেছেন। কিন্তু কোন সাড়া মেলেনি। অবশেষে, ভুক্তভোগি পিএইচডি ডিগ্রিধারী শিক্ষকদের পক্ষে ড. মোঃ জালাল উদ্দিন মোল্লা বাদী হয়ে গত ২২ এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রালয়ের সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকশিক্ষা অধিদপ্তরের মহা-পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাত কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করে উচ্চতর আদালতে একটি রিট পিটিশন দাখিল করেন। গত ২৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি মোছাঃ নাঈমা হায়দার ও বিচারপতি মোছাঃ কাজী জিনাত হক সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ বাদির পক্ষে আদেশ প্রদান করেন।

চাটমোহরের বড়াল নদীতে বালু খেকোদের থাবা!

চাটমোহর, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার চাটমোহর উপজেলার বড়াল নদীতে পড়েছে বালু খেকো চক্রের থাবা। উপজেলার হরিপুর ইউনিয়নের ধুলাউড়ি এলাকায় নদীতে ড্রেজার লাগিয়ে পাইপের সাহায্যে বালু তুলে পুকুর ভরাট করা হচ্ছে। প্রশাসনের নাকের ডগায় প্রকাশ্যে এই অবৈধ কর্মকাণ্ড চললেও কোন প্রতিকার নেই। প্রশাসনের নীরব ভূমিকা নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। এলাকাবাসী জানান, ধুলাউড়ি গ্রামে সৈয়দ আলী ও সবুজ হোসেন গং বড়াল নদীতে ড্রেজার লাগিয়ে বালু উত্তোলন করছেন। এলাকাবাসী এ বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, পাবনা বরাবার অভিযোগ করলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে গিয়ে পাউপ জব্দ করেন এবং বালু উত্তোলন বন্ধ করে দেন। কিন্তু একদিন পরেই হরিপুর ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মকবুল হোসেনের মধ্যস্থতায় সৈয়দ আলী গং প্রশাসনকে ম্যানেজ করে বালু উত্তোলন শুরু করেছেন। এতে করে নদী পাড়ের বড়ি-ঘর হুমকির মুখে পড়েছে। এলাকাবাসী বালু উত্তোলন বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানিয়েছে। বড়াল রক্ষা আন্দোলন কমিটির সদস্য সচিব ও বাপা'র কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক এস এম মিজানুর রহমান বলেন, বড়াল, গুমানীসহ বিভিন্ন এলাকায় প্রকাশ্যে মাটি ও বালু কাটা হচ্ছে। কিন্তু কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছেনা। এ বিষয়ে বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোন প্রতিকার মিলছেনা। তিনি অবিলম্বে বালু উত্তোলন বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। চাটমোহর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ রেদুয়ানুল হালিমের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি। ক্ষুদে বার্তা দিয়েও জবাব মেলেনি। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরেই চাটমোহর উপজেলার হান্ডিয়াল, নিমাইচড়া, ছাইকোলা ইউনিয়নসহ গুমানী নদী, বরদানগর মাঠসহ বিভিন্ন স্থানে মাটি ও বালুখেকোরা অপ্রতিরোধ্য গতিতে লাখ লাখ টাকার বালু ও মাটি কেটে বিক্রি করছে। এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানিয়েও কোন ফল পায়নি।

রাণীনগরে ৪ মাদক কারবারী গ্রেপ্তার

রাণীনগর, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর রাণীনগর থানাপুলিশ অভিযান চালিয়ে মাদক কারবারী চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে।গ্রেপ্তারকালে একজনের নিকট থেকে দুই গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতদের শনিবার আদালতে সোর্পদ করা হয়েছে।রাণীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু ওবায়েদ জানান, শুক্রবার রাত অনুমান ১০টা নাগাদ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলা সদরের মাছ বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে ফরহাদ হোসেন (৩৬) নামে আলোচিত এই মাদক ব্যবসায়ীকে দুই গ্রাম হেরোইনসহ আটক করা হয়।

দিঘলিয়া উপজেলা পরিষদ নির্বাচন প্রচার প্রচারণায় সরব হয়ে উঠেছে

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : খুলনা জেলার ৩টি উপজেলায় দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২১ মে। নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনে ৩০ এপ্রিল মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক জেলা পরিষদ সদস্য মোল্লা আকরাম হোসেন। এ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনের মাঠে রয়েছেন ৪ জন। ৪ জন প্রার্থী হলেন শেখ মারুফুল ইসলাম প্রতীক আনারস, দোয়াত-কলম প্রতীকে দিঘলিয়ার সাবেক ৩ মেয়াদে নির্বাচিত উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মল্লিক মহিউদ্দিন, মোটর সাইকেল প্রতীকে রয়েছেন তরুন সমাজ সেবক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোঃ জাকির হোসেন ও স্টার জুট মিলের সাবেক শ্রমিক নেতা গাজী এনামুল হাচান মাসুম প্রতীক হেলিকপ্টার। দিঘলিয়া উপজেলা পরিষদের এবারের নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ৪ জন হলেও নির্বাচনের মাঠে লড়াই হবে ত্রিমুখী। এরা হলেন দিঘলিয়া উপজেলা পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান শেখ মারুফুল ইসলাম, দিঘলিয়া উপজেলা পরিষদের ৩ বারের নির্বাচিত সাবেক চেয়ারম্যান মল্লিক মহিউদ্দিন ও তরুন সমাজ সেবক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোঃ জাকির হোসেন। এবারের নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে ৩ জন প্রার্থীর মধ্যে এমনটাই জানিয়েছেন দিঘলিয়া উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের ভোটাররা। ইতোমধ্যে প্রার্থীরা নির্বাচনী মাঠ গরম করতে সরব হয়েছেন প্রচার ও প্রচারণার মাঠে।

সন্ধ্যায় নিখোঁজ, সকালে মিলল দিনমজুরের লাশ

মান্দা, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর মান্দায় নিখোঁজের ১২ ঘন্টা পর আমবাগান থেকে এক দিনমজুরের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার সকালে মীরপুর গ্রামের মাঠে একটি আমবাগানে তার মরদেহ পাওয়া যায়। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি নওগাঁ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতের নাম আলেফ উদ্দিন (৫০)। তিনি গনেশপুর গ্রামের মৃত শমসের আলীর ছেলে। প্রায় ২০বছর ধরে কাঞ্চন গ্রামে ঘরজামাই থেকে স্ত্রী সন্তান নিয়ে বসবাস করতেন। পেশায় তিনি দিনমজুর ছিলেন। নিহতের স্ত্রী মঞ্জুয়ারা বিবি বলেন, শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে স্বামী আলেফ উদ্দিন প্রতিদিনের মত খুদুর মোড়ে চা খাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। রাত ৮টা পর্যন্ত বাড়ি না ফেরায় খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া যায়নি। শনিবার সকালে মীরপুর গ্রামের মাঠে আফছার আলীর আমবাগানে তার মরদেহ পাওয়া যায়। মঞ্জুয়ারা বিবি আরও বলেন, 'কে বা কারা আমার স্বামীকে হত্যা করেছে এ বিষয়ে আমি কিছুই বলতে পারছি না। যারাই এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকুক তাদের দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবি করছি।' বিষয়টি নিশ্চিত করে মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাম্মেল হক কাজী বলেন, সুরুতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নওগাঁ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতের শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ওসি আরও বলেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে তার মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। এ ঘটনায় থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

জনবলের অভাবে চালু করা যাচ্ছে না আইসিইউ ও সিসিইউ ইউনিট

শেরপুর প্রতিনিধি : সরকারের কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেও শুধুমাত্র জনবলের অভাবে চালু করা যাচ্ছে না আইসিইউ এবং সিসিইউ ইউনিট। অযন্ত অবহেলায় পড়ে থাকতে থাকতে নষ্ট হচ্ছে কোটি টাকা মুল্যের যন্ত্রপাতি। তাতে স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শেরপুর জেলার ২০ লাখ মানুষ। জানা গেছে, করোনাকালীন সময়ে শেরপুর জেলা সদর হাসপাতালের ৮ তলা ভবনের উপরে প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি আইসিইউ ও একটি সিসিইউ ইউনিট ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ২ কোটির বেশি টাকা ব্যায়ে আইসিইউ ও সিসিইউ ইউনিটের জন্য ভেন্টিলেটর, ১০টি করে দুই ইউনিটের জন্য ২০টি বেড সহ সকল প্রকার যন্ত্রপাতি দিয়ে শেরপুর জেলা হাসপাতালের আইসিইউ ও সিসিইউ সাজানো হলেও কেবলমাত্র জনবলের অভাবে তা চালু করা যাচ্ছে না। এ যেন ঘোরার আগে গাড়ি জুড়ে দেওয়ার মতো অবস্থা। হাসপাতালের আইসিইউ ও সিসিইউ ইউনিট ঘুরে দেখা যায়, বাইরে থেকে ধুলো বালি গিয়ে ইউনিটের ভেন্টিলেটর, শয্যাসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এ ছাড়া ইউনিটের ভবনের বাথরুম সহ বিভিন্ন দরজা জানালা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নাগরিক প্ল্যাটফর্ম "জন উদ্যোগ" এর আহব্বায়ক আবুল কালাম আজাদ বলেছেন, এই ইউনিটটি চালু না হওয়ায় নেশা খোরদের আড্ডা খানায় পরিনত হয়েছে এবং তারা ভবনের ভেতরের অনেক গুরুত্বপূর্ন যন্ত্রপাতি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। তাই হাসপাতালে এই আই সি ইউ ইউনিট দুটি দ্রুত চালু করার জন্য জেলার সচেতন মহল জোর দাবি জানিয়েছেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, স্বাস্থ্য সেবার দিক দিয়ে ভৌগোলিক কারণে দেশের মধ্য উত্তর সীমান্তবর্তী শেরপুর জেলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জেলার ৫টি উপজেলা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী জামালপুর জেলার দুইটি এবং কুড়িগ্রাম জেলার আরো দুইটি উপজেলা সহ মোট ৯টি উপজেলার মানুষ স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে থাকেন এই শেরপুর জেলা সদর হাসপাতালে। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ সুত্রে জানা যায়, হাসপাতালটি ২০১৮ সালে ১০০ শয্যা থেকে ২৫০ শয্যার জেলা সদর হাসপাতাল হিসেবে উন্নীত করা হয়।

পুকুরে মাছ ধরছেন মৎস্যশিকারিরা। তুনি পুকুর এলাকা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

একের পর এক রেকর্ড গড়ছে উড়ন্ত লেভারকুসেন

স্পোর্টস ডেস্ক : চলতি মৌসুমটা স্বপ্নের মতো কাটাচ্ছে জার্মান ক্লাব বায়ার লেভারকুসেন। একের পর এক রেকর্ড গড়ছেন জাভি আলোনসোর শিষ্যরা। এবার টানা ৪৯ ম্যাচ অপরাজিত থেকে ৫৯ বছর আগে গড়া বেনফিকার রেকর্ড ভাঙল দলটি। সেইসঙ্গে নিজেদের ইতিহাসে প্রথম বারের মতো ট্রেবল জয়ের আরো কাছে এগিয়ে গেল জার্মান ক্লাবটি। গেল পরশু রাতে ইউরোপা লিগের সেমিফাইনালে দ্বিতীয় লেগে ইটালিয়ান ক্লাব রোমার বিপক্ষে ২-২ গোলে ড্র করে লেভারকুসেন। সেই ম্যাচে ২-২ গোলে ড্র করলেও দুই লেগ মিলিয়ে ৪-২ গোলের অগ্রগামিতায় জয় নিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করে জার্মান ক্লাবটি। ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়লেও ৮২ মিনিটে জিয়ানলুকা মানচিনির আত্মঘাতী গোলে ম্যাচে ফেরে জার্মান ক্লাবটি। এরপর ম্যাচের অতিরিক্ত মিনিটে জোসিফ স্তানিসিচের গোলে ইতিহাস জন্ম দেন জাভি আলোনসোর শিষ্যরা। ১৯৬৩-১৯৬৫ মৌসুমে গড়া বেনফিকার ৪৮ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড ভেঙে দেয় লেভারকুসেন। সেইসঙ্গে নিশ্চিত করে প্রথম বারের মতো ইউরোপা লিগের ফাইনাল খেলার টিকিট। এছাড়াও এই জয়ের মধ্যে দিয়ে প্রথম বারের মতো ট্রেবল জয়ের হাতছানি দিচ্ছে জার্মান ক্লাবটিকে। চলতি মৌসুমে প্রথম বারের মতো বুন্দেসলিগার শিরোপা জেতে লেভারকুসেন। জার্মান লিগের ফাইনালও নিশ্চিত করেছে জাভি দলটি। ট্রেবল জয়ের হাতছানি নিয়ে জাভি আলোনসো বলেছেন, 'আমাদের এখনো তিনটি শিরোপা জেতার সুযোগ আছে। আমি মনে করি, আমার ছেলেরা তিনটি শিরোপা জেতার যোগ্য।' এ ছাড়া দলের এমন দুর্দান্ত পারফরম্যান্স নিয়ে লেভারকুসেন বস বলেছেন, 'আমরা এক সপ্তাহে দুটি ফাইনাল খেলব। দুই গোলে পিছিয়ে থাকার পর আমাদের খেলোয়াড়রা তাদের আসল রূপ দেখিয়েছে। আমি ম্যাচ শেষে আমার খেলোয়াড়দের চোখের দিকে তাকালাম এবং দেখলাম তারা আরো অনেক দূর যেতে চায়।' অন্যদিকে ম্যাচ শেষে লেভারকুসেনের প্রশংসা করতে ভুলেননি রোমার কোচ ড্যানিয়েল ডি রসি। এই ম্যাচ নিয়ে তিনি বলেন, 'প্রতি ম্যাচেই আমি কিছু না কিছু শিখি। আমরা এমন একটি পথ অনুসরণ করেছি যা রোমার সঙ্গে ৫ বার ঘটেছে। আমাদের ছেলেদের ধন্যবাদ জানাতে হবে এবং আমি শিখেছি ম্যাচের ৯০ মিনিটের পরও আমাদের সমানতালে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। আগামী ২২ মে ইউরোপা লিগের ফাইনালে ইটালিয়ান ক্লাব আতালান্টার বিপক্ষে মাঠে নামবে লেভারকুসেন।

লিগের মুকুট ধরে রাখল কিংস

স্পোর্টস ডেস্ক : লিগ টেবিলের উপরের দুই দলের ম্যাচ, কিন্তু লড়াইয়েরশুরুতে ছিল না তেমন উত্তাপ। রক্ষণের চাদরে নিজেদের মুড়িয়ে রাখল মোহামেডান; বসুন্ধরা কিংস খেলল বরাবরের মতোই আক্রমণাত্মক ফুটবল; গোলও পেয়ে গেলতারা। পিছিয়ে পড়ার পর তেড়েফুঁড়ে বেরিয়ে এসে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা মোহামেডান করল বটে, কিন্তু পারল না কিংসের শিরোপা উৎসব ঠেকিয়ে রাখতে। ময়মনসিংহের রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়ামে শনিবার ২-১ গোলে জিতেছে কিংস। এই জয়েতিন ম্যাচ বাকি থাকতেই শিরোপা জিতে নিয়েছে ব্রুসনের দল। ১৫ ম্যাচে ৪০ পয়েন্ট নিয়ে সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেল কিংস। সমান ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা মোহামেডানের সামনে খোলা থাকল লিগে রানার্সআপহওয়ার পথ। প্রথম লেগে মোহামেডানের বিপক্ষে ১-০ গোলে হেরেছিল কিংস। চলতি লিগে সেটাই এখন পর্যন্ত তাদের একমাত্র হার। হারের মধুর প্রতিশোধও কিংস নিল শিরোপা উৎসব নিশ্চিত করার পথে। ২০১৮-১৯ মৌসুমে প্রথম লিগের মুকুট জয়ের পর থেকে এ নিয়ে টানা পাঁচ বার সেরা হলো কিংস। মাঝে ২০১৯-২০ মৌসুমের লিগ করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে ছয় রাউন্ড খেলার পর পরিত্যাক্ত হয়েছিল। এবার কিংসকে যা একটু চাপে রেখেছিল মোহামেডানই। কিন্তু ফিরতি লেগের দেখায় দলটি রক্ষণে মনোযোগ দেয় শুরু থেকে। তাতে কিংস আরও উপরে উঠে খেলার সুযোগ পেয়ে যায়। পঞ্চম মিনিটে রিমনের ক্রসে বক্সে ডিফেন্ডারদের ফাঁক গলে বেরিয়ে গেলেও বলের নাগাল পাননি দোরিয়েলতন গোমেস নাসিমেন্তো। ত্রয়োদশ মিনিটে এই ব্রাজিলিয়ানের শট উড়ে যায় ক্রসবারের উপর দিয়ে। চাপ ধরে রেখে অষ্টাদশ মিনিটে মিলিত প্রচেষ্টায় এগিয়ে যায় কিংস। শেখ মোরসালিনের ছোট পাস ধরে মিগেল ফিগেইরা দামাশেনো বল বাড়ান বক্সে। দুই ডিফেন্ডারের ফাঁক গলে বেরিয়ে গিয়ে কোনাকুনি শটে লক্ষ্যভেদ করেন দোরিয়েলতন। একটু পরই মোজাফ্ফর মোজাফ্ফরভের দূরপাল্লার ফ্রি কিক উড়ে যায় কিংসের ক্রসবারের উপর দিয়ে। ৩৯তম মিনিটে উজবেকিস্তানের এই মিডফিল্ডারের শট বাঁক খেয়ে পোস্টে ঢোকার আগেই ফেরান মেহেদী হাসান শ্রাবণ। মোহামেডানেরও সমতায় ফেরা হয়নি। ৬০তম মিনিটে রবসন দি সিলভা রবিনিয়োর ফ্রি কিক আটকান মোহামেডান গোলরক্ষক সুজন হোসেন।

কোথায় যাচ্ছেন এমবাপ্পে?

স্পোর্টস ডেস্ক : গুঞ্জন ডানা মেলতে মেলতে অবশেষে কিলিয়ান এমবাপ্পে নিজেই এবার পিএসজি ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন। চলতি মৌসুম শেষেই ফরাসি ক্লাবটি ছাড়ছেন এমবাপ্পে। তিনি পিএসজি ছাড়ার ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে জোর আলোচনা, কোথায় যাচ্ছেন এই ফরাসি তারকা? অনেক দিন ধরেই অবশ্য গুঞ্জন আছে পিএসজি ছাড়ার পর এমবাপ্পের ঠিকানা হবে রিয়াল মাদ্রিদ। গত শুক্রবার রাতে ক্লাব ছাড়ার ঘোষণা দেওয়ার পরও একই আলোচনা চলমান আছে। যদিও ২৫ বছর বয়সী ফরাসি তারকা তাঁর পরবর্তী ঠিকানার কথা নিশ্চিত করেননি। পিএসজি ছাড়ার ঘোষণা বার্তায় এমবাপ্পে বলেন,ওআমি সব সময় আপনাদের বলে এসেছি যে, যখন উপযুক্ত সময় আসবে, তখন আমি (ক্লাব ছাড়ার বিষয়ে) বলব। পিএসজিতে এটাই আমার শেষ মৌসুম। আমি চুক্তি নবায়ন করব না। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পিএসজির সঙ্গে আমার এই যাত্রা শেষ হয়ে যাবেû পিএসজির জার্সিতে খেলতে পারা নিজের জন্য বেশ আবেগের ছিল বলেও জানিয়েছেন এমবাপ্পে, ওএটা ভীষণ আবেগের ব্যাপার। অনেক বছর (এই ক্লাবে কাটিয়েছি) যারা আমাকে এখানে আসতে দিয়েছিল। আমি সবচেয়ে বড় ফরাসি ক্লাব ও বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্লাবের সদস্য হওয়ার সুযোগ ও মহান সম্মান পেয়েছি।ওনতুন চুক্তির বিষয়ে এমবাপ্পে মুখ না খুললেও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে সমঝোতা হয়েছে তাঁর। সামনে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনাল থাকায় এখনই তাই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়ার পক্ষে নয় স্প্যানিশ ক্লাবটি।

রিশাভ পান্ত এক ম্যাচ নিষিদ্ধ

স্পোর্টস ডেস্ক : রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে মন্থর ওভার-রেটের কারণে বড় শাস্তি পেয়েছেন রিশাভ পান্ত। আইপিএলে এক ম্যাচ নিষিদ্ধ করা হয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়ককে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে খেলতে পারবেন না তিনি। শুধু নিষেধাজ্ঞাই নয়, ৩০ লাখ রুপি জরিমানা করা হয়েছে পান্তকে। সঙ্গে ওই ম্যাচে খেলা দিল্লির ক্রিকেটারদের প্রত্যেককে জরিমানা করা হয়েছে। তাদের দিতে হবে ১২ লাখ রুপি কিংবা ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ, যেটা সর্বনিম্ন। আইপিএলের চলতি আসরে এনিয়ে তৃতীয়বার মন্থর ওভার-রেটের নিয়ম ভেঙেছেন পান্ত। তাই কিপার-ব্যাটসম্যানকে ছাড়া রোববার বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে খেলতে হবে দিল্লিকে। বিসিসিআইয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আইপিএলের আচরণবিধির ৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী ম্যাচ রেফারির রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আপিল করেছিল দিল্লি। আবেদনটি পর্যালোচনার জন্য বিসিসিআইয়ের ন্যায়পালের কাছে পাঠানো হয়। ন্যায়পাল একটি ভার্চুয়াল শুনানি পরিচালনা করে নিশ্চিত করেন যে, ম্যাচ রেফারির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও মানা বাধ্যতামূলক।

কোপার দল ঘোষণা মেক্সিকোর

স্পোর্টস ডেস্ক : গুঞ্জন ছিল আসন্ন কোপা আমেরিকার দলে থাকছেন মেক্সিকোর অভিজ্ঞ গোলরক্ষক গিলের্মে ওচোয়া। সেই গুঞ্জনই সত্যি হলো। অভিজ্ঞ এই গোলরক্ষককে ছাড়াই কোপা আমেরিকার দল ঘোষণা করেছে মেক্সিকো। শুক্রবার দিবাগত রাতে কোপা আমেরিকার জন্য ৩১ জনের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেন মেক্সিকোর কোচ হাইমে লোজানো। শুধু ওচোয়াই নয়। দুই বিশ্বস্ত অ্যাটাকার রাউল হিমেনেজ এবং হার্ভিং লোজানো বাদ পড়েছেন কোপা আমেরিকার দল থেকে। দেড় যুগ ধরে মেক্সিকোর গোলবারের বিশ্বস্ত ও অতন্দ্র প্রহরী ওচোয়া। ২০০৫ সালে জাতীয় দলে অভিষিক্ত ওচোয়া মেক্সিকোর হয়ে ১৫০ ম্যাচ খেলেছেন। মেক্সিকোর জার্সিতে সর্বোচ্চসংখ্যক ম্যাচ খেলার তালিকায় আছেন তৃতীয় স্থানে। কিন্তু তাকেই এবার দেখা যাবে না কোপা আমেরিকায়। ওচোয়াকে না রাখার কারণ ব্যাখ্যা করে হাইমে লোজানো বলেন, 'আমি "মেমো"র (ওচোয়া) সঙ্গে কথা বলেছি। তাকে জানিয়েছি যে সিদ্ধান্তটি আমি নিয়েছি এবং তার অর্থ এই নয় যে সে প্রক্রিয়ায় (২০২৬ বিশ্বকাপ) নেই। আমরা শুধু অন্য খেলোয়াড়দের একটু দেখতে চাই।' আগামী ২০ জুন থেকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত চলবে এবারের কোপার আসর। 'বি' গ্রুপ থেকে এবারের আসরে অংশ নেবে মেক্সিকো। আগামী ২২ জুন তাদেরûথম ম্যাচের প্রতিপক্ষ জ্যামাইকা। গ্রুপের বাকি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ভেনেজুয়েলা ও ইকুয়েডর। মেক্সিকোর কোপা আমেরিকা স্কোয়াডঃ গোলরক্ষকঃ লুইস মালাগন, হুলিও গঞ্জালেস, রাউল রানগেল। ডিফেন্ডারঃ হোর্হে সানচেজ, ইসরায়েল রেয়েস, ব্রায়ান গার্সিয়া, সিজার মন্তেস, ভিক্টর গুজমান, অ্যালেক্সিস পেনা, হোয়ান ভাসকুয়েজ, হোর্হে ওরোজোকো, জেরার্দো আরতেয়াগা, ব্রায়ান গঞ্জালেস। মিডফিল্ডারঃ এডসন আলভারেজ, লুইস রোমো, জর্ডান কারিল্লো, এরিক সানচেজ, ওরবেলিন পিনেদা, রবার্তো আলভারদো, লুইস শাভেজ, আন্দ্রেস মন্তানো, ফার্নান্দো বেলত্রান, কার্লোস রদ্রিগেজ। ফরোয়ার্ডঃ মার্সেলো ফ্লোরেস, সিজার হুয়ের্তা, হুলিয়ান কুইনোনেস, গিলের্মো মার্তিনেজ, সান্তিয়াগো হিমিনেজ, অ্যালেক্সিস ভেগা, ডিয়েগো লেইঞ্জ ও ইউরিয়েল আন্তুনা।

অবসরের ঘোষণা দিলেন কিউই ওপেনার

স্পোর্টস ডেস্ক : আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য অভিনব কায়দায় সবার আগে ১৫ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড। সেই স্কোয়াডে জায়গা হয়নি তারকা ব্যাটার কলিন মুনরোর। তাতে অভিমানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকেই সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন ৩৭ বছর বয়সি এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। গত শুক্রবার এক বিবৃতির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা দেন মুনরো। অবসরের বিষয়ে তিনি বলেছেন, 'আমার ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বড় অর্জন হলো নিউজিল্যান্ডের জার্সিতে খেলা। দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় দলের জার্সিতে মাঠে নামা হয়নি। তবে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে ভালো করার কারণে বিশ্বাস ছিল।

ফেরার লড়াইয়ে তারিক

স্পোর্টস ডেস্ক : ময়মনসিংহের রফিক উদ্দিন ভুঁইয়া স্টেডিয়ামে ভিআইপি গ্যালারির নিচের সারিতে দেখা গেল তাঁকে। গ্যালারির সিঁড়িতেই কিছুক্ষণ ওয়ার্মআপ করলেন তারিক কাজী। এরপরই সবার আগে নেমে পড়লেন মাঠে। সতীর্থরা তখনো ড্রেসিংরুমে, কেউই মাঠে নামেননি। তারিকের এই তোড়জোড়ের বিশেষ কারণ আছে। সেটা চোট থেকে ফিরে আসার। একটু পরই ওয়ার্মআপ করতে একে একে মাঠে নেমে পড়েন বসুন্ধরা কিংসের ফুটবলাররা। তখনো তারিক যেন আলাদা। একা একাই মাঠের দক্ষিণ থেকে উত্তর দিক পর্যন্ত দৌড়ালেন বেশ কয়েকবার। মাঠে নামার আগে নিজের সর্বশেষ অবস্থা কী, সেটাও জানিয়েছেন কিংসের রক্ষণভাগের এই খেলোয়াড়, 'এখন বেশ ভালো আছি। কবে ফিরব জানি না, তবে আশা করি দ্রুত আমাকে দেখতে পাবেনû গত ফেব্রুয়ারি থেকে মাঠের বাইরে আছেন ২৩ বছর বয়সী এই ফুটবলার। ফেডারেশন কাপের ম্যাচে গোড়ালিতে আঘাত পেয়েছিলেন। সেই আঘাতই ভোগাচ্ছে তাঁকে। চোটের কারণে বাংলাদেশ জাতীয় দলের ম্যাচও মিস করেছেন তিনি। মার্চে ফিফা উইন্ডোতে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ফিলিস্তিনের বিপক্ষে দুটি ম্যাচে খেলা হয়নি তাঁর। প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে মোহামেডানের বিপক্ষেও ছিলো না সে। দর্শক হিসেবে মাঠে থাকলেও নিজেকে ফিরে পাওয়ার কাজটা ঠিকঠাক করে যাচ্ছেন তিনি।

স্বাস্থ্য

হাঁপানি নিয়ন্ত্রণের উপায়

এফএনএস স্বাস্থ্যঃ অ্যাজমা বা হাঁপানি একটি শ্বাসকষ্টজনিত রোগ। এটির প্রধান লক্ষণই হচ্ছে শ্বাসকষ্ট। আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে বছরের যে কোনো সময়েই হাঁপানি সমস্যা বাড়তে পারে। এই রোগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বংশগত। তবে হাঁপানি নিয়ন্ত্রণযোগ্য রোগ যদি কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলা যায়। হাঁপানি কি? হাঁপানি ফুসফুসের একটি দীর্ঘমেয়াদী দীর্ঘস্থায়ী রোগ যা শ্বাসনালীকে প্রদাহ এবং সংকীর্ণ করে। শ্বাসতন্ত্রে প্রদাহ হলে শ্বাসনালি ফুলে যায়। এরপর ধীরে ধীরে শ্বাসকষ্ট, কাশি, বুকের মধ্যে শোঁ শোঁ শব্দ, বুকে চাপ ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিতে থাকে। এসবের সমন্বিত রোগটির নামই হাঁপানি। হাঁপানি কেন হয়? হাঁপানির কোন সুনির্দিষ্ট কারণ নেই। বিভিন্ন ব্যক্তিভেদে হাঁপানির বিভিন্ন বিভিন্ন কারণ হয়ে থাকে যেগুলো হাঁপানি রোগের উৎপত্তি ও স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে থাকে। আবার কিছুকিছু ক্ষেত্রে এ রোগ জেনেটিক বা বংশগত কারণে হতে পারে। বংশে কারও এ রোগ থাকলে পরবর্তী প্রজন্মের যে কারও আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। এ ছাড়া আরও কিছু কারণ রয়েছে যেগুলো হল, ১. পশুর লোম, আরশোলা, রেণু, ছত্রাক প্রভৃতি হাঁপানির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। ২. বায়ুদূষণ, সিগারেটের ধোঁয়া, কারখানার বিভিন্ন উত্তেজক পদার্থ, ঝাঁজালো গন্ধ, ইত্যাদির কারণে হাঁপানির আশঙ্কা বেড়ে যায়। ৩. আবহাওয়ার পরিবর্তন, ঠান্ডা বাতাস, হঠাৎ তাপমাত্রা পরিবর্তনেও অনেকেও হাঁপানি সমস্যা দেখা দেয়। ৪. বিভিন্ন ব্যথানাশক ওষুধ, অ্যাসপিরিন, হেরোইন প্রভৃতির অতি ব্যবহারের কারণে হাঁপানি হতে পারে। ৫. ব্যক্তিভেদে কিছু খাবার, যেমন গরুর মাংস, চিংড়ি, ইলিশ, বেগুন- এসব খেলে হাঁপানির মাত্রা বাড়তে পারে। হাঁপানির লক্ষণ হাঁপানির লক্ষণগুলি ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি এবং আক্রমণ থেকে আক্রমণে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। কিছু সাধারণ হাঁপানির লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছেঃ ১. দীর্ঘমেয়াদি শ্বাসকষ্ট ২. ব্যায়াম করার সময় দুর্বল বা ক্লান্ত বোধ করা ৩. ক্লান্ত বোধ, খিটখিটে মেজাজ, ৪. হাঁচি, মাথাব্যথা, কাশি, গলা ব্যাথা, নাক দিয়ে পানি পড়া, নাক বন্ধ হওয়া ৫. বুকে ব্যথা, চাপ বা শক্ত হয়ে যাওয়া, শো শো শব্দ করা ৬. রাতে কাশি বেড়ে যাওয়া ৭. ঘুমের সমস্যা ৮. নাকে-মুখে ধুলাবালু গেলে শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাওয়া হাঁপানি নিয়ন্ত্রণের উপায় ১. হাঁপানি সমস্যায় মধু খেতে পারেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিদিন রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে ১ চামচ মধুর সঙ্গে সামান্য দারুচিনির গুঁড়ো মিশিয়ে নিয়ে খেতে পারলে শ্বাসকষ্ট অনেকটাই কমে যাবে। হাঁপানি ছাড়া সর্দি-কাশিতেও এই মিশ্রণ খুবই উপকারী। ২. লেবুতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এক গ্লাস পানির মধ্যে লেবুর রস এবং সামান্য চিনি দিয়ে রোজ খেয়ে দেখতে পারেন। হাঁপানির কষ্ট অনেক কম হবে। ৩. পানির মধ্যে এক টুকরো আদা ফেলে ফোটান। এবার পাঁচ মিনিট রেখে সেই মিশ্রণ খেয়ে নিন। শুধু হাঁপানি নয়, জ্বর, সর্দি-কাশি নয়, যে কোনো রোগেই সমান উপকারী আদার রস। ৪. পেঁয়াজ যে কোনো প্রদাহজনিত রোগ উপশমে খুবই উপকারি। তা ছাড়া নাসাপথকে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। শ্বাসকষ্ট দূর করতে কাঁটা পেঁয়াজ খেয়ে দেখতে পারেন। ৫. পানি সমস্যায় ল্যাভেন্ডার তেল খুবই কার্যকরী। ১ কাপ গরম পানির মধ্যে ৫-৬ ফোঁটা ল্যাভেন্ডার তেল ফেলে ধীরে ধীরে ভেপার (ভাপ) নিন। দ্রুত উপকার পাবেন। ৬. ধুলো-বালি, ধূমপান, কলকারখানার রাসায়নিক বা গ্যাস, ঠান্ডা বাতাস যেসব কারণে হাঁপানি বেড়ে যায় সেসব কারণ থেকে দূরে থাকতে হবে। ৭. হাঁপানির সমস্যা থাকলে অতিরিক্ত ব্যায়াম করা থেকে বিরত থাকা উচিত। ৮. তীব্র হাঁপানি রোগীদের সবসময় সাথে ইনহেলার রাখা উচিত। কারণ দ্রুত শ্বাসকষ্ট কমাতে আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থায় অ্যাজমা রোগীদের মুখে খাবার ওষুধের চেয়ে ইনহেলার ব্যবহার করতে বলা হয়।

রাতে পা কামরানোর কারণ ও করণীয়

স্বাস্থ্য ডেস্ক : রাতের বেলা পা কামড়ায় ও জ্বালাপোড়া করে, কিন্তু দিনের বেলা ব্যথা উধাও। এ অবস্থাকে চিকিৎসকরা বলেন, 'মাসল ক্র্যাম্প'। এতে রাতে পায়ের 'কাফ' বা পেছনের পেশিতে ও পায়ের পাতায় প্রচণ্ড ব্যথা হয়। এই ব্যথা মাঝে-মধ্যে উরুতেও উঠে আসে। কখনো ব্যথার তীব্রতা এতই বেড়ে যায় যে ভুক্তভোগী অনেক সময় ঘুম থেকে লাফিয়ে ওঠেন। এ সময় পেশিও শক্ত হয়ে যায়। এ রকম হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া জরুরি। কারণ ঋতু পরিবর্তনঃ সাধারণত গরম ও শীতকালে এ ধরনের পায়ের ব্যথা বেশি হয়। গ্রীষ্মকালে ভিটামিন ডি-এর মাত্রা বেশি থাকে বলে স্নায়ুর বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ বেশি সক্রিয় হয়। ভিটামিন ডি সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছালে এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত হয়, ফলে ব্যথা হতে পারে। এ ছাড়া স্নায়ুর সমস্যায়ও হতে পারে এটি। তবে এ ক্ষেত্রে পেশির সমস্যাকে দায়ী করা হয় না। বয়সের কারণঃ বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি পৌঁছালে নড়াচড়ার সঙ্গে সম্পর্কিত স্নায়ুগুলো নষ্ট হতে থাকে। ফলে ব্যথা হয়। পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে নিয়মিত পা ব্যথা হলে তা জটিল হওয়ার আশঙ্কা বেশি। পুষ্টির ঘাটতিঃ এ ধরনের ব্যথার একটি বড় কারণ প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতি।

উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে মৃত্যুর কারণ

স্বাস্থ্য ডেস্ক : প্রতি বছর অগণিত মানুষ মারা যাচ্ছে হৃদরোগ, স্ট্রোক ইত্যাদি কারণে। আর এইসব রোগের অনেক বড় একটা কারণ উচ্চ রক্তচাপ। উচ্চ রক্তচাপের কারণে ধমনীতে রক্তচাপের মাত্রা বেড়ে যায়। স গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে উচ্চ রক্তচাপ। যেমন- হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং রেনাল ফেইলিওর। লাইফস্টাইল পরিবর্তন যেমন সুষম খাবার খাওয়া, নিয়মিত ব্যায়াম, স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণ, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। কিছু খাবার উচ্চ রক্তচাপের কারণ হতে পারে। ১. উচ্চ সোডিয়াম গ্রহণ অত্যধিক সোডিয়াম গ্রহণ, প্রাথমিকভাবে লবণ থেকে তরল ধারণ এবং রক্তচাপ বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। অত্যধিক সোডিয়াম গ্রহণের ফলে শরীর পানি ধরে রাখতে পারে, যার ফলে রক্তের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং ধমনীর দেয়ালে চাপ পড়ে। ২. কম পটাসিয়াম গ্রহণ চিকিৎসকের মতে, পটাসিয়াম শরীরে সোডিয়ামের প্রভাবের ভারসাম্য বজায় রেখে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং ভাসোডিলেশনে (রক্তনালীর শিথিলকরণ) কাজ করে। কম পটাসিয়াম এবং উচ্চ সোডিয়ামযুক্ত খাবার এই ভারসাম্যকে ব্যাহত করতে পারে এবং উচ্চ রক্তচাপ সৃষ্টি করতে পারে। ৩. অতিরিক্ত অ্যালকোহল সেবন অতিরিক্ত পরিমাণে অ্যালকোহল পান করলে তা রক্তচাপ বাড়াতে পারে এবং সেইসঙ্গে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ায়। অ্যালকোহল উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত ওষুধের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, তখন রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে যায়। ৪. উচ্চ স্যাচুরেটেড এবং ট্রান্স ফ্যাট গ্রহণ স্যাচুরেটেড এবং ট্রান্স ফ্যাটযুক্ত খাবার বেশিরভাগ প্রক্রিয়াজাত এবং ভাজা খাবারে পাওয়া যায়, এগুলো প্রদাহ এবং ধমনী শক্ত হওয়ার নেপথ্যে কাজ করে যা উচ্চ রক্তচাপের কারণ হতে পারে। এই ফ্যাট ওজন বৃদ্ধি এবং স্থূলত্বের কারণ হতে পারে, যা উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকির কারণ। ৫. কম ফাইবার গ্রহণ ফাইবার কম খাওয়া বিশেষ করে ফলমূল, শাক-সবজি এবং আস্ত শস্য কম খেলে তা উচ্চ রক্তচাপের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে। ফাইবার রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে, তৃপ্তি বাড়াতে এবং কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্য ভালো রাখতে কাজ করে। আর এর অভাব হলে তখন রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার ভয় থাকে। ৬. অত্যধিক চিনি খাওয়া অতিরিক্ত শর্করা যুক্ত খাবার, বিশেষ করে চিনিযুক্ত পানীয় এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার ওজন বৃদ্ধি, ইনসুলিন প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং প্রদাহ বৃদ্ধি করে উচ্চ রক্তচাপে অবদান রাখতে পারে। উচ্চ চিনি গ্রহণ সরাসরি রক্তচাপের মাত্রা বাড়াতে পারে। ৭. কম ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম গ্রহণক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে জড়িত অপরিহার্য খনিজ। এ জাতীয় খাবার কম খেলে তা উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার (যেমন দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং শাক-সবজ) এবং ম্যাগনেসিয়াম (যেমন বাদাম, বীজ এবং আস্ত শস্য) খেলে কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্যকে ভালো রাখতে কাজ করে।

পুরুষের গনোরিয়া রোগের উপসর্গ

স্বাস্থ্য ডেস্ক : গনোরিয়া রোগ নারী-পুরুষ উভয়ের হতে পারে। গনোরিয়া যৌনবাহিত রোগ। পুরুষের ক্ষেত্রে এই রোগে প্রস্রাবের সময় জ্বালাপোড়া ও মূত্রনালি দিয়ে পুঁজ বের হয়। সাধারণত নারীদের চেয়ে পুরুষরাই এই যৌনরোগে বেশি আক্রান্ত হয়। শুধু নারী ও পুরুষের মেলামেশার কারণেই এ রোগ ছড়ায়। গনোরিয়া রোগটি 'নাইসেরিয়া গনোরিয়া' নামক একপ্রকার ব্যাকটেরিয়ার কারণে হয়। আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশার ২-১০ দিন পরই এ রোগের লক্ষণ দেখা যায়। গনোরিয়ার জীবাণু 'নাইসেরিয়া গনোরিয়া' দীর্ঘদিন শরীরের বাইরে টিকে থাকতে পারে না। এরা বেঁচে থাকে কেবল নিবিড় যৌন মিলনের মাধ্যমে এক দেহ থেকে অন্য দেহে স্থানান্তরিত হয়ে। পুরুষের যৌনাঙ্গ দিয়ে পুঁজ বের হওয়া, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া এ রোগের উপসর্গ। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি ব্যাকটেরিয়া ঘটিত জীবাণুবাহিত রোগ। এটা পুরুষাঙ্গ, সারভিক্স বা জরায়ুর ছিদ্র, রেকটাম মলাশয় বা পায়ু, গলা ও চোখকে আক্রান্ত করতে পারে। এই ইনফেকশনজনিত কারণে বন্ধ্যাত্বও দেখা দিতে পারে।

দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখার উপায়

স্বাস্থ্য ডেস্ক : সুরক্ষিত রাখুন আপনার চোখ। নইলে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে অদূর ভবিষ্যতে। হয়তো চোখে কম দেখাসহ নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে পারে। স্মার্টফোন ও কম্পিউটার এখন আমাদের যাপিত জীবনের অতিজরুরি অনুষঙ্গ। এর ব্যবহার যত বাড়ছে, ততই বাড়ছে চোখসহ শরীরের নানাবিধ সমস্যা। যেমন- চোখের পানি শুকিয়ে যাওয়া, চোখে কম দেখা, মাথাব্যথা, চোখে ব্যথা, ঘাড়ে ব্যথা, মাজা বা কোমরে ব্যথা। এমনকি মানসিক সমস্যাও দেখা দিতে পারে। সমষ্টিগতভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এ সমস্যাকে বলে কম্পিউটার ভিশিন সিন্ড্রোম। স্মার্টফোন ও কম্পিউটারের ক্ষতিকর রশ্মি এবং এর ব্যবহার থেকে চোখ বাঁচাতে কিছু নিয়ম মেনে চলা জরুরি। এ ক্ষেত্রে যেসব নিয়ম মানা উচিত তা হলো- মোবাইলের উজ্জ্বল আলো বহুক্ষেত্রেই চোখে যন্ত্রণা দেয়, বিশেষ করে অন্ধকারে। সেই ক্ষেত্রে মোবাইলের ডার্ক মুড অর্থাৎ ডার্ক থিম ব্যবহার করুন। অ্যান্টি গ্লেয়ার প্রোটেক্টর ব্যবহার করুন। এতে চোখের ওপর ক্ষতিকর নীল রশ্মির প্রভাব কম পড়বে। চোখ শুকিয়ে যাওয়ার প্রবণতা কমে আসবে। অনেক বেশি উজ্জ্বল কিংবা একেবারেই অনুজ্জ্বল পর্দা (ডিসপ্লে) এবং এর বৈপরীত্য কোনোটাই চোখের জন্য ভালো নয়। এগুলোর সামঞ্জস্যপূর্ণ যাতে থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। যন্ত্রের নির্ধারিত (বিল্টইন) উজ্জ্বলতা সেটিংস ব্যবহারই এ ক্ষেত্রে উত্তম। প্রায় প্রতিটি মোবাইল ফোনেই থাকে ডিজিটাল ওয়েলবিং ফিচার। এই ফিচার ব্যবহার করে স্ক্রিন টাইম কমানোর চেষ্টা করতে পারেন। বারবার চোখের পলক ফেলুন। তাতেও চোখ ভিজে থাকবে। আধাঘণ্টা পর পর পরিষ্কার পানির ঝাপটা দিয়ে চোখ ধুয়ে নিন। অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোনের জন্য নাইট লাইট এবং আইফোনের জন্য নাইট শিফট সুবিধা ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ফিচারের ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই পর্দার রঙ ও উজ্জ্বলতায় সামঞ্জস্য আসে। ২০ মিনিট টানা ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকলে তার পর অন্তত ২০ সেকেন্ড ২০ ফুট দূরের কোনো কিছুর দিকে তাকিয়ে থাকুন। চোখের একেবারে কাছে না ধরে ১৬ থেকে ১৭ ইঞ্চি দূরে রাখুন মোবাইল ফোন। তাতেও চোখে কম চাপ পড়বে। স্মার্টফোনে লেখার আকার বা ফ্রন্ট সাইজ বড় রাখা ভালো। ছোট আকারের লেখার ব্যবহার চোখের ওপর চাপ ফেলে এবং ক্ষতি করে। বড় আকারের লেখা সহজে পড়াও যায়। কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কিছু নিয়ম মানতে হবে। যেমন- একনাগাড়ে বহুক্ষণ কম্পিউটার ব্যবহার করা যাবে না। আধাঘণ্টা বা ৪৫ মিনিট ব্যবহারের পর ব্রেক দিতে হবে ১০ থেকে ১৫ মিনিট। কম্পিউটারের মনিটর চেষ্ট লেবেলে রাখতে হবে। হ্যান্ড রিস্ট ও কিবোর্ড একই সমান্তরাল লেবেলে রাখতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, যখনই চোখের নূন্যতম সমস্যা দেখা দেবে, চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।?কারণ চোখ অতিমূল্যবান বস্তু। অবহেলায় আজীবনের জন্য ক্ষতি ডেকে আনবেন না।